উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৩ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 171

মোদি, অমিত শা, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছেন » ৭

৩১ শতাংশ বাড়ি অসম্পূর্ণ

টাকা পাওয়ার ১ বছর পরেও ৩১ শতাংশ উপভোক্তা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেননি। গত ডিসেম্বরে ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তি, জুনে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করেছে » ৭

সময়ের কথা

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল গভীরে

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি শব্দগুলো এখন জীবনের চেনা ছকে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আগে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে পাড়া বা মহল্লায় বহুলচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এখন এগুলো ধূসর অতীত। কোনও সরকারি আধিকারিক বা প্রভাবশালী কারও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় সমাজে হেলদোল হয় না। কীরকম যেন গা-সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার সূচনাকালে গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম 'দুর্নীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত রোমান তাত্ত্বিক মার্কাস টুলিয়াস সিসারো দুর্নীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তারপর সময়ের হাত ধরে, ইতিহাসের পরতে পরতে শব্দটি তার সর্বগ্রাসী সাক্ষ্য দিতে দিতে চলেছে। দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র এখন দুর্নীতির অস্তিত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে গিয়েছে।

ফলে নাগরিক সমাজে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী- উভয় রাজনৈতিক শিবিরের নেতাদের প্রতি আস্থা প্রায় বিলীন। রাজনীতিতে আর্থিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, 'যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ' প্রবাদটি মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠছে আকছার। একেবারে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ব্লক স্তরের প্রশাসনের এক সর্বোচ্চ আধিকারিকের যুক্ত থাকার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা- সরকারি আধিকারিকের এই হাল হলে জনমানসে প্রশাসন সম্পর্কে কী ধারণা গড়ে উঠতে পারে, তা সহজে অনুমেয়! জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি নীচুতলার এরকম সরকারি আধিকারিকের উপর ন্যস্ত থাকে।

শুধু আর্থিক দুর্নীতি বা তছরুপ নয়, এই অনিয়মের জন্য অভিযুক্ত আমলা, আধিকারিকরা অনেক ক্ষেত্রে পেশিশক্তির সঙ্গে গাঁটছড়াও বাঁধছেন। ভাবুন, কী ভয়ংকর অবস্থা! প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ১৯৮৫ সালে মন্তব্য করেছিলেন, সরকার এক টাকা বরাদ্দ করলে গরিবের কাছে পৌঁছায় মাত্র পনেরো পয়সা। তিনি হয়তো এই জাতীয় আমলা ও নেতাদের দেখে ওইরকম মন্তব্য করেছিলেন!

এরপর দশের পাতায়

ধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

কালো সোনাকে দ্রুত সাদা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে অপরাধ সিন্ডিকেট। জেলায় জেলায় অপরাধচক্রের সম্পত্তির বহর বাড়ছে। বিস্ময়করভাবে তারা জমি কেনার পরই পাশ দিয়ে সরকারি প্রকল্পে তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কোচবিহার শহরে ঐতিহ্যের নিয়ন আলো ছাড়িয়ে পুণ্ডিবাড়ির অন্ধকার চোরাগলির আড়ালে রয়েছে বিলাসবহুল এক রিসর্ট। সেই রিসর্টই আসলে সোনার কালো কারবারের কমান্ড সেন্টার; সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের কুকর্মের প্রধান ঘাঁটি।

রাতের অন্ধকারে মাঝেমধ্যেই নীলবাতির গাড়ি যখন রিসর্টের গেটে থামত, তখন থেকেই স্থানীয়দের মনে কু ডেকেছিল। বেআইনি কারবার যে কমবেশি হচ্ছে সেটা তাঁরা ভালোই বুঝেছিলেন। তবে প্রভাবশালী আমলা এবং তৃণমূল নেতার অপরাধ সিন্ডিকেটের শিকড় যে কতদূর ছড়িয়েছে তা তাঁদের কল্পনাতেও নেই।

কালো সোনাকে দ্রুত সাদা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে অপরাধ সিন্ডিকেট। কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাচারের টাকায় একরের পর একর জমি কিনে রেখেছে কারবারিরা। কোথাও সেই জমি প্লট করে, কোথাও আবাসন বানিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় অপরাধচক্রের সম্পত্তির বহর বাড়ছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কলকাতায় নামে-বেনামে থাকা প্রভাবশালী আমলার একের পর এক বিলাসবহুল বাড়ির খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। তবে স্বপন হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ওই আমলার আরও অনেক গোপন সম্পত্তি দেখে চোখ কপালে উঠেছে তদন্তকারীদের।

সোনা পাচারের টাকা খাটছে জমি কেনাবেচার কারবারে

এক্সক্লুসিভ — উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রাঘববোয়াল

- কোচবিহার ডিএম অফিসের পাশেই বিলাসবহুল বহুতল বানাচ্ছে অভিযুক্ত আমলা
- মাটিগাড়ায় বেনামে ফ্ল্যাট কেনায় বিনিয়োগ হয়েছে কয়েক কোটি টাকা
- বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গেও ওই আমলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে
- আমলার শাগরেদ নেতা এবং তার দুই ভাই কোচবিহার-২ ব্লকজুড়ে লুট চালাচ্ছে
- কোটি টাকা দামের গাড়ি চড়ে, বাউন্সার নিয়ে ঘুরছে নেতা ও তার গুণধর ভাইরা
- স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের পরই সম্ভবত উত্তর-পূর্বের কোনও রাজ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে নেতা ঘনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে লম্বাদিঘি সংলগ্ন এলাকায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করে জমি কিনে প্রাসাদ সমান একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে ওই আমলা। আর সেই কাজ দেখভাল করছে কয়েকজন সরকারি কর্মী। শনিবার ওই নির্মাণকাজ দেখে এসেছেন দুই তদন্তকারী। মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি, ভিডিও তুলে সেখান থেকেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

দেহ লোপাটে নীলবাতির গাড়ি

তদন্তে উত্তরের আরও ৪ জনের হদিস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ দেব

কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ধৃত দুজনকে জেরা করে পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকেও পুলিশ বুঝতে পেরেছে, ওই গাড়িতে তুলেই স্বপনের দেহ নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকায় একটি খালের ধারে ফেলা হয়।

নীলবাতি লাগানো ওই গাড়ির চালক রাজু ঢালি পুলিশি জেরায় জানিয়েছেন, ওই গাড়িতেই ঘটনার পরদিন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে বিডিও ও ধৃত দুজন বাদে আরও চারজনের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। সেই চারজন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। নিহত স্বপনকে নিগ্রহের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছেন।

তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই চারজনের নাম বলেনি বটে। তবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁদের গতিবিধিও পুলিশ পেয়ে গিয়েছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার একটি দল এখন উত্তরবঙ্গে আছে। অভিযুক্ত বিডিও বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় পুলিশ ওই বিডিও-কে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না।'

অভিযুক্ত বিডিও

- বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি
- তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ
- পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল

সুকান্তর কথায়, 'আমাদের কাছে খবর আছে, অনেকের সামনে এই বিডিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে লাউডস্পিকার চালু করে কথোপকথন শুনিয়ে প্রমাণ করেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কতটা ঘনিষ্ঠ।' জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামী বলেন, 'প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা মঙ্গলবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিস তালা মেরে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন করব।'

বিডিও প্রশান্ত বর্মন প্রথম থেকেই দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও তিনি ক'দিন ধরে মন্তব্য করে চলেছেন। রবিবার অবশ্য নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। পুলিশি তদন্তে অবশ্য স্পষ্ট যে, প্রমাণ লোপাট করার জন্যই অপহরণ ও পরে দেহ ফেলে দিতে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। সে কথা ধৃতরা পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছেন।

প্রশান্তকে কলকাতা বিমানবন্দরে যে ওই গাড়িই পৌঁছে দিয়েছিল,

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর শুরু হতেই বাড়িতে তালা

সাগর বাগচী

মাটিগাড়া, ৯ নভেম্বর : কীভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে মাটিগাড়ায় বসতি গড়ে, শ্রমিক, পরিচারিকা হিসেবে এলাকায় কাজ আদায় করছেন সে বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস কয়েক মাস আগে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের এক নাগরিক কীভাবে মাটিগাড়াতে এসে বিভিন্ন পরিচয়পত্র বানিয়ে প্রিয়াংকার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন তা তিনি সবাইকে জানান।

মাটিগাড়ার রানাবস্তি, লেনিন কলোনি, বালাসন বস্তি এলাকায় বহু অনুপ্রবেশকারীর ঘাঁটি গেড়ে থাকা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। তবে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) শুরু হতেই এলাকায় এমন বহু সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর দেখা মিলছে না। লেনিন কলোনি, বালাসন বস্তির মতো এলাকায় এসআইআর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন তথ্য উঠে এল।

অনুপ্রবেশকারী যে এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে তা মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বৈধ কাগজপত্র নেই, এমন বহু মানুষ এই এলাকায় রয়েছেন। অনুপ্রবেশকারীও রয়েছে। কিন্তু এত মানুষের তথ্য নেই। এসআইআর হলে সেই মানুষজনের পরিচয় বেরিয়ে আসবে।'

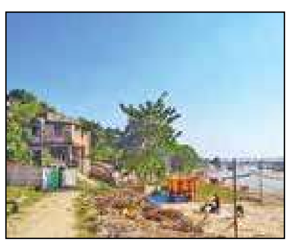

চুপিচুপি...

- রানাবস্তি, লেনিন কলোনি, বালাসন বস্তি এলাকায় বহু অনুপ্রবেশকারীর ঘাঁটি গেড়ে থাকা নিয়ে চর্চা
- এসআইআর শুরু হতেই এমন বহু সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর দেখা মিলছে না, অভিযোগ
- অনুপ্রবেশকারী যে এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে, তা স্বীকার করেছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান
- অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া উচিত, তবে শরণার্থীদের উদ্বেগের কারণ নেই বলে আশ্বাস বিধায়কের

বালাসন নদীর পাশে লেনিন কলোনি গড়ে উঠেছে। জায়গাটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বস্তি হিসাবে পরিচিত। বালাসন নদীর পাশ দিয়ে সেই বস্তির শেষের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গিয়েছে, নদীর পাশে বাঁশ, টিন দিয়ে ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। এলাকার একটি চায়ের দোকানে শনিবার আড্ডা চলছিল। সেখানেও এসআইআর নিয়ে আলোচনা চলছিল।

বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। হিন্দিভাষী মানুষটি নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজ করেন। ফারুকের কথায়, 'গত কয়েক বছরে বহু মানুষ এখানে থাকা শুরু করেছে। যার মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকরাও রয়েছেন। কয়েকজন আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। তবে এসআইআর শুরুর পর থেকে এলাকায় তাঁদের কয়েকজনের দেখা মিলছে না। হয়তো বাইরে কোথাও গিয়েছেন। তাঁদের কতজনের কাছে বৈধ কাগজপত্র রয়েছে জানি না।'

তবে ফারুক কিছুটা মুখ খুললেও সিংহভাগ বাসিন্দা এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। সাংবাদিক পরিচয় দিলে অনেকে ভয়ে গুটিয়ে যাচ্ছেন। ছবি তোলা বা ভিডিও করা যাবে না বলে আগেই জানিয়ে দিচ্ছেন। সিংহভাগ মানুষ নিজেদের পরিচয় গোপন করে রাখছেন। প্রশ্ন করলেই সমস্ত কাগজপত্র রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

পানিট্যাঙ্কিতে শাসকের সিন্ডিকেটরাজ

মেচির ঘাটে ২০০০ টাকা নজরানা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বালিঘাটে সিন্ডিকেট। তাও আবার ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকায়। অভিযোগ, খড়িবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদীর ঘাটে এই সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মতদপুষ্ট এই সিন্ডিকেট প্রতিটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি থেকে মাসোহারা হিসাবে ২০০০ টাকা করে নিচ্ছে। সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী আসছেন উত্তরবঙ্গে। এর আগে তিনি বহুবার বেআইনি কারবার বন্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তবুও পরিস্থিতির বদল হয়নি।

টাকা না দিলে একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলিও ঘাটে ঢুকতে, বের হতে পারবে না বলেও শাসকের সিন্ডিকেট থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শাসকদল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ বলেছেন, 'এমন কোনও সিন্ডিকেট চলছে বলে জানা নেই। দলের কেউ এই ধরনের অনৈতিক কাজে যুক্ত নন।' সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আইএনটিটিইউসি'র খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি হান্দ্রু ওরাওঁ। তাঁর বক্তব্য, 'ওই সিন্ডিকেটে দলের কেউ নেই।'

পানিট্যাঙ্কিতে মেচি নদীতে শিবমন্দির ঘাট রয়েছে। এখানকার পুলিশ পোস্টের (পিপি) পাশের রাস্তা দিয়ে মেচি নদীর ঘাট থেকে প্রতিদিন ২৫০-৩০০ ট্র্যাক্টর-ট্রলি বালি নিয়ে চলাচল করে। ঘাটে কর্মরতরা জানিয়েছেন, একটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি পাঁচ টন বালি তুলতে পারে। সেই বালি গড়ে ১২০০ টাকায় বিক্রি হয়। বিহারে সেই বালি পাঠাতে পারলে দাম আরও বেশি পাওয়া যায়। প্রতিটি ট্র্যাক্টর-ট্রলি প্রতিদিন ন্যূনতম ১০ বার বালি ভর্তি করে নিয়ে যায়। এই ট্র্যাক্টর-ট্রলিগুলি থেকেই মাসে ২০০০ টাকা করে তুলছে সিন্ডিকেট। ২ নভেম্বর থেকে সিন্ডিকেটের দুজন করে ঘাটে দাঁড়িয়ে টাকা তুলছেন। টাকা না দিলে গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ, ব্লকের এক শ্রমিক নেতাই এই সিন্ডিকেটের মাথা।

মেচির এই বালিঘাটে সিন্ডিকেটরাজের রমরমা।

ওই নেতার বিরুদ্ধে পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারি থেকে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগে পানিট্যাঙ্কি থেকে নেপাল সীমান্তে চলা কয়েকশো টোটোতে নম্বর বসানো এবং চালকদের পরিচয়পত্র দেওয়ার নামে প্রচুর টাকা তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময়ও ওই নেতার দল কার্যত হাত গুটিয়ে ছিল। এবারও মেচি নদীর ঘাটে সিন্ডিকেট চালু হওয়ার ঘটনার পরেও পদক্ষেপ না হওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অভিযোগ, দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীকে তোলাবাজির ভাগ পাঠিয়েই ওই নেতা এসব কারবার চালাচ্ছেন। মেচির ঘাটের একাধিক ট্র্যাক্টর মালিক ও চালকের বক্তব্য, 'এতদিন বালি নিয়ে যেতে টাকা দিতে হয়নি। কিন্তু এইমাস থেকে দুই হাজার টাকা করে দিতে হচ্ছে। ১-৫ তারিখের মধ্যে টাকা না দিলে ৬ তারিখ থেকে কোনও গাড়ি ঘাটে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের নেতারা এই সিন্ডিকেটে থাকায় কেউই মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না।'

PATANJALI wellness

৫ কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিক, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিজিএইচএস (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী), সিএপিএফ (কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী) এবং ইসিএইচএস (প্রাক্তন সেনাকর্মী), তাঁরা রেফারেলের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা নিতে পারেন। এর সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় ৩০+ বিমা কোম্পানির (যার মধ্যে এসবিআই জেনারেল, রিলায়েন্স ইনসুরেন্স, ইউনাইটেড ইনসুরেন্স, আইসিআইসিআই লম্বার্ড, এইচডিএফসি এরগো, ম্যাগমা, আদিত্য বিড়লা প্রভৃতি) কাছ থেকে রিইম্বারসমেন্টের সুবিধা পাওয়া যায়। আপনি পতঞ্জলি ওয়েলনেস, যোগগ্রাম এবং নিরাময়মে ১ থেকে ২ সপ্তাহের বিনামূল্যে চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন।

নিবন্ধীকরণের জন্য যোগাযোগ করুন : 8954666111, 8954666222,8954666333

বিডিও'র বিরুদ্ধে অসন্তোষের পাহাড়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না কেউ। কিন্তু বিডিওর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজগঞ্জের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় তাঁর বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের কথা। যেমন বিডিওর ধমক খেয়ে অসুস্থ স্বাস্থ্যকর্মী রত্না সরকার আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর বেতন বন্ধ হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই মারা যান তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে আসেনি। আবার রাস্তা সংস্কারের দাবি তোলায় মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিতে না বলেছিলেন এই বিডিও। অভিযোগ, এক ঠিকাদার কাজের বকেয়া টাকা কবে পাবেন জানতে গেলে তাঁকে ধমক খেতে হয়। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে প্রশান্তকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

সালটা ২০২৩ এর শেষের দিকে। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন সবে বদলি হয়ে কালচিনি থেকে রাজগঞ্জে কাজে যোগ দিয়েছেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে পরিদর্শনে যান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তিনি। সেখানকার ফার্স্ট এএনএম রত্না সরকার অসুস্থ শরীর নিয়ে একটু দেরি করে আসায় সবার সামনে তাঁকে ধমক দেন প্রশান্ত।

সেই সময় নিজের অসুস্থতার কথা এবং জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি খারাপ রাস্তার কথা বললে শুনতে চাননি বিডিও। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) রাজগঞ্জ স্কুলপাড়ার বাসিন্দা রত্না সরকার অপমানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ঠিক এই ঘটনার কয়েক মাস পরে রত্নার বেতন বন্ধ হয়ে যায়। অপমান এবং আর্থিক দুশ্চিন্তায় এর কয়েক মাস পরে ২৪ অক্টোবর ২০২৪ সালে মৃত্যু হয় রত্নার। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ পায়নি।

রাজগঞ্জ পোস্ট অফিস মোড়ের বাসিন্দা ঠিকাদার দিলীপ দাস বেশ কিছু কাজ শেষ করার পরেও টাকা পাননি। তিনি বলেন, 'অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।'

> অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।
>
> **দিলীপ দাস** ঠিকাদার

ছোট রাস্তার কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থবেঙ্গল ফার্মের মহিলারা রাস্তা নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ করেছিলেন একসময়। অবরোধস্থলে পৌঁছে মহিলাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিডিও। ধমক দিয়ে বলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছাড়লে রাস্তা হবে।

এমনই আরও না বলা কাহিনী এবার হয়তো সামনে আসবে। কারণ এতদিন ধরে চুপ করে বসে থাকা সাধারণ মানুষ সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার সাহস পেয়েছেন।

ধর্মের ভেদ ভুলে বোল্লায়

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৯ নভেম্বর : ধূপধুনোর গন্ধে আর বাজনার তালে মেতে উঠেছে বালুরঘাটের বোল্লা গ্রাম। কালীপুজো মানে এখানে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনও বটে। পুজোর চারদিন গোটা গ্রাম পরিণত হয় হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক উৎসবমুখর মেলায়।

বোল্লাকালীপুজো ও তাকে ঘিরে মেলা মহামিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে পুজোর ক'দিন। বোল্লা গ্রামে মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বাস বেশি। আনন্দ উপভোগ করতে সেইসব পরিবারের মানুষ এবং আত্মীয়স্বজন আসেন। এমনকি, মুসলিম বাড়িতে হিন্দু বন্ধুবান্ধবদের ভিড় পড়ে মেলার কয়েকদিন। পুজোর আগে বাড়িঘর রং ও মেরামত করে সাজিয়ে তুলেছেন মুসলিম পরিবারগুলো। মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে সেই মুসলিম বাড়িতেই হাজির হচ্ছেন হিন্দু ভক্তরা। ঘাড়ে হাত রেখে পাঁপড়ভাজা থেকে পেয়ারা মাখা খেতে ব্যস্ত 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম'। চায়ের দোকানেও চলছে জমজমাট আড্ডা।

গ্রামের বাসিন্দা রাহুল সরকার হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের কাছে কালীপুজো মানে শুধু পুজো নয়। বন্ধুত্বের উৎসব। ছোটবেলা থেকে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আমরা উৎসবে মেতেছি। মেলায় দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার খাই। সেই বন্ধুত্বের ধারা এই প্রজন্মের মধ্যেও বজায় রয়েছে।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম জানালেন, 'আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।'

হিলির তরুণ সুমন দাস বললেন, 'প্রতিবছর বন্ধু জাহাঙ্গিরের বাড়িতে আসি। খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, হাসি-সব মিলিয়ে অন্যরকম আনন্দ হয়। মনে হয়, এটাই আসল পুজো।'

পতিরামের বাসিন্দা অরূপ মণ্ডলও বলেন, 'বহু বছর ধরে স্থানীয় মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে মেলা উপলক্ষ্যে আসি। কোনওদিন আলাদা মনে হয়নি। এই পুজো আমাদের একসঙ্গে থাকার শিক্ষা দেয়। এমন সম্প্রীতি আজকাল আর কোথায় দেখা যায়!' বালুরঘাটের শিক্ষক গগন ঘোষ বলেন, 'পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।'

ধর্মের দেওয়াল পেরিয়ে বোল্লা কালীপুজো আজও প্রমাণ দেয়, সম্প্রীতির মেলবন্ধন সত্যিকারের উৎসব। চায়ের দোকানে, মেলার মাঠে, কিংবা মন্দিরের সামনেও এক দৃশ্য। ধর্ম নয়, সবাই বন্ধুত্বের সুরে বাঁধা। রাতভর বাজনা, রোশনাই, মিষ্টিমুখ আর হাসির উচ্ছ্বাসে মুখর বোল্লা গ্রাম হয়ে ওঠে একতার প্রতীক।

বোল্লাকালীর মেলায় ব্যস্ত জিলিপি কারিগর। রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

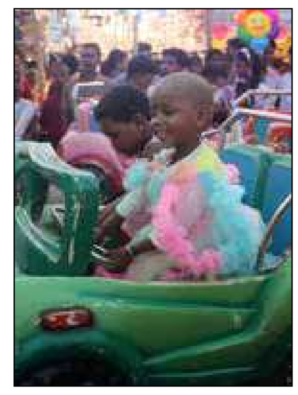

> আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।
>
> **জহিরুল ইসলাম** স্থানীয় বাসিন্দা

> পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।
>
> **গগন ঘোষ** শিক্ষক

সামিমের নেতৃত্বে সেরা নিমহ্যান্স

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : স্নায়ুর 'যুদ্ধে' সেরা ভারত। দলে বাংলার ছেলে এমএম সামিম। যিনি শিলিগুড়ির মিত্র মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তনী।

পোশাকি নাম 'টুর্নামেন্ট অফ দ্য মাইন্ডস'। পরিচিতি 'নিউরো বিশ্বকাপ' হিসেবে। চলতি বছর দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে নিউরোলজিস্ট ও নিউরোসায়েন্সের দ্বিবার্ষিকী সম্মেলনে আয়োজিত ওই টুর্নামেন্টটি জিতে নিল ভারতের বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সের (নিমহ্যান্স) চারজনের প্রতিনিধি দল। ওই দলকে নেতৃত্ব দেন সামিম।

এবারের টুর্নামেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামজাদা নিউরো চিকিৎসকরা অংশ নেন। তবে নার্ভ, স্পাইন ও ব্রেনের নানান রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পারদর্শিতায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে শেষ হাসি হাসে টিম নিমহ্যান্স ইন্ডিয়া। সামিমদের পুরস্কার প্রদান করেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোলজির দুই চিকিৎসক অধ্যাপক রিচার্ড স্টার্ক ও নিকোলাস ডেভিস। সামিম দেশের সর্ববৃহৎ নিউরো হাসপাতাল নিমহ্যান্স বেঙ্গালুরুর গোল্ড মেডালিস্ট। ২০১৮ সালে নিমহ্যান্সের প্রবেশিকায় তিনি দেশের মধ্যে প্রথম হন। নিমহ্যান্সের ডিরেক্টর চিকিৎসক প্রতিমা মূর্তি সামিম ও তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'নিমহ্যান্সের নেতৃত্বে ভারতের এক ঐতিহাসিক জয়।'

৩.৯ শতাংশ বাড়ল রেলের লোডিং

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ৬.৩৯০ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করেছে। আগের বছরের একই সময়ে এই পরিসংখ্যানটি ছিল ৬.১৫০ মিলিয়ন টন। এবার তা ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যেমন সিমেন্ট লোডিং ১৪২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার খাদ্যশস্য ৭১.৪ শতাংশ, কনটেনার লোডিং ৭.৭ শতাংশ এবং সার লোডিং ১৭.৬ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ৩০৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোডিং বৃদ্ধির প্রবণতা একটি অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং রেলের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে পর্যটকরা।

রিপলিংয়ে আকর্ষণ বাড়ছে পেমলিংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের প্রথম রিপলিং হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে পেমলিং। রিপলিংয়ের জন্য এখন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস প্রিয় মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে। একটি ঝরনাধারা বা ওয়াটার ফলস কীভাবে একটি জায়গার অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণও রাখছে পাহাড়ি জনপদটি। দিন-দিন ভিড় বাড়তে থাকায় নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পেমলিং ইকো ট্যুরিজমের সভাপতি লাপকা শেরিং লেপচা বলেন, 'স্থানীয় পর্যটনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে এখানে রিপলিং চালুর জন্য আমরা জিটিএ'র কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। জিটিএ'র সহযোগিতায় এখানে রিপলিং শুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন শনি ও রবিবার রিপলিং হচ্ছে। আগামীতে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।' জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ছে। তাই প্ল্যারাগ্লাইডিং, রিভার র‍্যাফটিং, কায়াকিং, স্নোরকেলিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলিতে নজর দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় রিপলিং। একটি ওয়াটার ফলসকে কাজে লাগিয়ে কালিম্পংয়ের পেমলিংয়ে শুরু হয়েছে রিপলিং। যথারীতি সেই খবর ছড়িয়ে পড়ায় ভিড় বাড়তে শুরু করেছে এলাকাটিতে। এখানে রিপলিং বলতে ফলসের মধ্যে দিয়ে দড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠা এবং পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসা। ঝুঁকি এড়াতে অবশ্য হেলমেট ও নি গার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাঁরা অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে থাকছেন এইচএমআই সার্টিফায়েড গাইড।

> **রিপলিং কী?**
>
> ঝরনার জলে দড়ি বেয়ে উপরে ওঠা হল রিপলিং।

কালিম্পংয়ের পেমলিং গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জনপ্রিয় হলেও, সেভাবে পর্যটকদের পা এখানে পড়ত না। ওয়াটার ফলসটিকে কেন্দ্র করে যে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পেমলিং নজর কাড়তে পারে, সেই ভাবনাচিন্তাও করা হয়নি অতীতে। কিন্তু রিপলিংয়ের হাত ধরে কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের পেমলিং এখন জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন। সেখানে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে। তবে বর্ষার মরশুমে রিপলিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। জিটিএ সূত্রে খবর, বাঞ্জি জাম্পিং ও হট এয়ার বেলুন চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন এলাকা দেখা হচ্ছে।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় ভোট প্রচারও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিহারের ভোট রাজনীতিতে লক্ষ্মীলাভ শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায়ীদের একাংশের। প্রার্থীর হয়ে ডিজিটাল প্রচার থেকে শুরু করে মিছিলের রুটম্যাপ, ব্যানার ডিজাইন- সব জোগাড়-যন্তের দায়িত্ব পাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। তিন-চার মাস ধরে বিধানসভা এলাকায় রীতিমতো সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে, নির্বাচনি প্রচারে টি-শার্ট, পেন থেকে নোটবুক- কী কী ব্যবহার করা হবে। এদিকে, বিহার নির্বাচনে দলগুলি শিলিগুড়ির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় প্রশ্ন উঠছে- পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও কি এভাবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে?

যদিও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বলছে, এভাবে সরাসরি দলীয় প্রচারে অন্য সংস্থার সাহায্য নেওয়া যায় না। তবে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন প্রশান্ত কিশোর, প্রতীক জৈনের মতো প্রবাদপ্রতিম ভোটকুশলীরা। তাঁদের দেখানো সেই পথে, তৃণমূল-স্তরে এবার হাঁটছে এই ছোট ছোট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। বাংলার ভোটেও সেই প্রয়োজন উড়িয়ে দিচ্ছেন না তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের মতো নেতারা।

কয়েক বছর ধরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সুমন বসাক। বিহারের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে এনডিএ প্রার্থীদের প্রচারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। সুমন বলেন, '৬টি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিতে জেডিইউ এবং একটিতে এলজেপি-র হয়ে কাজ করছি। কুড়িজনের বেশি ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি আমরা। জুলাই থেকে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হয়। জনসভার জায়গা এবং মিছিলের রুট আমরাই ঠিক করে দিচ্ছি।'

Notice Inviting e-tender

Vides NIeT No.WB/APD/KMG/TTKGP/ET/08/2024-2025, NIQ-1&2, NIT-07, DATED: 10/11/2025 Last Date and Time for Online Bid Submission is **1/12/2025 at 10.00** Hours **& 17/11/2025** at **16.00** Hours. for more information please visit::**www.wbtenders.gov.in & office of the undersign**

SD/-
Pradhan
Turturikhanda Gram Panchayat

কর্মখালি

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M:- 86536 09553, 85098 27671, 86536 09553.

•

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে কাপড়ের দোকানের জন্য কর্মঠ স্থানীয় পুরুষ স্টাফ চাই। M:- 96416 18231.

•

শিলিগুড়ি মহকুমায় বসবাসকারী স্থানীয় এবং নিজের মোটর সাইকেল আছে এমন দুজন যুবক (25-35 বৎ) Assist Marketing Exec পদে 3 মাস অস্থায়ী (কাজ বুঝে স্থায়ীকরণ) 6500/- মাসে বেতনের জন্য ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ, 12/11/25 11 A.M., ভেনু: মাটিগাড়া, (M) 80164 21331. (C/119064)

ভর্তি

সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড (হাইস্কুল) শিলিগুড়ি। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য অরুণ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র ১৪/১১/২০২৫ শুক্রবার থেকে দেওয়া হবে। মোঃ ৯৮৩২০-২৪০০৯.

(C/119117)

বিক্রয়

ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড় সংলগ্ন (৫নং ওয়ার্ড মধ্যপাড়া) পৌরসভা অফিসের পাশের গলিতে, মোড় থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। নির্দিষ্ট ক্রেতারা যোগাযোগ করবেন। দালাল নহে। M - 7908527142/8972088460. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

গত 03.11.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (নম্বর - 35AA924226) Sanchayit Bhaduri থেকে Sanchayita Bhaduri হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 01-04-1971 গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। (N/D)

আজ টিভিতে

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট বিকেল ৪.১১ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখীপূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ শিবা, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৩.৪৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.১৫ যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ রোমিও

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুন্দর বউ, দুপুর ১২.০০ অভিমন্যু, ২.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ১০.৩০ জানলা দিয়ে বউ পালালো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ মর্দ, বিকেল ৩.৫০ কেয়া কেহনা, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.০০ চোরি চোরি

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ সুলতান, দুপুর ১.৫৪ লক্ষ্মী, বিকেল ৫.০৫ ওএমজি, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ম্যায় তেরা দুশমন, দুপুর ২.০৩ হা ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৪০ খুদা কসম, রাত ৮.০০ জাল দ্য ট্র্যাপ, ১০.৪৬ ওয়েল-কাম ব্যাক

জি সিনেমা : সকাল ৯.৫৩ অ্যান্টনি, দুপুর ১২.৪৩ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.৫৮ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ গড তুসসি গ্রেট হো, দুপুর ২.০২ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ করণ অর্জুন, রাত ১০.৪৬ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি

বন্ধন দুপুর ১.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

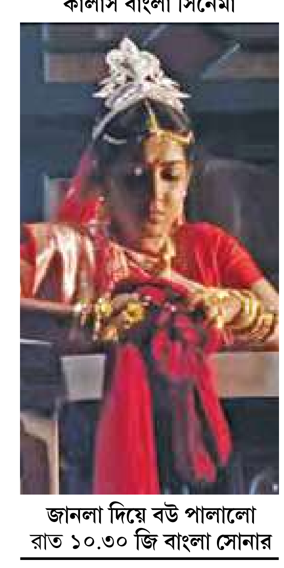

জানলা দিয়ে বউ পালালো রাত ১০.৩০ **জি বাংলা সোনার**

অমানুষ রাত ১০.১৫ **জলসা মুভিজ**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রের কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। কাউকে উপহাস করে অনুশোচনায় ভুগতে পারেন। মিথুন : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। বিজ্ঞান ও গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার সমস্যা কেটে যাবে। কর্কট : সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলাবেন না। সমস্যা তৈরি হতে পারে। জমি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সিংহ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমে সংকট কাটবে। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ না করাই ভালো। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের রাস্তা খুঁজে পাবেন। তুলা : বহুজাতিক কোম্পানিতে বড় পদে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। বৃশ্চিক : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিরাগভাজন হবেন। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। ধনু : কোনও জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে চোট পেতে পারেন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। মকর : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বাইরের খাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : স্ত্রীর পরামর্শে যৌথ ব্যবসায় সাফল্য পেবেন। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। মীন : প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় জটিলতা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ কার্ত্তিক, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ২৩ কাতি, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি, ১৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫১, অঃ ৪।৫২। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৫৭। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ১।২২। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।২। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।৩৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।২২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৫৭ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৩৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৫৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৭।১৪ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্মদিবস ও শহিদ কানাইলাল দত্তের প্রয়াণ দিবস। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৮ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ১১।১ মধ্যে ও ২।৩৪ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাড়তি রোজগারের আশায় গাঁজা পাচার!

ফাঁসিদেওয়া, ৯ নভেম্বর : গাঁজা পাচার কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া কোচবিহারের তিন তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাছাড়াও এমন একটি তথ্য মিলেছে যা অবাক করেছে গোয়েন্দাদেরও। সূত্রের খবর, তিন বন্ধুর হাতে বেশি টাকা ছিল না। বাড়তি ইনকামের জন্য প্রথমবারের মতো গাঁজা পাচার করার কাজ করছিল ওই তিনজন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কোচবিহারের বাসিন্দা গাঁজা কারবারের এক মাথার নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। তার খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা।

শুক্রবার রাতে ৬১ কেজি গাঁজা সহ ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে ধরা পড়ে তিন বন্ধু। ধৃতদের মধ্যে সমীর বর্মন ও সুমন্ত বর্মন সিতাইয়ের এবং বিদ্যুৎ বর্মন দিনহাটার বাসিন্দা। এদের মধ্যে সমীর পরিযায়ী শ্রমিক। বেঙ্গালুরুর একটি প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করতেন তিনি। এদিকে, সুমন্ত এবং বিদ্যুৎ টোটো চালাত।

ঘরে ফেরার পর থেকে বন্ধুর হাতে টাকা ছিল না। এদিকে, টোটো চালিয়ে মোটা টাকা আয় তো দূর অস্ত। ঠিক করে সংসার চলছিল না। তাই সুমন্ত প্ল্যান করে কোচবিহার থেকে গাঁজা নিয়ে মালদায় দিয়ে আসবে। সে মতো সমীর এবং বিদ্যুৎকে সঙ্গে নিয়েই গোটা প্ল্যান সাজিয়েও ফেলে। চারচাকা যাত্রীবাহী গাড়িতে করে ৬ প্যাকেটে গাঁজা সাজিয়ে নিয়ে রওনা হয় মালদার উদ্দেশ্যে।

সব ঠিক চলছিল। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলা পেরিয়ে দার্জিলিং জেলায় ঢুকতেই সব ভেস্তে যায়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ গাড়িটি আটক করে। সেখানেই বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : চোপড়া থানার প্রেমচাঁদ এলাকায় রবিবার বাড়ি থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম বিপুল মার্ডি (১৬)। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃত কিশোরের বাবা টুকু মার্ডি বলেন, 'ছেলে আমার কাছে মোবাইল ফোন চেয়েছিল। ব্যস্ততার কারণে দেওয়া হয়নি। বাড়ি ফিরে দেখি এই কাণ্ড।' ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বাউল উৎসব ও মেলা

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে চোপড়া ব্লকে সুফলগছ তিন মাইল রোড সুখচরঘাট শান্তিধাম শ্মশান কমিটির উদ্যোগে রবিবার থেকে সাতদিনব্যাপী বাউল উৎসব শুরু হল। এবারের উৎসবে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বাউলশিল্পীরা অংশ নিচ্ছেন। চোপড়ার প্রসাদগছ পঞ্চকালীপুজো কমিটির উদ্যোগেও দু'দিনব্যাপী মেলা ও পালাগানের আসর শুরু হয়েছে। এবার মেলার ১৮২তম বর্ষ। সোমবার শেষ হবে মেলা।

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে চোপড়ার চিতলঘাটায় এক গ্রামীণ চিকিৎসকের বাড়ির তালা ভেঙে নগদ লক্ষাধিক টাকা ও গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার ওই চিকিৎসক সপরিবারে এক আত্মীয়ের বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যান। রবিবার বাড়ি ফিরে চুরির বিষয়টি আবিষ্কার করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শীতের শুরুতেই কুয়াশার চাদর

রবিবার আলিপুরদুয়ার স্টেশনে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সর্বদলীয় বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার ডাকে রবিবার দার্জিলিংয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানে বিজেপি, সিপিআরএম, গোর্খা রাষ্ট্রীয় মুক্তি মোর্চা সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। সম্প্রতি পাহাড় সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংয়ের নাম ঘোষণা করেছে। এই মধ্যস্থতাকারী পাহাড়ে এলে সমস্ত রাজনৈতিক দল যাতে একত্রিত হয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিতেই সরব হয় সেই মতৈক্যে পৌঁছাতেই এদিনের সর্বদল বৈঠক বলে মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি জানিয়েছেন।

রোশনের বক্তব্য, 'বৈঠকে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, তৃণমূল কংগ্রেস, জিএনএলএফ, সিপিএমের মতো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়নি। সবাই বৈঠকে এসে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হত।'

স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তৃণমূল

আজ ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সেজে উঠেছে উত্তরকন্যার রাস্তা। -সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ২৫ দিনের মাথায় সোমবার ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিনের সফরে সোমবার দুপুরে বাগডোগরায় নেমে সরাসরি উত্তরকন্যায় পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে সরকারি সহায়তা তুলে দেবেন। পাশাপাশি শ্রম দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করবেন। মঙ্গলবার তাঁর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

গত ৪ অক্টোবর রাতে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের জেরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। দার্জিলিং পাহাড়েও ধস নামার ফলে বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাপা পড়ে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন। দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে যায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ অক্টোবর তিনি কলকাতায় গিয়ে আবার ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন। সেই সফরে তিনি মিরিক, পশুপতির ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন।

এই সফরে মূলত বন্যা পরিস্থিতি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করা, যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, মাঠের ফসল নষ্ট হয়েছে তাঁদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন। তবে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তারা জেলা সদর থেকে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানেই শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে চা বাগানগুলিতে শ্রমিকদের সন্তানদের রাখার জন্য তৈরি ক্রেশ এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তরাই-ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাতায়েতের জন্য নিঃশুল্ক বাস পরিষেবা চালু করার কথাও রয়েছে বলে সরকারি সূত্রের খবর।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতির পাশাপাশি দলীয় স্তরেও তৃণমূল প্রস্তুতি নিয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নৌকাঘাট হয়ে উত্তরকন্যা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ফ্লেক্স, ফেস্টুন, কাট আউটে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

প্রশান্তর 'বাড়ি' এখন শুনসান

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : এমনিতেই বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম গত কয়েক বছর ধরে বেশ চর্চার বিষয় রাজ্যে। নানা সময়ে নানা অভিযোগ উঠে এসেছে এই দাপুটে আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তার ওপর সম্প্রতি সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্তকে নিয়ে ফের সরগরম চারদিক। প্রশান্ত এর আগে কালচিনির বিডিও ছিলেন।

একসময় আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজ সংলগ্ন প্রশান্তর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনের রাস্তায় চার চাকা গাড়ির সারি দেখা যেত। রাত বাড়তেই গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এমনকি সেই বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। তারপর বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। স্থানীয় এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'এখন রাস্তাঘাটে যানবাহনের জটলা থাকে না। প্রায় ছয় মাস হল ওই বাড়ির সামনে লোকজন দেখা যায় না।'

ইতিপূর্বে দমনপুর এলাকাতেও কয়েকজন চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। মারধরও করা হয়েছিল তাঁদের। স্থানীয়রা ভোলেননি সেই ঘটনাও। এছাড়া আলিপুরদুয়ার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক পরিচিতের বাড়িতেও বিডিওর আনাগোনা ছিল। কালচিনিতে থাকাকালীন প্রশান্তর বিরুদ্ধে শ্মশানবন্ধুর টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছেন জনপ্রতিনিধিদের অনেকে। আরও জানা যায়, স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পেট্রোল পাম্প থেকে প্রশান্ত নিয়মিত জ্বালানি তেল নিতেন। যার টাকা তিনি কোনওদিনও মেটাননি।

শূন্যপদে নিয়োগে জটিলতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : নতুন নিয়োগ না হলে, আগামী জানুয়ারি মাস থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কোনও ডিভিশনে মেকানিক্যাল ইনচার্জ পদে আর কোনও আধিকারিক থাকবেন না। রিক্ত হতে চলেছে সব ক'টি পদ। দপ্তর সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি ছাড়া প্রতিটি ডিভিশনে এই পদ ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গিয়েছে। শুধু শিলিগুড়ি ডিভিশনের এই পদে একজন আছেন। তিনিও জানুয়ারি মাসে অবসর নেবেন। এদিকে, একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি হতে থাকায় নিগমের পদস্থ কর্তাদের বিরক্তি কার্যত প্রকাশ্যে এসেছে। নতুন করে এ ব্যাপারে আর কিছু বলতে চান না তাঁরা। এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'নতুন করে আর কিছু বলার নেই।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের প্রতিটি ডিভিশনে অন্য পদে থাকা কর্মীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে এখন ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ সামাল দেওয়া হচ্ছে। অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্তরাও একে একে অবসর নিতে থাকায় 'শিরেসংক্রান্তি' পরিস্থিতি নিগমের। এমনকি, অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো এখন খালি হওয়ার পরিস্থিতি। এবার জানুয়ারি মাসে নিগমের সমস্ত ডিভিশনের মেকানিক্যাল ইনচার্জ পদও একেবারে খালি হয়ে যাওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট আশঙ্কার বলে মনে করছেন কর্মীরা। তাঁদের কথায়, শিলিগুড়ি ডিভিশনের আওতায় আছে পাহাড়। ফলে এই ডিভিশনে মেকানিক্যাল ইনচার্জ পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বাসগুলো কী অবস্থায় রয়েছে, যন্ত্রাংশ সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যার বিষয়ে তথ্য থাকে মেকানিক্যাল ইনচার্জের কাছে। প্রতিটি বাস চলাচল করার উপযোগী রয়েছে কি না, তা দেখার দায়িত্বও এই মেকানিক্যাল ইনচার্জের ওপরেই বর্তায়। শিলিগুড়ি ডিভিশনে মেকানিক্যাল ইনচার্জ অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন বলে নিগম সূত্রে খবর। এই পরিস্থিতিতে জানুয়ারি মাসের পর অন্য কাউকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে এই পদ কীভাবে সামলানো হবে, তা নিয়ে গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শীর্ষকর্তাদের কপালে। নিগমের স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'অন্য ডিভিশনে আগেই এই পদ খালি হয়ে গিয়েছিল। এবার শিলিগুড়ি ডিভিশনেও খালি হতে চলেছে মেকানিক্যাল ইনচার্জের পদ। যাত্রী নিরাপত্তায় খামতি না থাকার ব্যাপার থেকে শুরু করে ব্রেকডাউনের সমস্যা দূর করা- সবক্ষেত্রে এই পদটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কী করে সবকিছু চলবে, জানা নেই নিগমের কর্তাব্যক্তিদের। জানুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি ডিভিশনের মেকানিক্যাল ইনচার্জ অবসর নিলে গোটা নিগমে মাত্র একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার থাকবেন। তিনি এখন কোচবিহার ডিভিশনের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পাঁচ বছর আগেও স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে নিগমের সাড়ে চার হাজার কর্মী ছিল। এখন সেই সংখ্যা কমে আড়াই হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সব শূন্যপদে নিয়োগ কবে হবে- উত্তর নেই কারও কাছে। সবমিলিয়ে, ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে কর্মী সংকটের পরিস্থিতি।

এনবিএসটিসি-তে সমস্যা

- জানুয়ারি থেকে মেকানিক্যাল ইনচার্জ পদে কোনও আধিকারিক থাকবেন না
- শিলিগুড়ি ডিভিশনের এই পদে একজন আছেন। তিনিও জানুয়ারি মাসে অবসর নেবেন
- কর্মীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ সামাল দেওয়া হচ্ছে
- মেকানিক্যাল ইনচার্জ পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় পড়ে শিলিগুড়ি ডিভিশনে
- বাস চলাচলের উপযোগী রয়েছে কি না, দেখার দায়িত্ব মেকানিক্যাল ইনচার্জেরই

BA LL.B & LL.B Admission
SHREE RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION COLLEGE OF JURIDICAL STUDIES
WBSU & BCI, New Delhi Approved
Nischinda (Belur) Howrah
9831395349

উপজাতি মর্যাদা না পেলে ভোট বয়কটের ডাক

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতি (এসটি)-র মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিল গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলে জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন এমনকি প্রয়োজনে বিধানসভা ভোট বয়কটের হুমকি দেওয়া হয়েছে। রবিবার এক কর্মসূচি শেষে সংগঠনের সভাপতি এমএস রাই বলেছেন, '১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। এটা শুধু একটা দাবি নয়, এটা আমাদের অধিকার। এবার দাবি আদায়ের জন্য আমরা চরম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এবিষয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গুরুং, ভুজেল, মংগর, নেওয়ার, যোগী, খাস, সোনোয়ার, থামি, রাইয়ের মতো ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিতে এবার গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘ নামে একটি সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে। কিছুদিন আগে তারাও কেন্দ্র, রাজ্য এবং জিটিএকে চিঠি দিয়ে দ্রুত ১১টি জনজাতিকে এসটি মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকেও তারা পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু কাজ না হওয়ায় এবার রাস্তায় নেমে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনজাতিগুলি।

রবিবার এই ১১টি জনজাতির পুরুষ, মহিলারা নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরে দার্জিলিংয়ে মিছিলে শামিল হন। দার্জিলিং রেলস্টেশন থেকে শুরু হয়ে মিছিল চকবাজারে এসে শেষ হয়। সেখানকার সুমেরু মঞ্চে সভা করা হয়। সেখানে বক্তারা কেন্দ্রের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন।

তাঁরা বলেন, 'ভোট এলে পাহাড়ের সমস্ত দাবি মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের জনজাতিগুলিকে প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হল না। এভাবে দাবি জানিয়ে আর কাজ হবে না। তাই এবার রাস্তায় নামতে হয়েছে।'

গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘের সভাপতি এমএস রাই বলেছেন, '৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে এই ১১টি জনজাতি উপজাতির মর্যাদা না পেলে জানুয়ারি মাস থেকে আন্দোলন হবে। প্রয়োজনে আমরা আগামী বিধানসভা ভোটও বয়কট করতে পারি।'

পুলিশ পরিচয়ে সোনার দোকানে চুরি

নকশালবাড়ি, ৯ নভেম্বর : পুলিশ আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। রবিবার ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি ঘাটানি মোড়ে। দিলীপ ঘোষ নামে ওই দোকানের মালিক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

দিলীপ জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি টোটো করে তাঁর দোকানে আসেন। পরনে ছিল সামরিক

নকশালবাড়ি

বাহিনীর পোশাক। তিনি নিজেকে খড়িবাড়ি থানার এসআই হিসাবে পরিচয় দেন। দিলীপ তাকে বিভিন্ন ডিজাইনের সোনার হার দেখালেও ওই ব্যক্তির পছন্দ হয়নি।

পাশেই দিলীপের অপর একটি দোকান রয়েছে। সেটি তাঁর স্ত্রী চালান। হার পছন্দ না হওয়ায় দিলীপ ওই ব্যক্তিকে সেই দোকানে নিয়ে যান। সেখানে তিনি একটি হার পছন্দ করেন। কিন্তু টাকা এক বন্ধুর কাছে রয়েছে বলে তিনি বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসেননি।

দিলীপের সন্দেহ হওয়ায় সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তিনি দেখেন হারটি ওজন করার সময় ওই ব্যক্তি সোনার বিভিন্ন লকেট, হার ও ব্রেসলেট পকেটে পুরে নিয়েছেন। এরপরই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে দিলীপের। তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন।

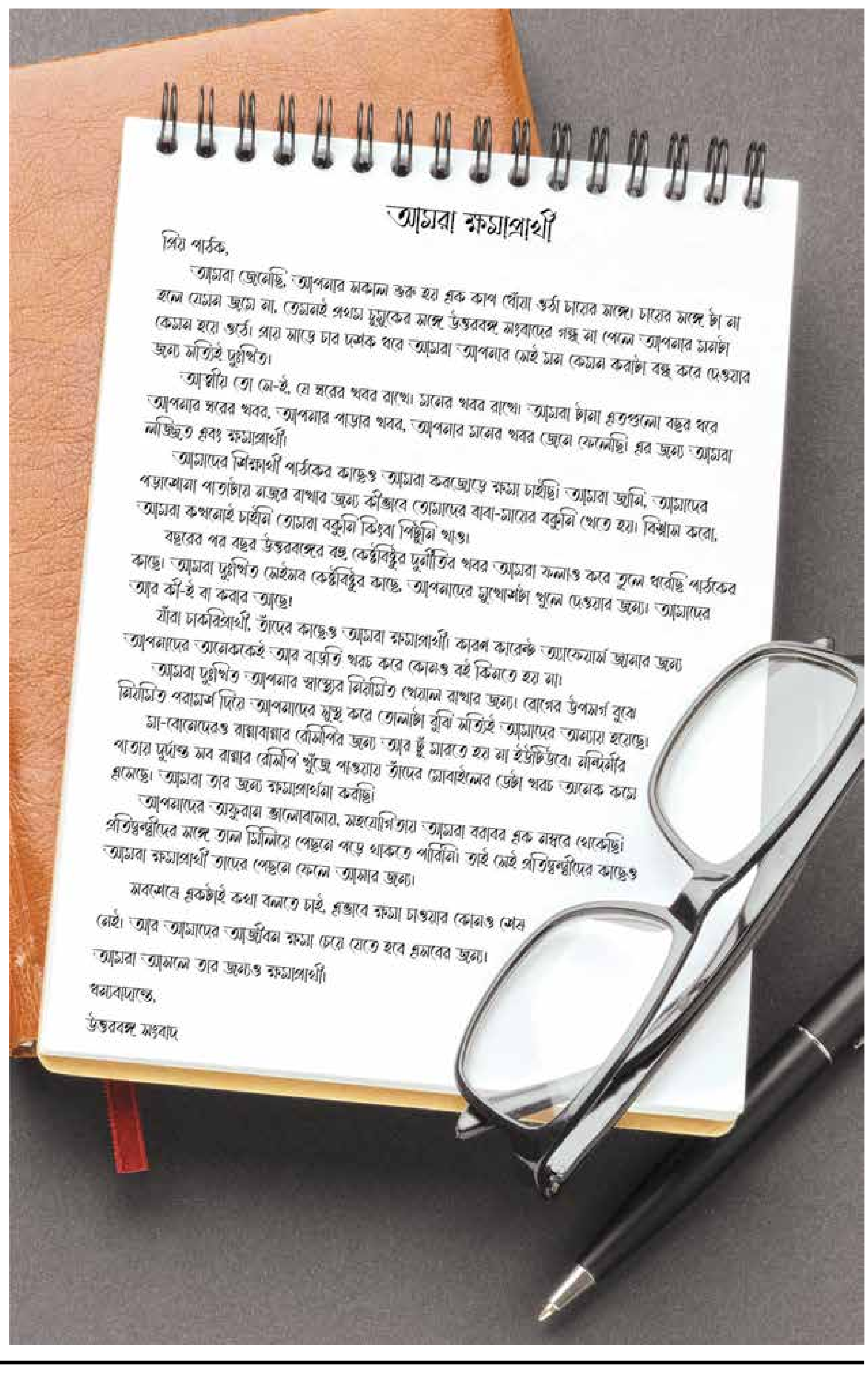

আমরা ক্ষমাপ্রার্থী

প্রিয় পাঠক,

আমরা জেনেছি, আপনার সকাল শুরু হয় এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চায়ের সঙ্গে। চায়ের সঙ্গে তা না হলে যেমন জমে না, তেমনই প্রথম চুমুকের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদের গন্ধ না পেলে আপনার মনটা কেমন হয়ে ওঠে। প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে আমরা আপনার সেই মন কেমন করাটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সত্যিই দুঃখিত।

আত্মীয় তো সে-ই, যে ঘরের খবর রাখে। মনের খবর রাখে। আমরা তাই এতগুলো বছর ধরে আপনার ঘরের খবর, আপনার পাড়ার খবর, আপনার মনের খবর জেনে ফেলেছি। এর জন্য আমরা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের শিক্ষার্থী পাঠকের কাছেও আমরা করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। আমরা জানি, আমাদের পড়াশোনা পাতাটায় নজর রাখার জন্য কীভাবে তোমাদের বাবা-মায়ের বকুনি খেতে হয়। বিশ্বাস করো, আমরা কখনোই চাইনি তোমরা বকুনি কিংবা পিটুনি খাও।

বছরের পর বছর উত্তরবঙ্গের বহু কেষ্টবিষ্টুর দুর্নীতির খবর আমরা ফলাও করে তুলে ধরেছি পাঠকের কাছে। আমরা দুঃখিত সেইসব কেষ্টবিষ্টুর কাছে, আপনাদের মুখোশটা খুলে দেওয়ার জন্য। আমাদের আর কী-ই বা করার আছে!

যাঁরা চাকরিপ্রার্থী, তাঁদের কাছেও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জানার জন্য আপনাদের অনেককেই আর বাড়তি খরচ করে কোনও বই কিনতে হয় না।

আমরা দুঃখিত আপনার স্বাস্থ্যের নিয়মিত খেয়াল রাখার জন্য। রোগের উপসর্গ বুঝে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে আপনাদের সুস্থ করে তোলাটা বুঝি সত্যিই আমাদের অন্যায় হয়েছে।

মা-বোনেদেরও রান্নাবান্নার রেসিপির জন্য আর ঢুঁ মারতে হয় না ইউটিউবে। রন্ধনীর পাতায় দুর্দান্ত সব রান্নার রেসিপি খুঁজে পাওয়ায় তাঁদের মোবাইলের ডেটা খরচ অনেক কমে এসেছে। আমরা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

আপনাদের অফুরান ভালোবাসায়, সহযোগিতায় আমরা বরাবর এক নম্বরে থেকেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেছনে পড়ে থাকতে পারিনি। তাই সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছেও আমরা ক্ষমাপ্রার্থী তাদের পেছনে ফেলে আসার জন্য।

সবশেষে একটাই কথা বলতে চাই, এভাবে ক্ষমা চাওয়ার কোনও শেষ নেই। আর আমাদের আজীবন ক্ষমা চেয়ে যেতে হবে এসবের জন্য।

আমরা আসলে তার জন্যও ক্ষমাপ্রার্থী।

ধন্যবাদান্তে,

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভলিবলে রাজ্যদলে উত্তরের পঞ্চকন্যা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৯ নভেম্বর : বাংলা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা দলের হয়ে জাতীয় স্তরে ভলিবল প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছেন হলদিবাড়ির সীমান্তবর্তী স্কুলের পাঁচ ছাত্রী। ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে। আগামী ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর প্রতিযোগিতা চলবে। সেখানে বাংলা দলের হয়ে খেলবে দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পাঁচজন। রাজ্য দলে ১২ জনের মধ্যে পাঁচজনই দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়া হওয়ায় খুশির হওয়া বিদ্যালয় তথা এলাকায়।

এ বছর রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কোচবিহার জেলা দল। সেই দলের প্রত্যেক সদস্যই ছিল দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রীরা। আর সেই দল থেকে তনুশ্রী রায়, মল্লিকা রায়, পূজা রায়, শিউলি রায় সরকার ও তনুশ্রী রায় বাংলা দলে জায়গা করে নিয়েছে। গত বছরও রাজ্য দলে তনুশ্রী, মল্লিকা ও শিউলি রাজ্য স্কুল মহিলা দলে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ বছর নতুন করে আরও দুজন সুযোগ পেল।

দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মল্লিকা ও তনুশ্রী। শিউলি, পূজা ও তনুশ্রী দশম শ্রেণির ছাত্রী। ওদের সকলেরই স্বপ্ন দেশের জার্সি পরে খেলার। বিদ্যালয়ের টিচার ইন-চার্জ

বাংলা দলে সুযোগ পাওয়া পাঁচকন্যা।

কমলকান্তি রায় জানান, 'বিদ্যালয় থেকে পাঁচ ছাত্রী সুযোগ পাওয়ায় আমি গর্বিত। ওরা আগামীতে আরও এগিয়ে যাবে।' বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'গতবছর রাজ্য দলে তিনজন সুযোগ পেয়েছিল। সেখানে এবার পাঁচজন সুযোগ পাওয়ায় আমি খুব খুশি।'

তনুশ্রীর বাবা কল্যাণ রায় পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তনুশ্রী জানাল, ছোট থেকে তার খেলার প্রতি অদম্য জেদ। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো জায়গায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি। খেলার সরঞ্জাম ও পুষ্টিকর খাবারও জোটে না। তবুও গতবারের মতো এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্বপ্ন তার চোখে। এবছরই রাজ্য স্কুল দলে সুযোগ পেয়েছে পূজা রায়। তার বাবা লেবু রায় পেশায় দিনমজুর। সংসারের খরচ চালাতেই হিমসিম খাচ্ছেন তিনি। মেয়ের পড়াশোনা বা খেলাধুলোর খরচ জোগানো অসম্ভব বলেই জানালেন তিনি। তবু তিনি চান, খেলার পথ ধরেই মেয়ে যেন অনেক দূর যায়। পূজা জানাল, আধপেটা খেয়ে তাকে খেলার প্রশিক্ষণ নিতে যেতে হয়। তবু খেলার টানে একদিন প্রশিক্ষণে কামাই দেয় না।

ছাত্রীদের এই সাফল্যের পিছনে কামাত বিন্দি পল্লি যুব সংঘ ও প্রশিক্ষক তাপস রায়ের অবদান অনেকটাই। প্রশিক্ষক তাপসের কথায়, 'ওই স্কুলের খেলোয়াড়রা খুবই সিরিয়াস। তাদের পারফরমেন্সও খুব ভালো। এই জন্যই ওরা নির্বাচিত হয়েছে।'

তিন মাস পর এটিএম লুটে ধৃত

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : এটিএমের কিয়স্ক ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টার ঘটনায় তিন মাস পর গ্রেপ্তার হলেন দুই অভিযুক্ত। চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা আইনুল হক ও মহম্মদ জাবিরকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ওই দুজনকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আইনুল ও জাবিরকে জেরা করে বাকিদের নাগাল পেতে চাইছে পুলিশ। পাশাপাশি, বিভিন্ন সময় উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় এটিএম লুট বা লুটের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই দুজনের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তিন মাস আগে চোপড়া থানার তিন মাইল রোড এলাকায় একটি এটিএম কিয়স্ক ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১০ অগাস্ট গভীর রাতে বাংলা-বিহার সীমানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিন মাইল রোডে কালীপদ মণ্ডল (কেপিএম) মার্কেটের সামনের একটি এটিএম কিয়স্কে একদল দুষ্কৃতী ঢুকে টাকার মেশিন ভাঙার চেষ্টা করে। যা টের পেয়ে যান স্থানীয় বাজার এলাকার কর্তব্যরত নাইটগার্ড। তিনি এটিএম কিয়স্কে টর্চের আলো ফেলতেই দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে থাকা গাড়িতে উঠে মুহূর্তে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীরা মেশিন ভেঙে টাকা লুট করতে ব্যর্থ হলেও ভিতরের সিসিটিভি ও লাইট ভাঙচুর করে।

যদিও সিসিটিভ ভাঙচুর করায় তাদের ছবি উঠে যায় তাতে। ওই ছবির সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করে কারা কারা যুক্ত, সে ব্যাপারে তালিকা তৈরি করে পুলিশ। ওই তালিকায় নাম রয়েছে আইনুল ও জাবিরের। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় খড়িবাড়িতেও এধরনের কাণ্ডে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন দুজন। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চোপড়া থানায় আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

অভিযুক্তদের পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে। রবিবার।

পালাতে গিয়ে ধৃত ৩ বাংলাদেশি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে পালানোর হিড়িক পড়েছে। এমনটা করতে গিয়ে কোচবিহার জেলার নানা সীমান্তে অনেকে ধরা পড়েছে। এবারে দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তিন বাংলাদেশি বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁদের সহযোগিতার অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ভারতীয়রা ওই বাংলাদেশিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন। শনিবার শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিএসএফের ১৬২ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিকরা এই পাঁচজনকে ধরে সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'বিএসএফ তিন বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে। পরে তাঁদের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশকর্তা জানান। ধৃতদের রবিবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সরকারি আইনজীবী অপূর্ব সিনহা বলেন, 'বিচারক ধৃত বাংলাদেশিদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজত ও ধৃত ভারতীয়দের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে খুলনার জেসমিন রহমান, চট্টগ্রামের খালিদা আক্তার ও ঢাকার মহম্মদ হাসান আলি রয়েছেন। সীমান্ত পারাপারে তাঁদের সহায়তা করার অভিযোগে দিনহাটার পূর্ব দিঘলটারি এলাকার দুই ভারতীয় নাগরিক মহিরউদ্দিন শেখ ও নজরুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে পাসপোর্ট, বাংলাদেশি পরিচয়পত্র ও ভারতীয় টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশি এই বাসিন্দারা সাফাইকর্মী হিসেবে বেঙ্গালুরুতে হোটেলে

> বিএসএফ তিন বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে। পরে তাঁদের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
>
> **সন্দীপ গড়াই**
> *অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কোচবিহার*

কাজ করতেন। কিন্তু এসআইআর শুরুর পর তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে যেতে তাঁরা মহিরুদ্দিনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঠিক হয়, মহিরুদ্দিনরা ওই তিনজনকে নিজেদের বাড়িতে রেখে পরে সুযোগমতো সীমান্ত পারাপার করিয়ে দেবেন। তবে মহিরুদ্দিনদের এলাকায় আসার পর জেসমিনদের দেখে বিএসএফের সন্দেহ হয়। বিএসএফ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়। জেসমিনের কাছে পাওয়া পাসপোর্টের মেয়াদ ২০২৩ সালে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এর আগে গত ৩০ মে দিনহাটা থানার পুলিশ দিনহাটা স্টেশন থেকে ২৮ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছিল। ২ জুন দিনহাটা থানার পুলিশ ফলিমারি স্টেশন থেকে ১৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে।

চেরি ব্লসমের ডালি সাজিয়ে সামাবিয়ং

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৯ নভেম্বর : বসন্তের এখনও দেরি, তবে নভেম্বর তো এসে গিয়েছে। আর তাতেই গোলাপি, লাল আর সাদা ফুলে সাজতে শুরু করেছে কালিম্পং জেলার পাহাড়ি গ্রাম সামাবিয়ং। আবহাওয়ার বিরূপতায় দিন কয়েক দেরিতে হলেও, ফের একবার রঙিন চেরি ফুলের ডালি সাজিয়েছে ঝান্ডি থেকে লাভা যাওয়ার পথে সামাবিয়ং টি এস্টেট।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চেরি ফুল ফোটার এই সময়টাকে 'চেরি ব্লসম' বলা হয়। বাস্তবে চেরি ব্লসম বলতে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার নাম মনে এলেও ভারতের শিলং, দক্ষিণ সিকিমের টেমি টি গার্ডেন এবং কালিম্পং জেলার সামাবিয়ং টি এস্টেট গত কয়েক বছরে চেরি ব্লসমের জন্য পর্যটকদের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

কালিম্পং জেলার আলগাড়া-২ ব্লকের সামাবিয়ং টি এস্টেটের সবুজ পাহাড়ি ঢালে এখন দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছে গোলাপি চেরি ফুল। এই ফুলের সৌন্দর্য, রং এবং অল্প কয়েকদিনের জন্য এর প্রকাশ, এককথায় একে অনন্য করে তুলেছে। পর্যটকদের কাছে চেরি ফুলের হালকা গোলাপি রংয়ের অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের অনুভূতি দেয় বলেই জাপানে প্রতিবছর চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল 'সাকুরা' দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জাপানে পাড়ি দেন। ভারতেও উত্তর-পূর্বের শিলংয়ে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল চালু হয়েছে। সেখানেও দেশবিদেশের পর্যটকদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

চেরি ফুলের অপার সৌন্দর্যের আধার কালিম্পংয়ে এখনও এমন কোনও উৎসবের আয়োজন হয় না। তাই কার্যত আড়ালে থাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০০ ফুট উচ্চতায় ছবির মতো সুন্দর সামাবিয়ং চা বাগান যেন রূপকথার দেশ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা রোশন রাই বলেন, 'এ বছর নভেম্বরের শুরুতে টানা বৃষ্টিতে কিছুটা দেরি হয়েছে বটে, তবে তারপর থেকে চড়া রোদ ওঠায় চেরি ফুলের পাপড়িগুলো যেন ডানা মেলতে শুরু করেছে।' ২৫-৪০ ফুট উচ্চতার একেকটি চেরি গাছে নভেম্বরের শুরু থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করে। তার কোনওটির রং লাল বা সাদা। তবে বেশিরভাগই হালকা গোলাপি রংয়ের। মোটামুটি ২০ দিন ধরে চলে ফুল ফোটার পালা। এই সময় ঝান্ডি থেকে শেরপাগাঁও হয়ে লাভা যাওয়ার পথে সারি সারি গাছে গোলাপি রংয়ের হাতছানি উপভোগ করে এই পথে আসা পর্যটকদের দল। ঝান্ডির এক রিসর্ট মালিক রাজেন প্রধান বলেন, 'এই সময় যাঁরাই ঝান্ডি, লাভায় বেড়াতে আসেন তাঁদের আশপাশের জায়গা ঘোরানোর জন্য সামাবিয়ং নিয়ে যেতেই হয়।' শুভম পোদ্দার নামে আর এক রিসর্ট মালিক জানালেন, বলিউডের বহু ছবিতে ফুলে ঢাকা চেরি গাছের নীচে বা আশপাশে নায়ক-নায়িকার রোমান্সের দৃশ্য দেখে উৎসাহী পর্যটকরা, বিশেষ করে উঠতি বয়সের যুগলরা সামাবিয়ংয়ে এসে রিলস, ভিডিও বানাতে শুরু করেছেন।'

এত আয়োজন থাকলেও তার দর্শক আনতে রাজ্য সরকার বা জিটিএ কেউই এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা করেনি। জিটিএ'র পর্যটন উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ (কাউন্সিলার) নরদেন শেরপা বলেন, 'সামাবিয়ং টি এস্টেটের চেরি ব্লসম নিয়েও আমাদের ভাবনাচিন্তা রয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগামীদিনে সেখানে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল আয়োজন করা হবে।'

রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জ্যোতি ঘোষ বলেন, 'কালিম্পং জেলার ওই এলাকায় পর্যটনের প্রসারে রাজ্য সরকার লাগাতার পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। তবে বিশেষ করে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল আয়োজন করা নিয়ে এখনও পর্যন্ত পর্যটন বিভাগের তরফে কোনওরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

সামাবিয়ং টি এস্টেটে চেরি ব্লসম।

শিলিগুড়িতে প্রশ্নের মুখে পাবের নিরাপত্তা

বিল বাড়াতে তরুণী-টোপ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : আলো ঝলমলে ডিস্কো ফ্লোর। উচ্চগ্রামে বাজছে গান। উল্লাসে কোনও বাধা নেই সেখানে। এই রঙিন দুনিয়ার টানে সন্ধ্যার পর তরুণরা ভিড় করছেন শিলিগুড়ির নানা পাবে। আর সেখানেই তাঁদের টার্গেট করছে কিছু তরুণী। ছেলেদের গ্রুপগুলি পাব বা ক্লাবে ঢুকলেই সেই তরুণীরা হাসিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। ভাবখানা এমন, তাঁরাও পাবে আনন্দ করতেই এসেছে। এরপর কাছাকাছি বসে চলে দুষ্টু হাসি আর চোখের চাউনি দিয়ে তরুণদের ঘায়েল করার চেষ্টা। সেই 'আধুনিকা'-দের আকর্ষণে ভেসে যাওয়া 'পাব কালচার'-এ স্বাভাবিক। টার্গেটের মন গলে গেলেই 'কাজ' শুরু করে তরুণীরা। হাতের ছোঁয়া, মিষ্টি গলায় অনুরোধে দামি খাবার ও দামি মদের অর্ডার করে। কাস্টমারের বিলের পরিমাণ বাড়াতে পারলেই ১০ শতাংশ কমিশন ঢুকে যায়। আর পাঁচটা 'নাইটপার্টি লাভার'-এর মতোই হইহুল্লোড় করলেও এই তরুণীরা আসলে সেই পাবেরই স্টাফ।

প্রতিদিন আধুনিক সাজে ক্লাবে এসে ছেলেদের গ্রুপগুলিকে টার্গেট করার দায়িত্ব থাকে। একেকজনকে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বেতন দেয় পাবগুলি। আর রূপের ফাঁদে ফেলে ছেলেদের গ্রুপের বিল বাড়াতে পারলে মেলে আরও কমিশন। মোটা টাকার লোভে তরুণীরা কাজে রাজি

প্রতারণার জাল

- ১৮ থেকে ২১ বছরের তরুণীদের বিল পুলার হিসেবে নিয়োগ
- মাসে ২০ হাজার টাকা বেতন, সঙ্গে বিল বাড়ানোর কমিশন
- পাব থেকে ছুটি নিয়ে কাস্টমার নিয়ে হোটেলে যাচ্ছে এই তরুণীরা

হয়ে যায়। পাবগুলি এজন্য ১৮ থেকে ২১ বছরের মেয়েদের বেছে নেয়। অধিকাংশ পাহাড় থেকে আসা। শহরের কিছু তরুণীও এই কাজে নেমে পড়েছে।

তবে ঘটনা আরও রয়েছে। কাস্টমারদের হোটেলেও নিয়ে যেতেও দ্বিধা নেই তরুণীদের। পাব থেকে দিনকয়েকের ছুটিও ম্যানেজ করে তারা। হোটেলে গেলে লাখখানেক টাকা চার্জ করে। সেখানে উপার্জিত পুরো টাকা ঢোকে নিজের পকেটে। এদের নিয়োগে পাবগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পদে ভ্যাকেন্সি ছাড়ে। সেই ভ্যাকেন্সিগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকে 'বিল পুলিং' জবের অফার। ইন্টারভিউয়ে কথাবার্তায় 'সুবিধার' মনে হলে পাব কর্তৃপক্ষের এই তরুণীদের অফার দেয়। মাটিগাড়ার একটি পাবকর্মী বলছিলেন, 'এই পাবে কোনও অসুবিধা নেই। পাবের আনন্দও নেওয়া হচ্ছে। বাড়তি আয়ও হচ্ছে।' সেবক রোডের এক পাবকর্মী বলছিলেন, 'পাবের বাইরে কোনও বিল পুলার গেস্টের সঙ্গে চলে গেলে কর্তৃপক্ষের দায় নেই। ওই তরুণীরা পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকা অবধি রেট নেয় বলে শুনেছি।' মাটিগাড়ার একটি পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্ডস রোজারিও এই ধরনের কর্মী রাখার ব্যাপার স্বীকার করতে না চাইলেও তাঁর বক্তব্য, 'কেউ যদি কারও সঙ্গে বসে গল্প করে, আমরা কী বলতে পারি!' তবে সেবক রোডের এক পাবের ম্যানেজার সোমনাথ সাহা বলছেন, 'আমাদের পাবে অসামাজিক কার্যকলাপ হতে দেব না।'

তবে সেবক রোডের আর একটি পাবের ম্যানেজার অশোক তামাংয়ের কথায়, 'সব পাবে তরুণী কর্মীরা রয়েছে। তাদের একটা ভূমিকা থাকেই। তাদের জন্য বাউন্সার রাখা হয়।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হবে।'

ঝামেলা বাইরেও, পথে মারধর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পাবে রাত জাগছে শহর। কিন্তু পাবগুলিতে কি সত্যি নিরাপত্তা রয়েছে? একের পর এক ঘটনা এই প্রশ্নকে বড় করে তুলেছে। বিভিন্ন ঘটনায় স্পষ্ট হচ্ছে, পাবগুলি এখন অপরাধীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। যা ফের সামনে নিয়ে এল শনিবার রাতের একটি ঘটনা। ওই রাতে দুই পক্ষের গণ্ডগোল পৌঁছে যায় মাটিগাড়ায় থাকা শপিং মলের পার্কিং প্লেস পর্যন্ত। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় (যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), সমাজমাধ্যমে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'অভিযোগ পেলে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

শহরে এখন গ্যাংয়ের সংখ্যা কম নয়। এই গ্যাংয়ের দাপটই এখন শহরের পাবগুলিতে। ফলে যাঁরা শুধুমাত্র কিছুটা আনন্দের জন্য পাবে সময় কাটাতে যাচ্ছেন, তাঁদের গ্যাংয়ের দাপটে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে নানান অপ্রীতিকর ঘটনায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে নাচানাচির সময় কথা কাটাকাটিতে জড়ায় দুটি গ্রুপ। যা বুঝতে পেরে দুটি গ্রুপকেই পাব থেকে বের করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এরপর ওই দুটি গ্রুপের ঝামেলা বাধে শপিং মলটির পার্কিং প্লেসে। ঝামেলার সময় কয়েকজন সঙ্গী গা-ঢাকা দেওয়ায়, একা পড়ে যান এক তরুণ। একা পেয়ে তাঁকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। জানা গিয়েছে, মারধরে অভিযুক্ত গ্যাংটি বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত। এধরনের অভিযোগ নতুন নয়, প্রায় ছয় মাস আগে সেবক রোডের এক তরুণকে বেধড়ক মারধর করায় তাঁর চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ডান্স ফ্লোরে নাচের সময় একটি গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়েছিল ওই তরুণ। নাচের সময় সামান্য কথা কাটাকাটির জেরে ওই তরুণকে মারতে মারতে পাবের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও সামনে আসে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্তদের

> অভিযোগ পেলে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।
>
> **রাকেশ সিং**
> *ডিসিপি (ইস্ট), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

নাম। বন্ধুর জন্মদিনে তাঁর পাবে গিয়ে শহরের এক পাব মালিককেও বাড়ি ফেরার পথে মারধর খেতে হয়েছিল বলে অভিযোগ। টাকা না দেওয়ায় ইস্টার্ন বাইপাসে গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় নাম জড়ায় কেজিএফ গ্যাংয়ের।

এমন উদাহরণ কম নয়। আর একের পর এক এমন ঘটনা ঘটায় পাবগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাতে শহরে যত গণ্ডগোল হচ্ছে, সবই পাব কেন্দ্রিক বলে মনে করছেন শহরবাসী। যদিও পুলিশের দাবি, প্রতিদিনই পাবগুলির ওপর বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। ঝামেলার সম্ভাবনা দেখা দিলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নজর ঘোরাতেই বিরোধিতা : সুকান্ত

বাগডোগরা, ৯ নভেম্বর : 'রাজ্যের মূল সমস্যাগুলিকে আড়াল করতেই তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে।' রবিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। দিল্লি থেকে তিনি এদিন উত্তরবঙ্গে আসেন।

বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। সেখানে সুকান্তর কটাক্ষ, 'এই রাজ্যে মূল সমস্যা হল চাকরি নেই, শিল্প নেই, নারী নিরাপত্তা নেই। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে একের পর এক শিল্প অথচ এই রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতি মাত্র ০.৬ শতাংশ। রাজ্যে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গিয়েছে। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যও রয়েছেন। সেসব বিষয় আড়াল করতেই এসআইআর বিরোধিতায় নেমেছেন মমতা।'

তিনি আরও জানান, মমতা ১৭টি ফর্ম নিয়েছেন। কিন্তু মানুষ যখন জানতে পেরেছেন তখন তিনি বলছেন ফর্ম জমা দেবেন না। গলসান বস্তি, ইকবাল বস্তি থেকে সব পালিয়ে গিয়েছে। এদিকে, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন এসআইআর-এর জন্য নাকি আত্মহত্যা বেড়েছে। দেশে ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। অন্য কোনও রাজ্যে বিরোধিতা হচ্ছে না। শুধু এই রাজ্যে হচ্ছে কেন? এছাড়া এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর নিয়েও তাঁর কটাক্ষ, বিষয়টি নতুন নয়, উনি ঘুরতে আর ঠান্ডা খেতে আসেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছুটি বলে কথা। *ইসলামপুরের বলঞ্চায় ছবিটি তুলেছেন শেখ ফরিদ আলম।*

নদী জোগাচ্ছে জ্বালানি

শালকুমারহাট, ৯ নভেম্বর : কথায় আছে, 'কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ!' ঠিক যেন সেটাই হচ্ছে। কাউকে প্রতি মাসে, কাউকে দেড় মাস অন্তর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনতে হত। কিন্তু গত এক মাস ধরে অনেকেই আর রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার কিনছেন না। সৌজন্যে শিসামারা নদীতে ভেসে আসা কাঠ। গত অক্টোবরে শালকুমারহাটের চার গ্রামে দু'বার বিপর্যয় ঘটে যায়। তাতে মারাত্মক ক্ষতি হয়।

ঘরবাড়িতে ডলোমাইটের পলি ঢুকে পড়ে। চাষের জমি নষ্ট হয়। অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে নদীতে গাছের প্রচুর ডালপালা ভেসে আসতে শুরু করায় অনেকে উপকৃতও হয়েছেন। নদীতীরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দারা এসব সংগ্রহ করায় এখন কারও বাড়িতে জ্বালানির আর অভাব হচ্ছে না।

নতুনপাড়া গ্রামে নদীর পাশেই গৃহবধূ সুচিত্রা রায়ের বাড়ি। নদীর জল কিছুটা কমতেই তিনি বেশ কিছু জ্বালানি সংগ্রহ করেছেন। সুচিত্রার কথায়, 'এই নদী তো সব ক্ষেত্রেই আমাদের ক্ষতি করেছে। নদীর জল বাড়লেই আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। তবে এবার নদীতে প্রচুর গাছপালা, গাছের লগ, গুঁড়ি ভেসে আসে। জল কমলে সেসব কিছুটা সংগ্রহ করি। তাই এখন জ্বালানির অভাব হচ্ছে না। এক মাস থেকে গ্যাস সিলিন্ডারও কিনছি না।'

গত ৫ অক্টোবর হঠাৎ করেই শিসামারা নদীর জল নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া ও প্রধানপাড়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। জল কমতেই এলাকার পুরুষরা নদীতে নেমে ভেসে আসা গাছ বা গাছের লগ, গুঁড়ি সংগ্রহ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আড়াই বিঘার গাছ নষ্ট, অভিযুক্ত বাবা-ছেলে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ নভেম্বর : জমি দখলকে কেন্দ্র করে আড়াই বিঘা জমির তেজপাতা, সেগুন এবং সুপারি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শনিবার নকশালবাড়ির কেটুগাবুরজোত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি এলাকার অন্য বাসিন্দারা বিষয়টি দেখে বাধা দিতে গেলে তাঁদেরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ আলম এবং তাঁর ছেলে মহম্মদ রাহুলের বিরুদ্ধে শনিবারই নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এলাকাবাসী। কিন্তু থানার তরফে কোনও রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রবিবার এক তৃণমূল নেতার চাপে পুলিশ অভিযোগপত্রের রিসিভ কপি দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও বাবা-ছেলে কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। বর্তমানে অভিযুক্তরা পলাতক।

দুই পরিবারের মধ্যে জমি দখল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। শনিবার সেই নিয়ে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ জামাইল আখতারের অভিযোগ, 'বেশ কিছুদিন আগে আলম এবং তার ছেলে রাহুল ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমাদের জমি দখল করতে এসেছিল। সেইসময় আমরা বাধা দিই। তারই বদলা নিতে শুক্রবার রাতে বাবা ও ছেলে মিলে আমার চার বিঘার মধ্যে প্রায় আড়াই বিঘা জমির ১১০টি তেজপাতা গাছ, ৫০টি সেগুন, ৪০টি সুপারি ও অন্যান্য আরও ৫০টি গাছ কেটে নষ্ট করে দেয়। আমার এবং আমার স্ত্রীর নামে ওই জমির পাট্টা রয়েছে।' রবিবার এনিয়ে কলাবাড়ি বিট অফিসের দ্বারস্থ হন ক্ষতিগ্রস্তরা। যদিও রবিবার এলাকা ছাড়ার আগে অভিযুক্ত রাহুল

কেটুগাবুরজোতে এই জমির গাছ কাটা হয়েছে।

জানিয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা গল্প। ওই জমি তাঁদেরই। নকশালবাড়ি বিএলএলআরও দপ্তর জামাইলদের জন্য নোটিশ জারি করেছে।

এলাকার আরেক বাসিন্দা মহম্মদ সাকিমুদ্দিন সেদিন রাতে হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাহারায় ছিলেন। তিনি বলেন, 'দুজনেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেজপাতা বাগান থেকে বেরিয়ে আসছিল। আমি বাধা দিতে গেলে আমাকেই মারতে আসে।' এদিকে নকশালবাড়ির এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

অষ্টপ্রহর দৌরাত্ম্য ট্রাক, ডাম্পারের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : দিন থেকে রাত- অষ্টপ্রহর আঠারোখাই বিডিও অফিসের সামনে থেকে হালের মাথার মোড় পর্যন্ত রাস্তায় দ্রুতগতিতে চলছে বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক ও ডাম্পার। পাশেই বিশ্ববিদ্যালয়, একাধিক স্কুল, সরকারি অফিস। ট্রাক ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্যে যাতায়াতকারীরা রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, কেবল রাতে ট্রাক ও ডাম্পার চলাচলের অনুমতি দিক প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে রবিবার আঠারোখাইয়ের প্রধান যূথিকা রায়ের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য মহকুমা পরিষদের তরফে টোল বসিয়ে বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক ও ডাম্পার থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু এদিকে দিনেরবেলায় দ্রুতগতিতে ওই যানবাহনগুলো চলাচলের কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া আঠারোখাইয়ের ওই রাস্তা দিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক যাতায়াত করেন। তাঁরা ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল নিয়ন্ত্রণের দাবি জানাচ্ছেন।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় ছিল। যার প্রধান কারণ বালাসন নদীর তারাবাড়ি থেকে দিনরাত বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক ওই রাস্তার দিয়ে চলাচল করে। নিউ রোঙ্গিয়ার রাস্তা দিয়ে সেই সমস্ত ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দিনেরবেলায় আঠারোখাইয়ের রাস্তা দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উপপ্রধান সান্টু দাসকে ফোন করা হলেও তিনি বলেন, 'দিনেরবেলা ট্রাক ও ডাম্পার চলাচল নিয়ে আমি একেবারেই ওয়াকিবহাল নই। প্রধানই সবটা দেখেন। আমি এগুলি কিছুই দেখি না।' বেসরকারি সংস্থার কর্মী সজল বর্মনের বাড়ি হালের মাথা মোড়ে। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তা দিয়ে এত ছাত্রছাত্রী দিনেরবেলা যাতায়াত করে। ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। রাতে ট্রাক চলাচল করুক, তাতে কোনও সমস্যা নেই।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রজনী আচার্য স্কুটি নিয়ে যাতায়াত করেন। তিনি বলেন, 'রাস্তায় এমনিই মাঝেমধ্যে যানজট হয়। বাইরে থেকে বহু মানুষ এসে এখানে বসবাস করেন। তার ওপর ব্যস্ততম রাস্তায় বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক চললে, যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

আঠারোখাইয়ে টাকা আদায় করতে অবৈধ টোল।

গ্রেপ্তার

আপত্তিকর ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল নাবালিকা। বীরভূমের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মালগাড়ির ধাক্কা

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে শাখার বালিচক স্টেশনে মালগাড়ির ইঞ্জিন ও দুই বগির ধাক্কা লাগে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে। বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল।

সরব বাংলা পক্ষ

দমদমের নাবালিকার গণধর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল করল বাংলা পক্ষ। এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত মিছিল হয়। ধর্ষকদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলা পক্ষ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মঘাতী মা

ছেলের মৃত্যু দেখার পরই তিনতলা থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হলেন মা। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইনগ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে।

শিশুকে যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার ঠাকুরদা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : হুগলির তারকেশ্বরে চার বছরের ঘুমন্ত শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে তার ঠাকুরদা। শনিবার ভোরে মশারি কেটে শিশুটিকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পাশবিক অত্যাচারের পর স্টেশন সংলগ্ন একটি নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। ইতিমধ্যেই তার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন প্রাথমিক তদন্তের পর জানান, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত একজনই। গুড়াপের শিশু ধর্ষণের মতো এই ঘটনারও তদন্ত দ্রুত শেষ করা হবে। তদন্তের জন্য ৫ জনের একটি দলও গঠন করা হয়েছে।

> একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকোতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। তারা সত্যি পুলিশ কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শিশুর ঠাকুরদাকে দীর্ঘ জেরার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, অপ্রত্যাশিত। রবিবার আদালত বন্ধ থাকায় অভিযুক্তকে একদিনের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছে। সোমবার আদালতে হাজির করানো হবে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটিকে তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন শিশুটি হোমে থাকবে। এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকাতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।'

ঠাকুমার পাশেই শিশুটি শুয়ে ছিল। ভোর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্টেশন সংলগ্ন নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার গলায়, যৌনাঙ্গে কামড়ের দাগ ছিল। তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের দাবি, যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এর পর শিশুটিকে নিয়ে পুলিশের কাছে যায় পরিবারের সদস্যরা। তবে অভিযোগ, তাদের থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধের পর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ফের শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় জানান, এই ঘটনায় রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। রাজ্য পুলিশের তরফে সকালে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরের কথা শুনে ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। তবে শিশুটির চিকিৎসা সহ সমস্ত রকমের সহায়তা করেছে প্রশাসন।

ব্রেনস্ট্রোকে মৃত্যু বিএলও'র

মেয়ের মুখে বিষ, এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা ও বর্ধমান, ৯ নভেম্বর : কাজের চাপে ব্রেনস্ট্রোক হয়ে এক বিএলওর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নমিতা হাঁসদা (৫০) বলরামপুরে ২৭৮ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি মেমারি থানার বোহার দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চক বলরামের বাঙাল পুকুর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে তিনি ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামী মাধব হাঁসদা বলেন, 'কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি।' তাঁর ছেলে মানিক হাঁসদাও অত্যাধিক কাজের চাপকেই দায়ী করেছেন।

জেলা শাসক আয়েশা রানি জানান, যাঁরা অসুস্থ তাঁদের ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন। বিএলও ঐক্যমঞ্চের সম্পাদক স্বপন মণ্ডল সিইওর দপ্তরে চিঠি দিয়ে নমিতার পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেছেন।

এরই মধ্যে এসআইআর আতঙ্কে ছয় বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন হুগলির ধনেখালির এক গৃহবধূ। পরিবারের সকলে এনুমারেশন ফর্ম পেলেও শুধু তিনিই পাননি। তাই মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা বলে দাবি পরিবারের। বর্তমানে দুজনেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, 'বিজেপি নেতারা যেভাবে বলছেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব, তাতে গোটা বাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' পূর্ব বর্ধমানের কালনাতেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে ক্ষিতীশ শর্মা নামে এক ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

> কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।
>
> **মাধব হাঁসদা**
> মৃতের স্বামী

বিএলওদের এনুমারেশন ফর্ম বিলিতে অনিয়ম, তাঁদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লকের তেঁতুলমুড়ি ১৩২ নম্বর বুথে বিএলওর স্বামী ও তৃণমূল নেতা ফর্ম বিলি করেছেন বলে অভিযোগ। হাওড়ার উনসানির সর্দারপাড়ায় তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে ফর্ম বিলির অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও। নিউআলিপুরের সাহাপুরে স্কুলের মধ্যে ক্যাম্প করে এনুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিএলওদের দাবি, এলাকাবাসীদের অনুরোধেই তাঁরা এটা করেছেন। কয়েকজন এই ক্যাম্প থেকে ফর্ম তুলেছেন। কালনায় রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছে বালুরঘাট এলাকার ২৭টি এনুমারেশন ফর্ম। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় পড়ে থাকা ফর্মগুলি নিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির বিএলএ ১। তাঁকে আটকে রেখে কালনা থানায় খবর দেওয়া হয়। ওই বিএলএ-কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। মহকুমা শাসক জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরের এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি মিসিং ছিল। এগুলি সেই ফর্ম কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন বিএলও ঐক্যমঞ্চ। তাদের দাবি, ১১ নভেম্বরের বদলে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ফর্ম বিতরণের সময় বাড়ানো হোক।

সেয়ানে-সেয়ানে... রবিবার কলকাতার পথে মোরগের লড়াই। ছবি : রাজীব মণ্ডল

রবি-বঙ্কিমের অসম্মান, সরব গণমঞ্চ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরির মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। রবিবার দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'আরএসএস-বিজেপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদেশের দালাল বলে দেগে দিতে চায়।' তাদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সরব হয়েছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। জোড়াসাঁকোতে বিশ্বকবির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শশী দাবি করেন, অবিলম্বে এই মন্তব্যের জন্য কর্ণাটকের সাংসদের পদত্যাগ করা উচিত। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন, ইতিহাসবিদ সৈয়দ তানভির, বাসুদেব ঘটক, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, নাজমুল হক ও অভিনেতা ভিভান ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টের দাবি, বন্দেমাতরম কিংবা জনগণমন নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার নেই বিজেপির। বিজেপি হিন্দু বলে যাঁদের দাগিয়ে দিতে চায়, রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণিতে পড়েন না। কারণ, তিনি সম্প্রীতির কথা বলে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরমের' সার্ধশতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লিতে কর্ণাটকের সাংসদ মন্তব্য করেছিলেন, ইংরেজদের খুশি করতে জনগণমন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গণমঞ্চের পালটা যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষ্যে জনগণমন লিখেছিলেন। বিজেপির এই জ্ঞানও নেই। দেশের এই মহান দুই সংগীতকে সমান সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে মঞ্চ।

দমদমে নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদ মিছিল কলকাতায়। রবিবার।

মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেকের দল

এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন কল্যাণের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিশেষ প্রতিনিধিদল রবিবার পৌঁছে গিয়েছিল এসআইআর আতঙ্কে মৃত ব্যক্তিদের বাড়িতে। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় ২৯১ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে উধাও বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করে হাজার হাজার নাম বাদ দিচ্ছে। কমিশনের কাছে জবাব চাইতে যাব।'

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, '২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলে তাঁকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। ফর্ম জমা দিলে তবেই নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। জমা না দিলে নাম উঠবে না। তাহলে ২০২৪ বা ২০২৫-এ যিনি ভোট দিয়েছেন, তাঁর ভোটাধিকার কেন থাকবে না?' দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২১২ নম্বর বুথে অভিযোগ উঠেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় এলাকার ৪১ জন ভোটারের নাম থাকলেও নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে তাঁদের নাম নেই। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলমের কাছে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। রবিবার এলাকায় যান দুর্গাপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতা। যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। সুমন জানিয়েছেন, বিষয়টি কমিশনকে জানানো হবে। স্থানীয় সঞ্জয় সেনের কথায়, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও কমিশনের তালিকায় আমাদের নাম নেই।' বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের পালটা অভিযোগ, 'তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

এদিন অভিষেকের নির্দেশে এসআইআর আতঙ্কে মৃত বিমল সাঁতরার জামালপুরের বাড়িতে যান বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবি চট্টোপাধ্যায়। ভাঙড়ে মৃত সফিকুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক সওকত মোল্লা ও দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বহরমপুরে মৃত তারক সাহার বাড়িতে যান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক অপূর্ব সরকার। কুলপিতে মৃত হাফেজের বাড়ি যান সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বাপি হালদার। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় মৃত বিমান প্রামাণিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আগামী কিছু মাসের মধ্যে দিল্লিতে কমিশনের দপ্তর অভিযান করার বার্তা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন অভিষেক। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, মৃতদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই দিল্লি অভিযান করতে পারে ঘাসফুল।

৩১ শতাংশ উপভোক্তা কাজ শেষ করেননি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : টাকা পাওয়ার প্রায় ১ বছর পরও প্রায় ৩১ শতাংশ উপভোক্তা এখনও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেনি। গত ডিসেম্বরে রাজ্যের ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। গত জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির আরও ৬০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলাতেই রয়েছে ২৯ হাজার বাড়ি। এছাড়াও মুর্শিদাবাদে ৩৯ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৭ হাজার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৬ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই বাড়িগুলি তৈরি কেন সম্পূর্ণ হয়নি তা নিয়ে জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে কারণ খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৫-২৬) বাজেটে এই ১৬ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির জন্য টাকা সংস্থানও রাখা হয়েছে। তার আগে জেলাগুলি থেকে সমীক্ষা রিপোর্ট চেয়ে পাঠান মুখ্যসচিব। সেখানেই দেখা যায়, প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেননি। কেউ লিনটন পর্যন্ত কাজ করে রেখে দিয়েছেন, আবার কেউ ছাদ ঢালাই করেননি। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লিনটন পর্যন্ত কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা। মে মাসের মধ্যে লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ থাকলেও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ উপভোক্তা জুলাই মাস পর্যন্ত লিনটনের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই এখনও বাড়ির কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন। তাঁরা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন সেইজন্য বিডিওদের এলাকায় তদারকিও করতে বলা হয়েছে।

বাংলার বাড়ি
গ্রামীণ
BANGLARBARI.COM

যদিও প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, এবার রাজ্যে বর্ষা বেশি হওয়ার কারণে কাজ আটকে যাওয়া স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবছর তিনবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে কাজের অগ্রগতি শ্লথ হওয়ার কথা। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া জেলাগুলির মধ্যে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় কাজের অগ্রগতি ভালো। তুলনামূলকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার জেলায় পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ না হলেও সেখানে কাজ পিছিয়ে রয়েছে। সেই জন্য কারণ খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'উপভোক্তারা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন, সেজন্য তাঁদের আমরা উৎসাহিত করছি। এজন্য জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।'

ডিসেম্বরে বাঘ শুমারি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘশুমারি। এজন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের একাংশে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাঘের সংখ্যা জানতে এই শুমারি হয়। শুধু সুন্দরবনেই নয়, বাঘের সংখ্যা জানতে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলেও এই শুমারির ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে শুমারি নিয়েও শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

জঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক চিহ্ন খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বাঘশুমারির কাজ করা হয়।

বন দপ্তর জানাচ্ছে, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর পর্যটকদের জন্য সুন্দরবনে জলপথে ভ্রমণও বন্ধ থাকছে। ওই দু'দিন কোনও বোট বা লঞ্চ পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবে না। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের খবর, বাঘশুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ চলবে এই দু'দিনে। সেই কারণেই পর্যটন বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পর্যটকদের যাতায়াত ও শব্দদূষণের কারণে শুমারির কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই ওই দু'দিন পর্যটকবিহীন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য অনলাইন বুকিংও বন্ধ থাকবে, ফলে কোনও পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

সরকারি এই নির্দেশিকার পর বোট মালিক ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে, তবু পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার স্বার্থে পর্যটকদের বুকিং তারা বাতিল করছে ও অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

সুন্দরবনবাসীরাও চাইছেন, বাঘশুমারির কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সুন্দরবনে প্রায় প্রতি চার বছর অন্তর বাঘশুমারি হয়। তবে তার মধ্যেও ছোট ছোট অঞ্চলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বা প্রাথমিক গণনা প্রতি বছরই চালানো হয়। সেই অনুযায়ী এবার ১১ ও ১২ ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

ফের চিটফান্ডের হদিস আসানসোলে

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ৯ নভেম্বর : আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে রবিবার আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। যেখানে আরও একটি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার মানুষের প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিন প্রতারিত হওয়া শতাধিক মানুষ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান।

২০০ কোটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ

বিধায়ক জানান, সম্প্রতি আসানসোলে একই ধরনের চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই কেলেঙ্কারিতে শাসকদল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ জড়িত। এবার আসানসোলে আবারও একই ধরনের কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এল। তিনি বলেন, 'অ্যারোপোনিক্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড সাপোর্ট ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট নামে একটি কোম্পানি এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এই কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সেইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়েও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কোম্পানির মালিক ফায়াজ আহমেদ এবং মহম্মদ নাদিম এই কেলেঙ্কারির মাথা। সেইসঙ্গে রয়েছে বিজয় পণ্ডিত, সাবির আনসারি, রোহিত রানা এবং সাকির আলি। এদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। যার পরিমাণ ২০০ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে।' এই পুরো কেলেঙ্কারিতে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের সাতদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চিটফান্ডের মাথা এবং তার সঙ্গীরা আসানসোল শহরের বাসিন্দা। তারা আপাতত ফেরার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন দপ্তরের কাজের রিপোর্ট তলব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিজেদের এলাকায় এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাজ্যের মন্ত্রীরা। দপ্তরের কাজে যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিতে পারছেন না তাঁরা। বিধানসভা ভোটের আগে এখন এটাই ভাবাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নবান্নের ওপর মহল সূত্রের খবর, রাজ্যে এসআইআরের কাজের সরগরম আবহের মধ্যেও ব্যস্ততা কাটিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, পুর ও নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি ও সেচের মতো দপ্তরগুলির কী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দের টাকা কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, আশু আগামী পরিকল্পনাই বা কী, তার মূল্যায়ন চান মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রীরা এসআইআরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও দপ্তর সচিবরা এই কাজে কতটা এগিয়ে আছেন তথ্য পরিসংখ্যান সহ তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী হাতে পেতে চান। এ ব্যাপারে মুখ্য সচিবকে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি বলে জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রেই।

নবান্নের শীর্ষ মহলের ধারণা, রাজ্যে এসআইআরের কাজের হাওয়া গরম হওয়ার আগে মন্ত্রীসভার ছোটখাটো রদবদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এখন ওই উদ্যোগ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে গুটিয়েও নিয়েছেন। বিধানসভা ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময়ই মন্ত্রীসভার চেহারা নিয়ে আবার তিনি ভাববেন বলেই ঘনিষ্ঠ মহলে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু ভোটের আগে দলকে ঠিকভাবে তৈরি করা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানোর দিকেই নজর মুখ্যমন্ত্রীর।

নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, রাজ্যে ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজে আবহ কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পরই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির কাজের মূল্যায়ন করতে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করবেন। চলতি মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। নবান্নে তাঁর সচিবালয় এই ব্যাপারে এখন থেকেই তৎপর বলে জানা গিয়েছে। মন্ত্রীদের আপাতত বাদ দিয়েই তাঁদের দপ্তর সচিবদের এ বিষয়ে সক্রিয় করা হচ্ছে।

বন্ধ ঘড়ি অক্সিজেন পায় গোপালের কাছে

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : রং চটে যাওয়া দেওয়াল। তার গায়ে সাজানো ধুলো জমে থাকা ফ্রেঞ্চ, সুইস, ব্রিটিশ ঘড়ির সারি। কাঠের রেকে অর্ধজীবিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে টেবিল ক্লক, হ্যান্ড ওয়াচ, ব্যাটারি চালিত ও মেকানিক্যাল ঘড়ির রাশি। ম্যাগনিফাইং লেন্সে চোখ রেখে ভিতরের কলকবজা নেড়েচেড়ে দেখছেন সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। শিয়ালদা স্টেশন থেকে এমজি রোড ধরে কলেজ স্ট্রিটের দিকে হাঁটলেই বাঁদিকের ফুটপাথে একফালি একটি দোকান। ৫০এ মহাত্মা গান্ধি রোডের এই ঠিকানায় এসে অক্সিজেন খুঁজে পায় দম আটকে যাওয়া ঘড়িগুলি। তার জোগান দেন গোপালচন্দ্র দাস। পূর্বপুরুষের এই দেড়শো বছরের দোকান আগলে পুরোনো কলকাতার সময় আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এই বৃদ্ধ।

কলেজ স্ট্রিটের এক কোণে পড়ে থাকা দোকানটিকে বাইরে থেকে দেখলে যেন মনে হয় এখানে এসে সময় থমকে গিয়েছে। সারাদিন কত শব্দ, 'টিকটিক', 'ঢংঢং'। সকাল থেকে সন্ধে চোখ, মস্তিষ্ক ও আঙুলের কারসাজিতেই মৃতপ্রায় ঘড়িগুলিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনেন সময়ের কারিগর। উঠে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার চাইমিংটির বাক্স খুলে দম দিয়ে দেখালেন। বললেন, 'জানেন, এটায় দিনে ৪ বার দম দিতে হয়। মথুরা থেকে যন্ত্রপাতি এনে ঠিক করতে হয়েছে।'

গোপালবাবু বললেন, 'একেবারে প্রথমে আমার প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা ছিল। ফোটোগ্রাফিতেও প্রবল ঝোঁক ছিল। কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতি বলে এত সহজে এই কাজ ছাড়তে পারিনি। আমার পর দোকান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। ছেলে আইটি সেক্টরে কাজ করে।' ঘড়ি হাতে নিয়েই তিনি বুঝে যান অসুখের কারণ এবং কী পথ্য প্রয়োজন। ফরাসি, জাপানি, জার্মান, আমেরিকান, ভারতীয় মিলিয়ে বহু পুরোনো অ্যান্টিক ঘড়ি রয়েছে তাঁর কাছে।

দোকানে ঘড়ি সারাতে ব্যস্ত গোপালচন্দ্র দাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে সূর্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ির ইতিহাস কমবেশি সবার পড়া। জার্মান উদ্ভাবক পিটার হেনলেইন প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। কালের বিবর্তনে পকেট ওয়াচ থেকে হাতঘড়ি, ব্যাটারিচালিত ঘড়ি পেরিয়ে বর্তমানে এখন স্মার্ট ওয়াচের রমরমা। মোবাইল ফোনের সব কারুকার্য এক নিমেষে স্মার্ট ওয়াচটায় করে ফেলা দেদার সহজ। তাই আক্ষেপ নিয়েই বললেন, 'এখনকার জেনারেশন পুরোনো ঘড়ি নিয়ে আগ্রহী নয়। আসলে ইতিহাসের সংরক্ষণ নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই?'

অ্যানসোনিয়া, অ্যাংলোসুইস, ক্লোক, গ্র্যান্ড ফাদার, রোলেক্স, ওমেগা, টিসো থেকে শুরু করে নানা কুলীন গোত্রীয় হাতঘড়ির কোনওটার লিভার বদল, কোনওটার স্প্রিং সবই যেন তাঁর নখদর্পণে। তাঁর মন্তব্য, 'বিদেশ থেকেও লোকেরা আসেন। একবার লন্ডন থেকে একজন একটি ঘড়ি এনেছিলেন। সেটি ছিল ইউনিভার্সাল হ্যান্ডমেড। সারাতে ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলাম।' একরাশ আশা নিয়েই বৃদ্ধ বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি এই পুরোনো জিনিসগুলি নিয়েই বেঁচে থাকব। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব।' ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির হর্ন, স্ট্রিট লাইটের আলো, হিমেল হাওয়ার সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক শান্ত সন্ধ্যায় যেন পেন্ডুলামগুলি দুলতে দুলতে বলে উঠল, 'আছে আছে, এখনও দম আছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭১ সংখ্যা, সোমবার, ২৩ কার্তিক ১৪৩২

নিয়মভঙ্গের খেলা

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের জমানায় কোনও ক্ষেত্রেই পান থেকে চুন খসার জো ছিল না। এখনকার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর জমানায় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথেচ্ছাচারের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ উঠছে। এই সমস্যা বেশি করে আসছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে।

এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল রাজ্যে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি চলছে। সেই কাজে নিযুক্ত আছেন ৮০০০০ বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। যাঁদের অধিকাংশ প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকের শিক্ষক। তাঁরা এই অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির পরস্পরের বিরুদ্ধে হুংকারে বিএলও-রা আতঙ্কিত।

মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, একজন ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না তিনি। বিএলও-দের একাংশ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতেই হবে বিএলও-দের। অন্যথায় শাস্তি। একইসঙ্গে নিজের মূল কর্মক্ষেত্র স্কুলও সামলাতে হবে তাঁদের।

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রধান সমস্যা হল, বহু জেলায় এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করা হচ্ছে না। কমিশনের নিয়ম, বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে ফর্ম দেবেন ও ভোটারদের সব বুঝিয়ে বলবেন। তারপর আবার আরেক দিন গিয়ে পূরণ করা ফর্ম নিয়ে আসবেন। প্রতিটি বাড়িতে তিনবার যাওয়ার কথা তাঁদের। অথচ বিভিন্ন জেলা থেকে উলটো খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তবে ফর্ম বিলি, পূরণে সহায়তা ইত্যাদি এরাজ্যে পুরোটা চলে গিয়েছে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে। সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় টোটোয় মাইকে ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন করা হচ্ছে, বিএলও-রা বাড়িতে যাবেন না। এনুমারেশন ফর্মের জন্য ওয়ার্ড অফিসে আসতে হবে সকলকে। সেখানে গিয়ে ফর্ম নিয়ে যেতে হবে, বাড়িতে পূরণ করে ফের ওয়ার্ড অফিসে জমা করতে হবে।

একেবারে গোড়ায় এই অভিযোগ আসছিল মূলত মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে। তারপর উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা শহরতলি, নদিয়া, বীরভূম সহ বহু জেলা থেকে এমন অভিযোগ আসছে। কোথাও তৃণমূল অফিস, কোথাও তৃণমূল নেতার অফিস, কোথাও কাউন্সিলারের অফিস, কোথাও কোনও পরিচিত চায়ের কিংবা মুদির দোকান থেকে মাইকে ঘোষণা করে ফর্ম তোলার আহ্বান করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলির নির্দেশ দিয়েছে। অথচ বিএলও-রা তৃণমূলের নজরদারিতে সেই নির্দেশ পালন করতে পারছেন না। তৃণমূল এই কাজে সহায়তা করার জন্য বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) তো দিয়েছেই, তার ওপর কোনও বাড়িতে বিএলও যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর ওপর নজরদারি করতে ৩৫-৪০ জন তৃণমূল কর্মীকে পাঠানো হচ্ছে।

ফলে নিজের মতো করে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না বিএলও-রা। যদিও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, দু-এক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এমন ঘটে থাকতে পারে। যেখানে এমন ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কমিশন এই দাবি করলেও বাস্তব চিত্রটা যে ভিন্ন, তা সাধারণ মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বিজেপি এইসব অনিয়মকে ঠেকাতে পারছে না। শুধু কমিশনে একের পর এক নালিশ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। সাংবিধানিক সংস্থাটি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কি না, তা নিয়ে সংশয় জাগছে। শুধু বিএলও-দের ওপর হম্বিতম্বি চলছে। বাড়ি বাড়ি না গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আটজন বিএলও-কে শোকজ-ও করেছে। অন্যদিকে, সেটিং তত্ত্বের কথাও উঠেছে। বাংলার মতো বিপুল জনসংখ্যার রাজ্যে এক মাসে প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া যদি কঠিনই হয়, তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে এই কর্মযজ্ঞ আয়োজন তাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

ন্যায়বিচার থমকে হুমকির আড়ালে

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তদন্ত কমিটি হয়। তদন্তের ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

অক্টোবর মাসটা পার হয়ে গেল। এক বছর আগে এমনই এক অক্টোবরের শেষের দিনগুলিতে আরজি কর মেডিকেলে এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য উত্তাল ছিল। সেই নির্যাতিতার কল্পিত নাম দেওয়া হল অভয়া। অভয়া খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে সরকারি জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনে তোলপাড় হয়েছিল বাংলা। বিপাকে পড়ে রাজ্য সরকার নরমে-গরমে আন্দোলন স্তিমিত করার অপচেষ্টা করেছে।

সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। সিবিআই একের পর এক শুনানিতে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। রিপোর্টে একের পর এক চাঞ্চল্যকর এবং ভয়ংকর সব তথ্য উঠে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। বলেছিলেন, ওই ঘটনায় জড়িত যাঁদের নাম উঠে আসছে, তা প্রকাশ্যে এলে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যাবে। শীর্ষ আদালতের সেইসব শুনানির দিকে তখন তাকিয়ে থাকত সারা দেশ।

আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকরা ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে বসে মোবাইলে সেই শুনানি দেখতেন। শেষপর্যন্ত সিবিআই কলকাতা পুলিশের তদন্তে সিলমোহর দিয়েছিল। শিয়ালদা আদালত সেই তদন্তে ধর্ষণ ও খুনে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। সিবিআইয়ের এই তদন্তে খুশি হয়নি অভয়ার পরিবার, চিকিৎসকদের বড় অংশ।

ওই সময় সুপ্রিম কোর্ট সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশ জারি করেছিল। গত এক বছরে রাজ্য সরকার সেইসব নির্দেশ কতটা মেনেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে গত বছর এই সময়ের উত্তাল এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন আজ একেবারেই স্তিমিত। অভয়া মঞ্চ এবং সরকারি ডাক্তারদের কিছু সংগঠন মাঝে মাঝে রাস্তায় নামে বটে। 'অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই' বলে স্লোগানও দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেই স্লোগান নবান্নের চোদ্দোতলায় পৌঁছায় কি না, জানা নেই।

অভয়া কাণ্ড ঘটে যাওয়ার প্রায় ১৪ মাস পরেও সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির বিরাম নেই। চলতি উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ওই তরুণী ওড়িশার বাসিন্দা। পরিবার তাঁকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে মেয়েকে রাখতে ভরসা পাননি সন্ত্রস্ত বাবা-মা।

তারপরই উলুবেড়িয়া সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিগ্রহের শিকার হন এক তরুণী চিকিৎসক। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে তাঁকে মারধর করা হয়। ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। কী করে বাড়ি ফেরেন, দেখে নেওয়া হবে বলে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। অভিযুক্তদের পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। আরও আছে। গাইঘাটায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে নিগৃহীতা হন এক ইঞ্জিনিয়ার তরুণী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মার খান সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক। এই ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে এক তৃণমূল নেতার আত্মীয় আছেন বলে অভিযোগ।

এরপর আসুন কলকাতার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমে। সেখানে এক নাবালিকাকে শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত এক অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী। তিনি আবার এসএসকেএম হাসপাতালের কর্মী নন। এনআরএস মেডিকেলের কর্মী। চিকিৎসকের নীল অ্যাপ্রন, নীল টুপি পরে সেই রক্ষী কী করে হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ঢুকলেন, কে জানে!

এর মধ্যে বীরভূমের মহম্মদবাজারে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাঞ্ছিত হয়েছেন এক নার্স। ছুটির মধ্যে হাসপাতালে ডিউটি করতে গিয়ে তাঁকে মার খেতে হয়েছে এক মদ্যপের হাতে। নার্সের মাথায় ২২টি সেলাই পড়েছে। ঘটনার ঘনঘটা আরও আছে। উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সকে ধমকেছেন সেখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শাসকদলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

নার্সের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গেলে নার্স ইনচার্জকেও শাসকদলের নেতার রোষানলে পড়তে হয়। ওই নেতার সঙ্গীরাও ধমকধামক দেন প্রবীণ নার্স ইনচার্জকে। কানাইয়ালাল তাঁকে বদলির হুমকি দেন। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দিনকয়েক আগেই কান্দি হাসপাতালে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে নিগ্রহ করা হয়েছে।

সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, অভয়া মঞ্চের অভিযোগ, আরজি করের ঘটনা থেকে রাজ্য সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মানেনি সরকার। সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকরা এখন আতঙ্কেই থাকেন। যথারীতি বিভিন্ন হাসপাতালে শাসকদলের মদতপুষ্ট চিকিৎসকদের হুমকি-সংস্কৃতির দাপট চলছে। এক কথায়, গত বছর আরজি করের সেই নৃশংস ঘটনার পরেও সরকারি হাসপাতালগুলির হাল ফেরেনি।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে এক-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সরকার ঘটা করে বৈঠক করে। তদন্ত কমিটি হয়। নানা সিদ্ধান্ত হয়। তদন্ত কমিটির ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয় না। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের একটাই লবজ শোনা যায়, আইন আইনের পথে চলবে। আমরা এসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নিয়ে চলি। কোনও কোনও মুখপাত্র বা মন্ত্রী আবার দাবি করেন, এখানে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তারপরেই তাঁরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোথায় কী ও কত অপকম্ম হয়েছে, তার খতিয়ান খুঁজতে শুরু করে দেন। বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওইসব রাজ্য কত খারাপ। সরকার বা পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় বলেই কি সাত খুন মাফ হয়ে যায় বাংলায়?

এসএসকেএমে নাবালিকার শ্লীলতাহানির পর আমরা কী দেখলাম? নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ হাসপাতাল কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। সেই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি একাধারে পুলিশমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন, তাঁর হাতে থাকা দুই দপ্তরকে নিশানা করা হচ্ছে না তো এসব ঘটিয়ে? এসবের পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

গত বছর আরজি কর আন্দোলনের আবহে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যেসব গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ২০২৪-এর ১৪ অগাস্ট রাতে কারা আরজি কর মেডিকেলে তাণ্ডব চালাল, তা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে আজও অভয়ার বাবা-মা দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন বটে, শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও হাত গুটিয়ে বসে আছে। শুনানির দিন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আগ বাড়িয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করলেন। এজলাসে বসে তিনি সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখে প্রায়ই আঁতকে উঠতেন। এখনও অভয়ার পরিবার ন্যায়বিচার পায়নি জেনে অবসরের পরেও তিনি আঁতকে ওঠেন কি না, কে জানে। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, আপনি কি একটু খোঁজ নেবেন ওই অসহায় পরিবারটির?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩২

কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৫৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি জয় গোস্বামী।

আলোচিত

আদবানিজির দীর্ঘ জনজীবনকে একটিমাত্র ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করা অন্যায্য। যেমন নেহরুজিকে কেবল চিন যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য বিচার করা যায় না, ইন্দিরা গান্ধির কর্মজীবনকে জরুরি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আধুনিক ভারত গঠনে আদবানিজির ভূমিকা স্মরণীয়। তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক।

- শশী থারুর

ভাইরাল/১

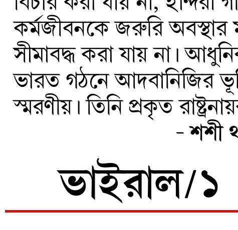

বেঙ্গালুরুর চার্চ স্ট্রিট থেকে নিজের গন্তব্যে পৌঁছোতে এক মহিলা বাইকক্যাব ভাড়া করেছিলেন। যাওয়ার পথে চালক তাঁর উরুতে বারবার স্পর্শ করতে থাকেন। মানা করলেও শোনেননি। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাইরাল/২

মুম্বই থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল বাসটি। রাত তখন ২টো ৫০। হাইওয়েতে ছুটে চলা বাসের চালক মোবাইলে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস' দেখছিলেন। এক যাত্রী সেই ভিডিও শেয়ার করতেই বরখাস্ত করা হয়েছে চালককে।

জনমন
জনমত

প্রদীপের নীচে চির অন্ধকার

দেশকে সেরা প্রমাণ করে হরমন-জেমিমারা যখন সবাইকে দেখিয়ে দিলেন 'আমরাও পারি' বা মেয়েরাও পারে, ঠিক সেই সময় খবরে প্রকাশ, এক ঠাকুমা সদ্যোজাতকে মেয়ে বলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আলিপুরদুয়ারের খবর তো আরও ভয়ানক। প্রথমে বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ। পরে জানা গেল, মা তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। যদিও খবরে প্রকাশ, মা কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন। আমি ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে দেখেছি। তাঁরা কেউ সন্তানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি।

দেশের মেয়েদের আজও যদি এই ভাবনায় হত্যা করার প্রবণতা থাকে তাহলে অভাগা এই দেশে রিচা-ঝুলনরা মরমে মরে যাবে। সেইসঙ্গে আরও লজ্জা আমাদের, যারা একটু হলেও চাইছি নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে লড়াই করেই হোক বা সহজেই হোক। তাই দেশের সব মেয়ের মায়েদের কাছে নিবেদন, তাঁরা মা, এটাই তাঁদের শেষ পরিচয় হোক। প্রত্যেকটি মেয়েকে অনুভব করতে দিন তারা কারও থেকে কোনও ক্ষেত্রে কম নয়। আমরা গর্ব করতে শিখি যে আমরা মেয়ে, আমরা মা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া এই ধরনের অমানবিক, ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে প্রকৃত দোষী ও ইন্ধন দানকারীদের শাস্তির দাবি করছি।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

নিয়োগকর্তাদের কাছে প্রস্তাব

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত নিয়োগের আগে কর্মপ্রার্থী যে রাজ্যে নিযুক্ত হবেন সেই রাজ্যের ভাষা জানার একটি পরীক্ষা নেয়। কারণ ব্যাংকের কাজে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় ভাষা না জানলে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। একই রকম কাজ পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ করে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা পোস্ট অফিসে নিযুক্তির সময় নেওয়া হয় না। ফলে বাংলা না জেনেও অনেক কর্মী পশ্চিমবঙ্গে পোস্ট অফিসের কাজে নিযুক্ত হন। পোস্ট অফিসের গ্রাহকরা সেজন্য বেশ অসুবিধায় পড়েন। ডাক বিভাগে যাঁরা কর্মচারী নিযুক্ত করেন তাঁদেরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতো একই ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ফলে আমাদের মতো কর্মপ্রার্থীদের কিছুটা সুবিধা হবে।

পামেলা আইচ, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

মন ভালো রাখতে হাতিয়ার ছাদবাগান

ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময় যায় সেটাই 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা অন্য পর্যায়ে উন্নীত হয়।

অভিজিৎ পাল

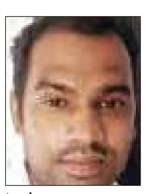

ডিপ্রেশন বা মনখারাপ আজকাল অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। তবে তা কাটানোর সহজ উপায়ও কিন্তু আছে, হাতের নাগালেই। 'রুফটপ গার্ডেন' বা 'ছাদবাগান'।

নগরায়ণ বাড়ছে, পাশাপাশি জমির আকালও। আগে প্রত্যেক বাড়িতে বড় উঠোন, ফুলের বাগান থাকত, কিছু সবজির চাষবাসও হত। সেসব বর্তমানে উধাও। বিশেষত শহর এলাকায় তা বটেই। স্বস্তির বিষয় বলতে, শহর এলাকায় অনেক বাড়িতেই আজকাল ছাদবাগানের দেখা মিলছে। সেখানে নানারকম ফুল গাছের পাশাপাশি ছোট আকারে সবজি চাষ করা হচ্ছে। বাড়ির ছাদে তৈরি এই ছোট্ট বাগান শুধু পরিবেশকেই শীতল রাখে না, সামগ্রিকভাবে বাড়ির তাপমাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। টব বা বেডে ফুল, ভেষজ গাছ, সবজি— যা খুশি চাষ করা যায়। অল্প পরিশ্রমে নিজের খাবার উৎপাদনের আনন্দ মেলে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি এলাকার প্রতি পাখি, কীটপতঙ্গকে আকর্ষিত করা সম্ভব হয়। ব্যস্ত শহরে রুফটপ গার্ডেন মানসিক প্রশান্তি ও টেকসই জীবনের দিকে এক সুন্দর পদক্ষেপ।

মাঝে কয়েক বছর আগেও শহরে সাধারণ সময়ে ফুলের বড়সড়ো একটা আকাল দেখা যেত। বর্তমানে সেই ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অন্তত ঘরোয়া কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফুল সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ কিছুটা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, বাজারে উপলব্ধ সবজির মধ্যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা

হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে যে সমস্ত সবজির চাষ সম্ভব হচ্ছে সেখানে ঘরোয়া সার প্রয়োগ হচ্ছে। বাড়ির পচনশীল বর্জ্য সহজেই সার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ মিলছে। ফলে উৎপন্ন সবজি রাসায়নিকমুক্ত অবস্থায় মিলছে। মন খারাপ হলে ছাদের বাগানের ফুল, সবজি, ফল দেখে মানসিকভাবে হালকা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, গাছের যত্ন মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হয় সেটাই আসল 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

তবে কিছু বিষয় লক্ষ রাখা উচিত। যেমন, জলের অপচয় রোধ। এক্ষেত্রে ছাদেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সিঞ্চন করা উচিত। ছাদের বাগানের গাছ জলের অভাবে শুকিয়ে গেলে তার থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। ছাদবাগান থেকে এই দায়বদ্ধতার শিক্ষা আমরা পেতে পারি। দ্বিতীয়ত, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য জল সিঞ্চনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়াও ছাদের ভারবহন ক্ষমতার দিকেও নজর দিতে হবে।

ছাদবাগান প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক নতুন উদাহরণ। সামান্য পরিসরে সৃজনশীলতা প্রকাশেরও এক মাধ্যম। আজ যদি শহরের প্রত্যেক ছাদে একটা করে বাগান শোভা পায়, শহর নতুন করে প্রকৃতিকে ফিরে পাবে। আমরা আবার আমাদের সোনালি দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাব।

(লেখক প্রাথমিক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সগৌরবে অবস্থান ৪। ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত সাধক সম্প্রদায় ৫। পয়গম্বর, হজরত মোহম্মদ ৭। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৮। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর আরাধনা ৯। রাত ১১। যে লোহা পুড়িয়ে গোরু-মোষের গায়ে দাগ দেওয়া হয় ১৩। ধর্ম-এর কথ্যরূপ ১৪। তুষার, হিমানী ১৫। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার।

উপর-নীচ : ১। খ্রিস্টীয় চার্চের যাজকবিশেষ ২। চিঠিপত্র বা প্রশ্নের উত্তর ৩। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ ৬। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ ৯। নানারকম ১০। আচার-ব্যবহার প্রথা, মতবাদ ১১। পুত্র, বালক ১২। সপ্ত পাতালের অন্যতম।

সমাধান ■ ৪২৮৭

পাশাপাশি : ১। ছন্নমতি ৩। কড়চা ৫। কমলাকর ৭। মদত ৯। কলভ ১১। বরকন্দাজ ১৪। তড়াক ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। ছমছম ২। তির্যক ৩। কপিলা ৪। চাউর ৬। কন্দল ৮। দস্তুর ১০। ভরপুর ১১। বয়েত ১২। কতক ১৩। জনৈক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিলামে উঠবে চোকসির সম্পত্তি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : পিএনবি কেলেঙ্কারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসির সম্পত্তি এবার নিলামে উঠতে চলেছে। চোকসির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ৪৬ কোটি টাকার সম্পত্তি নিলামে তোলার অনুমতি দিয়েছে মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালত। নিলামের তালিকায় রয়েছে মোট ১৩টি সম্পত্তি। তার মধ্যে রয়েছে, মুম্বইয়ের বোরিভালি এলাকার ৪টি ফ্ল্যাট, যেগুলির এক একটির বাজারদর প্রায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের একটি বাণিজ্যিক ভবন, রুপোর বাট এবং কিছু মূল্যবান রত্ন। সম্প্রতি চোকসিকে বেলজিয়ামের আদালত ভারতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

জামিন পেলে দেশে হরমিত

চণ্ডীগড়, ৯ নভেম্বর : একটি ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাবের আপ বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরা অস্ট্রেলিয়া থেকে দাবি করেছেন 'জামিন পেলে তবেই দেশে ফিরব।' ১ সেপ্টেম্বর বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন জিরাকপুরের এক মহিলা। এরপর থেকেই পলাতক হরমিত। দীর্ঘ দু-মাস ধরে নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি। তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে পাতিয়ালা পুলিশ। একটি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবশেষে নিজের খোঁজ দিয়েছেন তিনি। হরমিতের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

সমকামী প্রেমে খুন সদ্যোজাত

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : প্রেমে বাধা হয়ে পড়েছিল পাঁচ মাসের সদ্যোজাত। তাই প্রেমিকার সঙ্গে মিলে নিজের ছেলেকে খুন করল মা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায়। মৃত শিশুর বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মা বারাথি ও তাঁর সঙ্গিনী সুমিত্রাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দম্পতির আরও দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। স্তন্যপানের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে শিশুটি। পুলিশ জানিয়েছে, শ্বাসরোধের কারণেই মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাতের। এরপর স্ত্রীর ফোনে কিছু ছবি ও ভয়েস মেসেজ খুঁজে পান সুরেশ। জানতে পারেন তিন বছর ধরে সুমিত্রা নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে বারাথি। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর থেকে সঙ্গিনীকে সময় দিতে পারত না।

বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে গুলি ছাত্রের

গুরুগ্রাম, ৯ নভেম্বর : স্কুলের দুই বন্ধুর মধ্যে কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে পুরোনো আক্রোশের এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী থাকল গুরুগ্রামের সেক্টর ৪৮। একাদশ শ্রেণির সেই দুই ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধে ছিল বেশ কিছুদিন আগে। পুলিশ জানিয়েছে, তার জেরে সহপাঠীকে শনিবার রাতে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে গুলি চালায় অভিযুক্ত। তার সঙ্গে আরও এক ছাত্র ছিল। দুই কিশোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গুলিবিদ্ধ ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুরুগ্রামের পুলিশ জানিয়েছে, খবর এসেছিল সদর থানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যায়। ততক্ষণে আক্রান্তকে পরিজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তের ঘরের ভিতরের একটি বাক্স থেকে ৬৫টি তাজা কার্তুজ ও একটি ম্যাগাজিন মিলেছে। অভিযুক্তের বাবা সম্পত্তি-ব্যবসায়ী। তাঁর পিস্তল ছিল। লাইসেন্স পাওয়া সেই পিস্তলটি হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে। আহতের মা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, স্কুলের এক বন্ধু ফোনে তাঁর ছেলেকে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। শেষে যেতে দেন। ওই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছেলের ঝামেলা হয়েছিল মাস দু'য়েক আগে।

কাঁপল আন্দামান

পোর্ট ব্লেয়ার, ৯ নভেম্বর : মাঝারি মানের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় দ্বীপপুঞ্জে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল আন্দামান সাগরের ৯০ কিলোমিটার গভীরে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতা।

বন্ধ ভারত-নেপাল সীমান্ত

প্রচার শেষ বিহারে, নজরে ভোটের হার

পাটনা, ৯ নভেম্বর : বিহারে প্রায় ২ মাস ধরে চলা ভোটের প্রচারে ইতি পড়ল রবিবার। মঙ্গলবার রাজ্যের ২০ টি জেলার অবশিষ্ট ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১১৬৫ জন পুরুষ, ১৩৬ জন মহিলা এবং ১ জন রূপান্তরকামী প্রার্থীর। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। সুরক্ষাও বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত এলাকায়।

ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবির রীতিমতো ঝড় তোলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব প্রমুখ চুটিয়ে প্রচার করেন রাজ্যের নানা প্রান্তে। প্রথম দফায় অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে ৬৫.০৮ শতাংশ ভোট পড়ে। এনডিএ এবং বিরোধী মহাজোট উভয় শিবিরই দাবি করেছে, তাদের পক্ষেই যে জনাদেশ যাচ্ছে তার প্রমাণ এই রেকর্ড ভোট। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারে কিনা সেদিকে এখন সব শিবিরের নজর।

রবিবার রোহতাস ও আরওয়ালে দুটি পৃথক জনসভা করেন অমিত শা। দুটি সভাতেই রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেন তিনি। শা বলেন, 'রাহুল গান্ধি এবং লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে বিহারে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য যাত্রা বের করেছিল। রাহুল গান্ধি চাইলে পাটনা থেকে ইতালি পর্যন্ত যাত্রা করতেই পারেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তিনি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে পারবেন না। আমরা দেশ ও বিহার থেকে প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াব।' অমিত শা এদিন সীতামারিতে ৮৫০ কোটি টাকা খরচ করে মা সীতার জন্য একটি মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি সাসারামের একটি জনসভায় বিহারে ডিফেন্স করিডর ও অর্ডিন্যান্স কারখানা তৈরি করা হবে বলেও জানান।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধি পূর্ণিয়ার জনসভা থেকে ভোট চুরি নিয়ে সুর চড়ান। তাঁর তোপ, 'আমি হাল ছাড়িনি। আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের তরুণ, জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।' রাহুল এদিনও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি এবং নীতীশ কুমার আম্বানি-আদানিদের জন্য কাজ করছেন। ওঁরা আপনাদের ভবিষ্যত চুরি করছেন। মানুষ রোজগার চাইছে। ইনস্টাগ্রাম চান না।'

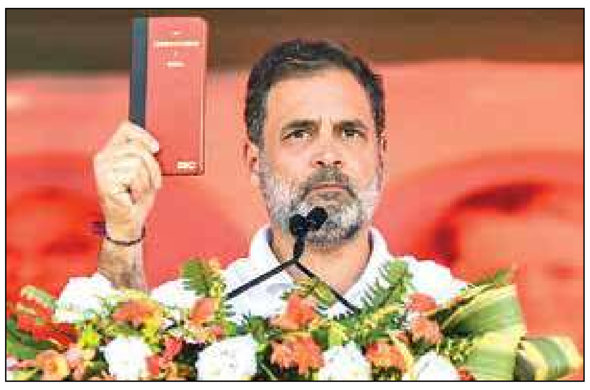

> আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

দেরির শাস্তি পুশ-আপ

ভোপাল, ৯ নভেম্বর : ছোট-বড় যেই হোন, নির্ধারিত সময়ের পরে ক্লাসে বা কর্মস্থলে গেলে শাস্তি অবধারিত। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও তার ব্যতিক্রম নন। দেরি করে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় তাঁকেও শাস্তির কোপে পড়তে হল শনিবার। তবে তাঁর শাস্তি ছিল একটু আলাদা-১০টি পুশ-আপ। বিহারে ভোট প্রচারের ফাঁকে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু যেহেতু তিনি ওই অনুষ্ঠানে দেরিতে যোগ দেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির নিদান দেন দলের প্রশিক্ষণ প্রধান শচীন রাও। রাহুল তখন জানতে চান, তাঁকে কী করতে হবে। রাও মজার ছলে বলেন, 'অন্তত ১০টি পুশ-আপ।' আর দেরি না করে সাদা টি-শার্ট ও ট্রাউজার পরা রাহুল গান্ধি সঙ্গে সঙ্গে পুশ-আপ দেওয়া শুরু করেন।

তাঁকে এমন করতে দেখে বৈঠকে উপস্থিত বাকি জেলা কংগ্রেস সভাপতিরা যাঁরা দেরি করে এসেছিলেন, তাঁরাও এই 'টিম বিল্ডিং এক্সারসাইজ'-এ অংশ নেন। রাহুল পরে জানান, জেলা সভাপতিদের থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। শুধু পুশ-আপ দেওয়া নয়, রবিবার জঙ্গল সাফারিও করেন রাহুল গান্ধি। এই নিয়ে তাঁকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এক্সে লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধির কাছে এলওপি-র অর্থ হল লিডার অফ পর্যটন ও পার্টি করা। বিহারে ভোটপর্ব চললেও তিনি ছুটি কাটাচ্ছেন। এরপর যখন ওঁরা হারবেন তখন এইচ ফাইলসের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট পেশ করে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করবেন।' রাহুল অবশ্য ভোট চুরি এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে।

সারে জাঁহা সে আচ্ছা... রবিবার গুয়াহাটিতে বায়ুসেনার কুচকাওয়াজ।

হিন্দুধর্মও নিবন্ধিত নয়, বার্তা ভাগবতের

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে কংগ্রেস। আরএসএসে অহিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিয়েও নানা সময় প্রশ্ন উঠেছে। সংগঠনের নিবন্ধন নিয়েও বিতর্ক নতুন নয়। রবিবার প্রতিটি প্রসঙ্গ ধরে ধরে জবাব দিয়েছেন সংঘচালক মোহন ভাগবত। বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে। কর্ণাটকে আমরা তা লক্ষ করেছি। সমালোচকদের বলছি আপনারা আরও সমালোচনা করুন।' সংঘপ্রধানের বক্তব্য, 'আরএসএসকে মোট ৩ বার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবার সেই নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংসদে আরএসএসের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার ঝড় উঠেছে। সব প্রশ্ন বা বিতর্কের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে পারব না। আমাদের অনেক কাজ আছে।'

সম্প্রতি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সুর চড়ালেও প্রিয়াঙ্ক বা কংগ্রেসের নাম নেননি ভাগবত। তাঁর সাফ কথা, 'নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে সরকারই আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা না থাকলে কাদের নিষিদ্ধ করত।' আরএসএসের নিবন্ধন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '১৯২৫ সালে সংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন ঔপনিবেশিক শাসন। আমরা কি নিবন্ধনের জন্য ব্রিটিশদের দরজায় দরজায় ঘুরতাম!'

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেনি বলে ভাগবত জানান। বলেন, 'আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে। আমরা ব্যক্তিসমষ্টি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত স্বীকৃত সংগঠন।' হিন্দুধর্মের সঙ্গে আরএসএসের তুলনা টেনে ভাগবত বলেন, 'অনেক কিছুই তো নিবন্ধিত নয়। এমনকি হিন্দুধর্মও নয়।' সংঘে কি মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সংঘচালক জানান, শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টান এমনকি ব্রাহ্মণদেরও তাঁদের সংগঠনে ঠাঁই হয় না। কারণ, আরএসএস কখনই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে সদস্যপদ দেয় না। আরএসএসের সদস্য হতে হলে একটি শর্ত, ভারত মায়ের সন্তান হওয়া। যে কোনও ভারতীয় সংঘে যোগ দিতে পারেন।

ভাগবতের কথায়, 'সংঘে কোনও ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নেই, কোনও বর্ণের কারও প্রবেশাধিকার নেই, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও এই নীতি কার্যকর হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান সহ যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছেড়ে সংঘে যোগদান করতে পারেন। যখন আপনি শাখায় আসবেন তখন আপনি ভারত মায়ের পুত্র হিসেবে আসবেন। আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন ধর্ম বা জাতির সদস্য, আমরা তা কখনই জানতে চাই না।'

ভাগবত-বার্তা

- সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে
- আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়
- ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে
- আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না

আদবানির পাশে থারুর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে আদবানির তুলনা টেনে থারুর বলেছেন, শুধুমাত্র একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার কয়েক দশকের জনসেবার মূল্যায়ন করা উচিত নয়। শনিবার লালকৃষ্ণ আদবানির ৯৮ তম জন্মদিন ছিল। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ এক্সে লিখেছেন, 'বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন ধরে যে জনসেবা করেছেন, তা মাত্র একটি ঘটনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা অন্যায়। জওহরলাল নেহরুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন কেবল চিনের ধাক্কার ঘটনা দিয়ে বা ইন্দিরা গান্ধিকে জরুরি অবস্থা দিয়ে যেমন বিচার করা যায় না, ঠিক সেভাবেই আদবানির প্রতিও সুবিচার করা উচিত।' কংগ্রেস অবশ্য থারুরের এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বলে দূরত্ব বাড়িয়েছে। অন্যদিকে নেটিজেনরা বলেছেন, বিভাজনের রাজনীতিতে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার ভূমিকা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। এই দেশে বিদ্বেষের মহাবীজ বপন করাটা মোটেই জনসেবা নয়।

আসল না নকল... রবিবার নভি মুম্বইয়ের ইসকন মন্দিরে হেমা মালিনী।

কমিশনকে নিশানা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের পর এবার এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুর চড়ালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। রবিবার ডিএমকে জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি সাফ বলেন, 'একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, সেদিকে দলের নেতা-কর্মীরা যেন সতর্ক নজর রাখেন।' স্ট্যালিন বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। তামিলনাড়ুতে যাতে ভোট চুরি না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।'

ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ডিএমকে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই এসআইআর হচ্ছে। ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকার ফেলার জন্য এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর নিয়ে লাগাতার নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মতো তামিলনাড়ুতেও ভোট রয়েছে। স্ট্যালিন বলেন, 'আদর্শগত জায়গা থেকে বা রাজনৈতিকভাবে ওরা ডিএমকে-কে হারাতে পারবে না। তাই ঘুরপথে এসআইআরের মতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এটা ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।'

দলীয় কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, 'কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে যেমন নজর রাখতে হবে তেমনই সুনিশ্চিত করতে হবে, কোনও অবৈধ ভোটারও যেন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে না পারেন।'

আছড়ে পড়বে ফাং ওয়াং

ম্যানিলা, ৯ নভেম্বর : শক্তিসঞ্চয় করে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে টাইফুন ফাং ওয়াং। সোমবার ভোররাতে ঘূর্ণিঝড়টি ফিলিপিন্স উপকূলে আছড়ে পড়বে। স্থলভাগে প্রবেশের সময় গতিবেগ ঘণ্টায় ২৩০ কিমি হতে পারে। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দেশের পূর্ব ও উত্তর অংশের লক্ষাধিক বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৬০০ পরিবার উচ্ছেদ অসমে

গুয়াহাটি, ৯ নভেম্বর : সংরক্ষিত বনভূমি এলাকা জবরদখল মুক্ত করতে নতুন করে অভিযান শুরু হয়েছে অসমে। রবিবার অভিযান চলেছে গোয়ালপাড়ার দহিকাটা রিজার্ভ ফরেস্টের ১,১৪০ বিঘা জমিতে। বিরাট পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় বসবাস করা প্রায় ৬০০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে। তাদের অধিকাংশই বাংলাভাষী মুসলিম বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার প্রদীপ তিমুং জানিয়েছেন, সংরক্ষিত অরণ্যে বেআইনিভাবে বসতি তৈরি করা পরিবারগুলিকে দু-সপ্তাহ আগে এলাকা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো এদিন শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলেছে। তিনি বলেন, '৫৮০টি পরিবার ১,১৪০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছিল। নোটিশ পাওয়ার পর তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। বাকিরাও চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।' গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন উচ্ছেদ অভিযান চলেছে বলে ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন।

২০২১-এ হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অসমে বেআইনি দখলদার

উচ্ছেদ অভিযানে গতি এসেছে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বেশিরভাগই বাংলাভাষী মুসলিম বলে বিরোধীদের দাবি। সম্প্রতি রাজ্যে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান জারি রাখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

তিরুবনন্তপুরম, ৯ নভেম্বর : সদ্য উদ্বোধন হওয়া এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে আরএসএসের গান গাওয়ানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যেন থামছেই না। এবার এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

মোদিকে লেখা চিঠিতে স্কুল অধ্যক্ষ ডিন্টো কেপি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমাদের শিশুরা কি তবে মাতৃভূমির প্রশংসা করে দেশাত্মবোধক গানও গাইতে পারবে না?' অধ্যক্ষের দাবি, গানটিতে কোনওভাবেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বা রাজনৈতিকভাবে আপত্তিকর কিছু ছিল না।

তিনি অভিযোগ করেন, মিথ্যা প্রচারের কারণে ছাত্রছাত্রী এবং স্কুলের সুনাম নষ্ট হয়েছে। বিতর্কের জেরে দক্ষিণ রেল যেভাবে স্কুল পড়ুয়াদের গান গাওয়ার ভিডিও এক্স হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে দেয়, তারও বিরোধিতা করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অস্ত্র দিতে গিয়ে ধৃত ৩ পাক জঙ্গি

আহমেদাবাদ ও বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার ব্যাপক ছক চালিয়েছিল তিন জঙ্গি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা তা পারল না। তিনজনই ধরা পড়েছে। গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদী হানার ছক বানচাল করে দিয়েছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের কিছু ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় কর্ণাটক প্রশাসনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। এডিজিপি বি দয়ানন্দের কাছে সংশ্লিষ্ট সংশোধনাগার সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরমেশ্বর।

তিন জঙ্গিকে গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী দপ্তর জেরা করে জেনেছে, তিনজনই পাক গুপ্তচর সংস্থা, আইসিস ও বিভিন্ন জঙ্গি-মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। দু'জনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। একজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আইসিসের ওই জঙ্গিরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষেছিল। এদিনের গ্রেপ্তারিকে বড় সাফল্য বলে মনে করছে গুজরাট পুলিশ। খবর, ধৃত আহমেদ মহিনুদ্দিন সইদ, মহম্মদ সুহেল ও আজাদকে একবছর ধরে নিশানায় রেখেছিল গুজরাট এটিএস। দেশের কোন কোন শহর তাদের টার্গেটে ছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য অবশ্য জানা যায়নি।

এদিকে এই ঘটনার ঠিক আগের দিন বেঙ্গালুরুর একটি কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের ভিডিও প্রকাশ্যে এসে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছে কর্ণাটক প্রশাসনে। ভিডিওটি জেল কর্তৃপক্ষের অপদার্থতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার সংশোধনাগারটির ভিতরের কিছু ঘটনার ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের বন্দিদের কেউ মোবাইলে মজে, কেউ টিভি দেখছে। আইসিস জঙ্গি জুহেব হামিদ ফোন ঘাঁটছে। ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত উমেশের হাতে দু'টি ফোন। ভিডিওটি দেখে জেল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, 'আমি এসমস্ত বরদাস্ত করব না। বন্দিরা জেলের ভিতর সবরকমের সুযোগ পেলে তারা জেলে কেন রয়েছে? বলা হচ্ছে জেলে কর্মীর সংখ্যা কম। এটা কোনও অজুহাত নয়। আমরা সিসিটিভি ও জ্যামার অনুমোদন করেছি। এগুলো খুব কম জায়গায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।'

মুনিরের পদোন্নতি, বিক্ষোভ পাকিস্তানে

অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

ইসলামাবাদ, ৯ নভেম্বর : অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের মাটিতে পরপর আছড়ে পড়েছে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। বিমানঘাঁটি থেকে জঙ্গি শিবির, ধ্বংস হয়েছে সবকিছু। বিপরীতে পাক সেনাবাহিনীর ছোড়া শয়ে শয়ে ড্রোনকে ধ্বংস করছে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সংঘাতে সুবিধা করতে না পারলেও পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের পদোন্নতি আটকাচ্ছে না। কিছুদিন আগে ফিল্ড মার্শাল হয়েছেন। এবার তাঁর জন্য নতুন পদ চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) তৈরি করতে চলেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। সংবিধান সংশোধন করে তাঁকে আরও ক্ষমতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সংশোধনীতে। যার মধ্যে রয়েছে, সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে আজীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। মুনিরের অবসরের পরেও যে রক্ষাকবচ কার্যকর থাকবে।

সরকারি প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেনাপ্রধানের গুরুত্ব বাড়িয়ে বর্তমান সরকার ঘুরপথে পাকিস্তানকে সামরিক শাসনে আনতে চাইছে কি না, প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার পাক সরকারের তরফে পার্লামেন্টে সেনাপ্রধানের নতুন পদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর পর, ফিল্ড মার্শাল আজীবন সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সারা জীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। আসিম মুনির তাঁর নিজের অপকর্মের জন্য এতটাই ভীত যে তিনি নিজের চারপাশে একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, দেশের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

পাক পার্লামেন্টের দু-কক্ষে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করার পাশাপাশি ৩ বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রাখতে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি (সিজেসিএসসি) স্থায়ী ভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন থেকে সেনাপ্রধানই প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষকর্তা বলে গণ্য হবেন। প্রস্তাবে কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে পাকিস্তানের পরমাণু এবং কৌশলগত পরিকাঠামোর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে। তাঁকে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস-এর পরামর্শ মেনে নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই পদ তৈরি থেকে স্পষ্ট যে দেশের পরমাণু শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে জেনারেল মুনিরের অনুগত কোনও সেনাকর্তার হাতে।

একনজরে

- সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করা হবে
- অবলুপ্ত হচ্ছে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি
- কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে একটি পদ তৈরির প্রস্তাব। সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর হাতে থাকবে পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ
- তৈরি হবে ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত

মনের যত্ন নিন

আমরা এক পরিবর্তনশীল ও অস্থির সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। শক্তি আর প্রতিযোগিতার খেলায় সবাই জয়ী হতে চাইছে। আমদের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা পদ্ধতি, এমনকি অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করছে মুঠোফোন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যার প্রভাব পড়ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে। ফলে কেউ একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, কেউ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছে, কারও বা আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কী করবেন জানালেন দুই বিশেষজ্ঞ।

মানসিক সমস্যা চেনার উপায়

ডাঃ এসএ মল্লিক
জেনারেল ফিজিশিয়ান

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, সম্পর্কের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিক অসুস্থতা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে একজন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়।

লক্ষণ

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা ভয় : সামান্য বিষয়েও উদ্বেগ বা আতঙ্ক অনুভব করা।

অস্থিরতা বা হতাশা : মন খারাপ থাকা, আগ্রহের অভাব, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি।

ঘুম ও খাবারে পরিবর্তন : ঘুম না আসা, অতিরিক্ত ঘুম, খিদে কমা বা বেড়ে যাওয়া।

মনোযোগে ঘাটতি ও ভুলে যাওয়া : কাজে মনোযোগ দিতে না পারা, বারবার ভুল করা।

আচরণে পরিবর্তন : হঠাৎ রাগ, কান্না, একাকিত্ব বা সামাজিক যোগাযোগ থেকে দূরে থাকা।

শরীরের অজানা সমস্যা : মাথাব্যথা, পেটব্যথা বা ক্লান্তি, কিন্তু টেস্টে কোনও কারণ না পাওয়া।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলি যদি কয়েক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে থাকে, তাহলে এটি মানসিক অসুস্থতার ইঙ্গিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

মানসিক অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন –

বিশদ ইতিহাস নেওয়া : রোগীর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি জানা।

মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন : প্রশ্নাবলি ও মানসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা যাচাই।

প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : থাইরয়েড, ভিটামিন বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যার মূল্যায়ন, কারণ অনেক সময় এগুলিও মানসিক লক্ষণের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে —

ওষুধ : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কিছু ওষুধ দেন যা মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

মনোচিকিৎসা : কাউন্সেলিং, কগনিটিভ বিহেভিয়ারল থেরাপি (সিবিটি) প্রভৃতি রোগীর চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করে।

জীবনধারার পরিবর্তন : নিয়মিত ঘুম, সুষম আহার, ধ্যান, যোগব্যায়াম ও সামাজিক সংযোগ বজায় রাখা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর।

মানসিক অসুস্থতা লজ্জার নয়, এটি শরীরের অন্য রোগের মতোই একটি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও সমর্থন পেলে যে কেউ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। তাই নিজের বা প্রিয়জনের মধ্যে ওপরের লক্ষণগুলি দেখলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

নথি নেই? চাপ সামলাবেন কীভাবে?

ডাঃ নির্মল বেরা
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এমনিতে রোজকার জীবনে চাপ কম নয়। তার ওপর রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, যেখানে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আপডেট দিতে অনেকেই বেশ স্বচ্ছন্দ। এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি নেতিবাচক খবরও আমাদের কানে পৌঁছাতে বিশেষ দেরি হয় না। এই যেমন সম্প্রতি শুরু হওয়া এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কর্মসূচির জেরে অনেকেই বেশ উদ্বিগ্ন। কারও কারও আত্মহত্যার ভাইরাল খবরে সেই উদ্বেগ যেন আরও বেড়েছে। ভোটার তালিকা থেকে নিজের নাম হারানোর শঙ্কায় আতঙ্কিত অনেকে।

এই উদ্বেগ, আতঙ্ক অনেকসময় গভীর অস্থিরতা, বর্জনের অনুভূতি বা পরিচয়ের ক্ষতি হিসেবে অনুভূত হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম, গ্রামীণ বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে এই উদ্বেগ বেশি। গুজব ও ভুল তথ্য এই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু এলাকায় যাচাই প্রক্রিয়া অবিশ্বাস বা গোষ্ঠীগত উত্তেজনা তৈরি করে, বিশেষত যখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাম অধিক যাচাইয়ের আওতায় আসে। এতে সমষ্টিগত বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বাড়তে পারে। একইভাবে ভোটার যাচাইয়ের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা অতিরিক্ত কাজের চাপ, সময়ের সীমাবদ্ধতা ও জনসমালোচনার মুখোমুখি হন। ফলে অবসাদ, বিরক্তি ও পেশাগত মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়।

এক্ষেত্রে অস্থিরতা, বর্ধিত উদ্বেগ, বুকে চাপ অনুভূত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি অ্যাংজাইটির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্ষণিকের জন্য শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা প্যানিক অ্যাটাকের সম্ভাবনাও কম নয়।

দিনের বেশিরভাগ সময় মন খারাপ থাকা, খুশির লেশমাত্র অনুভব না করা, খিদে এবং ঘুম কমে যাওয়া, নিজেকে অসহায় মনে হওয়া ধীরে ধীরে মানুষকে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। কিছুতেই কাজে মন দিতে না পারা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের মানিয়ে না নিতে পারা-- অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডারের অনুরূপ মানসিক সমস্যা এই প্রেক্ষাপটে প্রকট হতে পারে। বারবার আতঙ্কিত হওয়া, বারবার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, দিনের মধ্যে বারবার সেগুলি পরীক্ষা করা, সবকিছু সঠিক আছে কি না দেখার প্রবণতা দেখা যায়।

সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে চাপগ্রস্ত মানুষের কাছে ভোটার পরিচয় হারানো বা হারানোর ভয় অনেক সময় নিজেকে জাতীয় সত্তা থেকে মুছে ফেলার অনুভূতি এনে দেয়। এই অনুভূতি থেকে হতাশা, উদ্বেগ হতে পারে এবং নিজেকে মূল্যহীন মনে হতে পারে, যা আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া গুজব, প্রশাসনিক জটিলতা ও সামাজিক কলঙ্ক থেকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, আত্মহত্যাপ্রবণ চিন্তা বা আত্মহত্যার চেষ্টা বাড়তে পারে। সেইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তির অভাব ও অসহায়তার অনুভূতি চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটি সবার আগে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

বেআইনি ও যথোপযুক্ত কাগজপত্রবিহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বাড়িঘর হারানোর ভয়, নিরাশা, অনিশ্চয়তার মতো লক্ষণের প্রবণতা সাধারণের থেকে বেশি, যা থেকে আত্মহত্যার ঝুঁকি অনেক বাড়ে।

এই অবস্থায় প্রতিরোধ বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি উপায় কার্যকরী হতে পারে। যেমন, সকালবেলা যোগব্যায়াম ও হালকা শরীরচর্চা স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি সামাল দিতে সাহায্য করে। স্থানীয় ভাষায় সংবাদমাধ্যম, পঞ্চায়েত ও আধিকারিকদের মাধ্যমে স্বচ্ছ তথ্য প্রচার করে গুজব প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া ভোটার হেল্পলাইনকে মানসিক স্বাস্থ্য জরুরি সহায়তা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিক সহায়তা পান। পাশাপাশি সামাজিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য ও মানসিক আশ্বাস পৌঁছে দেওয়া, নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মানসিক কষ্ট বা আত্মহত্যার ভাবনা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, ভোটার তালিকার যথার্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাগরিকদের মানসিক সুস্থতা ও মর্যাদা রক্ষা করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অনভ্যস্ত হাতে শান মস্তিষ্কে

যখনই আপনার মনে হয়, অনেক কথা মনে রাখতে পারছেন না, প্রয়োজনে মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না তখন আপনি হয় পাজল সলভ করেন বা দাবা খেলেন কিংবা ক্রসওয়ার্ড করেন। কিন্তু এইসবের থেকেও সহজ হল, আপনি যে হাতে ব্রাশ করতে বা রান্না করতে বা অন্যান্য কাজ করতে অভ্যস্ত, সেইসব কাজই অন্য হাত দিয়ে করা। সিএমসি ভেলোরের নিউরোলজিস্ট ডাঃ সুধীর কুমারের মতে, দৈনন্দিন কিছু পরিবর্তনেই মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ডাঃ কুমারের মতে, পেশির মতো মস্তিষ্ক যখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। সাধারণ কাজের জন্য আপনার কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করলে তা মস্তিষ্কের সেই অংশকে উদ্দীপিত করে যা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাই কম সক্রিয় হাত বা বাঁ হাত কিংবা বাঁহাতিরা ডান হাত ব্যবহার করলে শুধু যে কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে তা নয়, নতুন স্নায়ু সংযোগ তৈরিতেও উৎসাহিত করবে।

মস্তিষ্কে শান দিতে ডাঃ কুমার কয়েকটি উপায় জানিয়েছেন। যেমন –

- যে হাত দিয়ে রান্না করতে বা খেতে অভ্যস্ত, সেখানে অন্য হাত ব্যবহার করুন
- ফোন অপারেটেও কম সক্রিয় হাতের ব্যবহার করুন
- ছোট নোট লেখার অভ্যাস
- ব্রাশ করা বা চুল আঁচড়াতে, এমনকি পিয়ানোর মতো যন্ত্র বাজাতেও কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করতে পারেন

দৈনন্দিন জীবনের এত কাজের মধ্যে অল্প কয়েকটা কাজও যদি অনভ্যস্ত হাতে করতে পারেন তাহলে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাতে প্রকৃত অর্থেই ব্রেন শার্প হবে।

রিনিঝিনি আওয়াজে পা ছুঁয়েছে নয়া ট্রেন্ড

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মেলা, দোকানে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই নূপুর কেনা এবং তৈরি করার ধুম পড়েছে। এখন বিয়ের মরশুমে একটু ভারী নূপুর বানানোর চাহিদা বেশি, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : মেয়েদের মনে রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে ফের নতুন ট্রেন্ডে ফিরে দারুণ উন্মাদনা ছড়াচ্ছে নূপুর। নতুন নতুন ডিজাইনের নূপুরে মোহময়ী হয়ে উঠছে আধুনিকার পা জোড়াও। একসময় ঐতিহ্য বহন করত পায়ের নূপুর। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় মেয়ে-বৌদের পা নূপুর

ছাড়া যেন ভাবাই যেত না। ধীরে ধীরে সেই ট্রেন্ড পাড়ি দেয় শহরেও। নারী বরাবরই অলংকারপ্রেমী। যে কোনও অলংকারকে আপন করে নিতে দেরি হয় না তাদের। এই অলংকারটিও তাই হয়ে উঠেছিল তাদের পছন্দের একটি। তবে ধীরে ধীরে সেই পছন্দে একটু ভাটা পড়ে।

সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো বিপ্লব আসে নূপুরেও। বিগত কয়েকবছরে বাজারে ও দোকানগুলিতে হালকা, ভারী, নানা নকশা, হাতের কাজ করা এত ধরনের নূপুর এল যে, নারীমন ফের গলে গেল। রিনিঝিনি রিনিঝিনি আওয়াজে মনে জাগল দুলুনি। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, মেলা, দোকানে অর্ডার দিয়ে পছন্দসই নূপুর কেনা এবং তৈরি করার ধুম এখন। রুপো

নানা দামের

- হালকা ডিজাইনের নূপুর হাজার তিনেক টাকায় তৈরি হয়ে যায়
- এখন বিয়ের মরশুমে একটু ভারী নূপুর বানানোর চাহিদা বেশি
- ৫ হাজার থেকে শুরু করে দাম পড়ছে ডিজাইনার নূপুরগুলোর
- অনেকে এক পায়ের জন্য হালকা অ্যাঙ্কলেট বানিয়ে নিচ্ছেন

সহ নানা ধাতব জিনিস দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেই ট্রেন্ডি নূপুরগুলো। যার চাহিদা এখন আকাশছোঁয়া।

ইতিহাস বলে, নূপুর মধ্যযুগে অলংকার ছিল না। এ ছিল দাসত্বের

চিহ্ন, বাঁধন। যখন দাসপ্রথা চালু ছিল, তখন দাসক্রেতা নতুন দাস কেনার পর তাঁর পায়ে পরিয়ে দিতেন ঘুঙুর লাগানো বেড়ি। দাসের প্রতিটি পদক্ষেপে তা বাজত। মালিক বুঝতেন দাস সঙ্গেই রয়েছে। কোনও দাস পালিয়ে যেতে চাইলে তাঁর ঘুঙুর বেজে উঠত। মালিক টের পেয়ে যেতেন। পরিণামে দাসের কপালে জুটত চরম শাস্তি। তবে তারও আগে নব্যপ্রস্তরযুগ এবং তাম্রযুগে যে নূপুর গয়নাই ছিল তার নিদর্শন মিলেছে মেহেরগড়ে পাওয়া নৃত্যরত মেয়ের মূর্তির অলংকারে।

সেই প্রাচীন যুগের অলংকার এখন নতুন যুগেও মেয়ের মন কাড়ছে। মহবীরস্থানের রুপোর অলংকার ব্যবসায়ী অসিত কর্মকার বলেন, 'রুপোর নূপুরের চাহিদা এখন অনেকটাই বেড়েছে। ইন্টারনেট থেকে নানা ধরনের ছবি ডাউনলোড করে মেয়েরা এনে দাবি জানায়, এমনটাই বানিয়ে দিতে হবে। হালকা ডিজাইনের নূপুর হাজার তিনেক টাকায় তৈরি হয়ে যায়। তবে এখন বিয়ের মরশুমে একটু ভারী নূপুর বানানোর চাহিদা বেশি। ৫ হাজার থেকে শুরু করে ১৫-২০ হাজার টাকা পর্যন্তও দাম হয়ে যাচ্ছে ডিজাইনার নূপুরগুলোর।' পায়ের থেকে সোজা আঙুলে আংটিতে এসে সংযুক্ত হচ্ছে এমন নূপুরেরও বেশ চাহিদা বেড়েছে। অনেকে এক পায়ের জন্য হালকা অ্যাঙ্কলেট বানাচ্ছেন, সেগুলো ১৭০০-১৮০০ টাকায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

নূপুর তাপসী বণিকের কাছে

স্টাইলিশ ব্যাপার। তাঁর কালেকশনে আছে রুপো, জার্মান সিলভার এমনকি সোনালি রঙের নূপুরও। কোনওটা পুঁতি, রঙিন পাথর দিয়ে তৈরি। কোনওটা রোজের ব্যবহারের জন্য পাতলা চেনের, আবার কোনওটা মিনিমাল স্টাইলে ঝুমকো সহ। সালোয়ার, শাড়ি, লেহেঙ্গা, জিনস-টপ সবের সঙ্গেই ভালো লাগে। এক পায়ের অ্যাঙ্কলেট ওয়েস্টার্ন ড্রেসের সঙ্গে বেশ মানানসই, জানালেন তিনি।

প্রিয়াংকা হালদার বলছিলেন, 'দু'বছর থেকে আমার খুব পছন্দের হয়ে উঠেছে নূপুর। রুপোর নূপুর সহ মেলা থেকেও বেশ কয়েকটা ডিজাইনের নূপুর কিনেছি। এখন তো অনলাইনে সিম্পল অথচ এলিগেন্ট অ্যাঙ্কলেট পাওয়া যায়। সেগুলোও কয়েকটা রয়েছে স্টকে।' তিনি বলেন, 'সামনে দিদির বিয়ে রয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে একটা বেশ ভারী এবং মোটা নূপুর তৈরি করতে দিয়েছি। আশা করি সেটা দারুণ তৈরি হচ্ছে।'

এ তো গেল নতুনদের কথা। বছর ৬০-এর কাজল সরকার বলছিলেন, ''সেইসময় আমাদের বোনেদের ছোটবেলাতেই মা নূপুর বানিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পরও কখনও নূপুর খুলিনি। তবে আমার মেয়ে তার বিয়ের পর আর কখনও নূপুর পরেনি। সেই সময়টায় অনেকেই 'সেকেলে' মনে করে নূপুরকে পা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তবে এখন আমার নাতনিকে ২২-২৩ বছর বয়সে দেখছি হঠাৎই তার নূপুরের প্রতি ভালোবাসা জেগেছে। যদিও আমাদের সময়ের মতো গতেবাঁধা একই ডিজাইনের নয় সেগুলো।''

দুঃখিত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার কৌশল

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিনা কারণে ক্ষমা চাওয়ার এখন নয়া ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। অফিশিয়াল অ্যাপোলজি নোটিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছে শহরের রেস্তোরাঁ, পাবগুলি। অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করতে করতে এইসব পোস্ট দেখে অবাক হচ্ছেন। কেন হঠাৎ তারা ক্ষমাপ্রার্থী, কেন তারা গ্রাহকদের কাছে ক্ষমা চাইছে তা জানতে উৎসুক অনেকেই। আগ্রহ নিয়ে তাঁরা নোটিশটি পড়ার পর বুঝতে পারছেন বিজ্ঞাপনের নয়া কৌশল। গোটা দেশেই ভাইরাল নতুন এই বিজ্ঞাপনী ট্রেন্ড। আর এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছে শহর শিলিগুড়িও। শহরের নানা পাব, রেস্তোরাঁর এই বিজ্ঞাপনী প্রচার যে ভালোই কৌতূহল তৈরি করেছে তা পোস্টের নীচে কমেন্ট সেকশন দেখলেই বোঝা যাবে।

দেশের নানা প্রতিষ্ঠান হঠাৎ নিজেদের অফিশিয়াল পেজ থেকে ক্ষমা চেয়ে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে পোস্ট করছে। এটি তাদের নতুন ফন্দি গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য। শিলিগুড়ি শহরের অনেক পাব, রেস্তোরাঁও একই পথ অনুসরণ করছে। তারা এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কৌশলে

দারুণ কৌতূহল

- গোটা দেশেই ভাইরাল দুঃখিত হওয়ার এই বিজ্ঞাপনী ট্রেন্ড
- অন্য সব প্রবণতার মতো এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছে শহর শিলিগুড়িও
- শহরের পাব, রেস্তোরাঁর এই বিজ্ঞাপনী প্রচার ভালোই কৌতূহল তৈরি করেছে

নিজেদের মেনু, প্রোগ্রাম, ইভেন্ট তুলে ধরছে। একইসঙ্গে তারা দাবি করছে, তাদের সার্ভিস দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে গ্রাহকদের। এই বিজ্ঞাপনের কৌশল যে অনেকটাই কার্যকরী তা কবুল করছেন সেবক রোডের একটি পাবের জেনারেল ম্যানেজার সোমনাথ সাহা। তিনি বলেন, 'একদিন হল এই বিজ্ঞাপনী নোটিশটি পোস্ট করেছি। অনেকেই বুঝতে পারছে না, অনেকেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। এতে অনেক সুবিধাই হচ্ছে।'

নোটিশে কোথাও লেখা হচ্ছে যে, এত ভালো খাবার আমরা দিচ্ছি যে আপনার মন ভরছে না তার জন্য আমরা দুঃখিত। আবার কোথাও লেখা হচ্ছে, আমাদের ডিজে নাইট এত ভালো যে আপনার বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমরা দুঃখিত। এমনই অনেক কিছু লিখে বড়সড়ো এক সরি-নামা পোস্ট করা হচ্ছে। যা অনায়াসে সাধারণ মানুষের নজর কাড়ছে। যেমন সুস্মিতা চক্রবর্তী বলছিলেন, 'আমার পছন্দের রেস্তোরাঁটিকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করা আছে তাদের আপডেট পাওয়ার জন্য। হঠাৎ সকালে দেখি এমন একটি লেটার টাইপ পোস্ট করা, পড়ে দেখলাম তাঁদের বিজ্ঞাপন। বেশ মজার বিষয়টি।'

আবার প্রধাননগরের বাসিন্দা সৌমিলি সাহা বলছিলেন, 'পরিবারের সঙ্গে ডিনারে যাব ভেবে সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন খুঁজছিলাম দেখলাম এমন পোস্ট। প্রথমে ভাবলাম হয়তো কোনও ঘটনা ঘটেছে। পড়ে দেখলাম বিষয়টি মজার।' এইভাবেই যে অনেক গ্রাহকের নজর কাড়ছে রেস্তোরাঁ, পাবগুলি তা বলা যেতেই পারে। সেবক রোডের একটি রেস্তোরাঁর কর্মী অজয় ছেত্রী বলেন, 'অনেকে তো না বুঝে ফোন করে জানতে চাইছে কী ঘটনা ঘটেছে, অনেকে আবার মজার মজার কমেন্ট করছে।' গোটা দেশে ভাইরাল বিজ্ঞাপনী ট্রেন্ডে কাবু শহর শিলিগুড়িও।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি বনমালা থিয়েটার ওয়েলফেয়ার অ্যাকাডেমির আয়োজনে 'থিয়েটারের সঙ্গে শিশু দিবস পালন' অনুষ্ঠান। মঞ্চস্থ হবে তিনটি নাটক; 'কাবুলিওয়ালা', 'ফ্যানসি ও ন্যানসি' ও 'খোয়াইশ'। বেলা দেড়টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

ছায়া কম্পিউটারের রজত জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ছায়া কম্পিউটার কেরিয়ার স্কুল প্রোজেক্ট তাদের ২৫ বছর পূর্ণ করল। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'ছায়া আরোহণ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে দীর্ঘ ২৫ বছরের পথচলা একটি ডকুমেন্টারির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছায়া কম্পিউটারের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা গান ও নাচ পরিবেশন করেন। উত্তরবঙ্গের ৮০টি সরকারি, বেসরকারি স্কুলে ছায়া কম্পিউটারে ১২০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেন। যেখানে কম্পিউটারের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং, প্রোগ্রামিং শেখানো হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার (মাধ্যমিক) বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি) অরিন্দম রায়, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। ছায়া কম্পিউটারের ডিরেক্টর নবেন্দু দে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের আরও স্কুলে আমরা প্রশিক্ষণ দেব। সরকারি কিছু স্কুলে আমরা টেকনিকাল সাপোর্ট দিচ্ছি। আগামীতে দক্ষিণবঙ্গেও আমাদের শাখা বিস্তারের ইচ্ছে রয়েছে।'

দুই মেয়ের ঝামেলা

কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেরাল প্রেমিকা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : প্রেমে কমপ্লিকেশন!

সেই রাগে রাতে এসে স্কুটারে প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল এক তরুণীর বিরুদ্ধে। প্রেমিকা পনেরো বছরের এক কিশোরী। এই ঘটনায় শনিবার গভীর রাতে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে ভক্তিনগর থানা এলাকায়। রবিবার কিশোরীর পরিবার থানায় মিসিং ডায়েরি করে। তবে দুপুরেই সেই তরুণী প্রেমিকাকে বাড়িতে ড্রপ করে যায়। যদিও তরুণীর বিরুদ্ধে আর অভিযোগ দায়ের করেনি সেই কিশোরীর পরিবার। তাই পুলিশ সেই তরুণীকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেয়।

কিশোরীর বড় দিদি বলেন, 'ওই তরুণী আমার মেজো বোনের বান্ধবী। সেই সূত্র ধরে ওই তরুণী আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত। সেই সুযোগে স্কুল ছাত্রী ছোট বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে। আমরা প্রথমে স্বাভাবিক বন্ধুত্বই ভেবেছিলাম।' শুক্রবার জানতে পারি, ওই তরুণী আমার ছোট বোনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেছে। পরিবারের সদস্যরা তরুণীকে ডেকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয় শনিবার গভীর রাতে। বড় দিদির অভিযোগ, 'গভীর রাতে ওই তরুণী বাড়ির সামনে এসে মদ্যপ অবস্থায় চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে। এরপর বাবা বের হতেই ওই তরুণী চড়াও হয়। আমাদের ছোট বোনকে হাইজ্যাকের মতো করে স্কুটারে তুলে পালিয়ে যায়। স্কুটারে ওর আরেক বন্ধুও ছিল।'

এদিকে, ঘটনার পরই একশো ডায়ালে ফোন করে অপহৃত কিশোরীর পরিবার। ভক্তিনগর থানার তরফে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। রবিবার দুপুরে ওই কিশোরীর পরিবার মিসিং ডায়েরি দায়ের করে। এরমধ্যেই খবর আসে, ওই তরুণী কিশোরীকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন।

কিশোরীর বড় দিদির সংযোজন,

সতর্কিত তরুণী

- মাঝরাতে মদ্যপ অবস্থায় কিশোরীর বাড়ির সামনে এসে চ্যাঁচামেচি
- বছর পনেরোর মেয়েটিকে স্কুটারে তুলে নিয়ে সারারাত গায়েব
- পরের দিন বাড়িতে ছেড়ে দেয় সে
- পুলিশ ডেকে সতর্ক করেছে সেই তরুণীকে

'ওই তরুণীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিতে বলেছিল পুলিশ। তবে বোনের সম্মানের কথা ভেবে আর সেদিকে এগোয়নি পরিবার। পুলিশ এরপর ওই তরুণীকে ডেকে সতর্ক করেছে। আশা করি, আমাদের ছোট বোন ওর থেকে নিস্তার পাবে। তরুণীও নিজের ভুল বুঝতে পারবে।'

যদিও ওই তরুণী সেই কিশোরীকে তুলে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, সেটা কিশোরী এবং ওই তরুণী, দুই পক্ষই এড়িয়ে গিয়েছে।

ব্যাগ ফেরাল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ও তার মধ্যে থাকা ২৪,০০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ভেনাস মোড়ে সিটি অটো থেকে নামেন দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা রঞ্জিত গুপ্ত। তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনি অটোর মধ্যেই ফেলে আসেন তাঁর ব্যাগটি। পরে খেয়াল হতে শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হন ওই ব্যক্তি। এরপর তদন্ত শুরু হয়। সাব-ইনস্পেকটর বিপুল সরকার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর মহাসাগর বর্মার উদ্যোগে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে সিটি অটোটি চিহ্নিত করে ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। দুপুরে ব্যাগটি রঞ্জিতের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশের উদ্যোগে ব্যাগ ফিরে পেয়ে খুশি রঞ্জিত।

রবিবার শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ফুটবল অনুশীলনে মগ্ন খুদেরা। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

গ্রেপ্তার ৫ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ৫ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে নিখিল পাসোয়ান কুলিপাড়ার বাসিন্দা। সঞ্জয় থাপা ও গণেশ ঘাথরাজ সিকিমের বাসিন্দা। সাহিল রায় গ্যাংটক ও টেশিং দোরজি কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে তাদের কাছে খবর আসে কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিআরআই কলোনি এলাকায় জড়ো হয়েছে। এরপর তারা ওই জায়গায় অভিযান চালিয়ে ওই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

মাটিগাড়ায় পুলিশের বিশেষ নজরদারি

চোখের নিমেষে বাইক গায়েব

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : আক্ষরিক অর্থেই চোখের নিমেষে বাইক উধাও হয়ে যাচ্ছে। মাটিগাড়ার একটি উপনগরীতে থাকা নার্সিংহোমের রাস্তা বা আশপাশে বাইক রেখে অনেকে সংলগ্ন শপিং কমপ্লেক্সে যাচ্ছেন। সেই কমপ্লেক্সে পার্কিং লট থাকলেও সেখানে বাইক রাখতে টাকা লাগে। তাই অনেকেই নার্সিংহোমের রাস্তা বা আশপাশে বাইক রাখেন। আর দুষ্কৃতীরা এই প্রবণতাকেই টার্গেট করেছে। এখানে রাখা বাইক সন্তর্পণে চুরি করা হচ্ছে। গত দুই সপ্তাহে বেশ কয়েকটি বাইক চুরি করা হয়েছে বলে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে।

বিষয়টি পুলিশের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এখানে পুলিশের কোনও পোস্টিং নেই। কিন্তু বাইক চোরদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে প্রতিদিন সকাল

মাটিগাড়ায় একটি মলের সামনে বাইকের সারি। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

থেকে এখানে পুলিশের অলিখিত পোস্টিং পড়ে যাচ্ছে। নার্সিংহোমের রাস্তা বা আশপাশে বাইক রেখে কেউ যাতে অন্যত্র না যান সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে। কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'দ্রুত যাতে বাইক চোরদের ধরা যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

ঘটনার পিছনে 'সঞ্জু গ্যাং' রয়েছে কি না তা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এই গ্যাংয়ের সদস্যরা বাইক চুরিতে বিশেষভাবে পারদর্শী। বাইক চুরি করে গ্যাংয়ের সদস্যরা নেপালে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ। মাটিগাড়া সহ গোটা শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় তারা বহুদিন ধরেই দৌরাত্ম্য চালাচ্ছে। মাটিগাড়ার ঘটনাতেও তাদের হাত রয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এলাকায় চলা বাইক চুরি রুখতে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ মাস ছয়েক আগে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। নজরদারির জন্য বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছিল। তাতে সাফল্য মেলে। একই ফর্মুলা এবারে মাটিগাড়ার ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এতে সাফল্য মিলবে বলে পুলিশ আধিকারিকদের দৃঢ় বিশ্বাস। যত দ্রুত সম্ভব ঘটনার কিনারা করা সম্ভব হলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন বলে শহরবাসী অনিন্দ্য দাসের মতো অনেকে জানিয়েছেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে মারধর

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পুলিশের বিরুদ্ধে অসুস্থ স্বামী ও ছেলেকে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রূপা চক্রবর্তী। ঘটনা ২ অক্টোবর, বিসর্জনের রাতের। ছেলে বাবাকে হিমোডায়ালিসিস করে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন টিকিয়াপাড়া নামার আগের ফ্লাইওভারে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় তাঁদের স্কুটি আটকে যায়।

ডিজের গগনভেদী আওয়াজে ওই ব্যক্তি অসুস্থ বোধ করতে থাকলে বিসর্জনযাত্রীদের সাউন্ড কম করতে বলেন তাঁরা। অভিযোগ, তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। এর মধ্যে উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি তাঁদের স্কুটিতে ধাক্কা মারে। রূপার স্বামী পায়ে আঘাত পান।

পুলিশকর্মীদের অভিযোগ, রূপার স্বামী ও ছেলে অভব্য আচরণ ও হেনস্তা করেন। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে বলে আশ্বাস শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের।

বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ইটাহারের প্রাক্তন বিধায়কের

কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন অমল

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৯ নভেম্বর : পদ্মে মোহ নেই। ঘাসফুলে কলকে নেই। অবশেষে ফুলের মায়া ছেড়ে ‘ধাত্রী’ দলের হাত ধরতে চলেছেন ইটাহারের দুইবারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১২ নভেম্বর কংগ্রেসে যোগ দেবেন তিনি। প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলার পরেই তিনি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

অমল বলেন, ‘আমার রাজনৈতিক সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ নিয়েই আমার পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছি। আগামী বুধবার বেলা ১টায় আমার সহযোদ্ধা তথা ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ ও আরও কয়েকজন নেতাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। পরে বাকি অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন।’ উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের তরফে একই বার্তা মিলেছে। অমল আচার্যর মতো দাপুটে নেতাকে ফিরে পাওয়ার খবরে কংগ্রেস শিবিরও মরা গাঙে জোয়ার আসার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ বলেন, ‘আগামী ১২ নভেম্বর কলকাতায় দলের প্রদেশ কার্যালয়ে ইটাহারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য ও ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ তাঁদের বেশ কিছু অনুগামীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবেন।’ কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এই রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ওইদিন দলের পতাকা তুলে দেবেন অমল ও আব্দুসের হাতে। অমলের দলে যোগদান প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহর প্রতিক্রিয়া, ‘অমলদা কংগ্রেসেরই লোক ছিলেন। কংগ্রেস দলটা করেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে অবশ্যই আনন্দের বিষয়। তিনি দলে ফিরলে কংগ্রেস পুনরায় পুরোনো ফর্মে ফিরবে। ইটাহারের পাশাপাশি জেলাতেও কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে।’

কার্যত কংগ্রেসই ছিল অমল আচার্যর রাজনৈতিক জীবনের

অমল আচার্য।

আঁতুড়। তিনি নিজেও মনে করেন, কংগ্রেস তাঁর কাছে ধাত্রী মায়ের মতো। ছাত্র পরিষদ থেকে যুব কংগ্রেস নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন রাজনীতি করার পর প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। ২০০১ ও ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহার থেকে দুইবার কংগ্রেসের প্রার্থীও হয়েছিলেন। যদিও দুইবারই সিপিআই প্রার্থী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের মুখে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ইটাহার থেকে জোড়াফুল প্রতীকের প্রার্থী হয়ে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন অমল। পরের বছর তাঁকে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা

> আমার রাজনৈতিক সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ নিয়েই আমার পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছি। বুধবার বেলা ১টায় আমার সহযোদ্ধা তথা ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ ও আরও কয়েকজন নেতাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। পরে বাকি অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন।
>
> **অমল আচার্য** প্রাক্তন বিধায়ক

সভাপতি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬-তে দ্বিতীয়বার তৃণমূল বিধায়ক হওয়ার বছর চারেক পর থেকেই দলের অন্দরে তাঁকে ঘিরে বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করে। ইটাহারে সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী করার জিগির ওঠে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে। সেই পাকেচক্রে তৃণমূলের টিকিট হাতছাড়া হয় অমল আচার্যর। অভিমানে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। তৃণমূলকে হটানোর রাজনৈতিক মিশন সফল না হওয়ায় পোড়খাওয়া নেতা অমল অভিমান ভুলে ফের তৃণমূলেই ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ঘাসফুল শিবির থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে কিছুদিন রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি। গত মার্চ মাস থেকে ছাব্বিশের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফের গা-ঝাড়া দিয়ে মাঠে নামেন অমল। গ্রামে গ্রামে চা চক্রের নামে জনসংযোগ করে নিজের জনভিত্তি গড়ার কাজ শুরু করেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে ফের অমল প্রার্থী হতে চলেছেন বলে কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জিগির তোলেন তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু চা চক্র থেকে সোশ্যাল মিডিয়া - সর্বত্রই তাঁর দিকে ধেয়ে আসে একটাই প্রশ্ন, ‘আপনি কোন দলে?’ প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামী বুধবার। অমল আচার্য জানিয়েছেন, শুধু কংগ্রেসে যোগ দেওয়াই নয়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহারে তাঁকেই হাত প্রতীকের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হবে বলে কংগ্রেসের তরফে সবুজ সংকেত মিলেছে। অমল কংগ্রেসের প্রার্থী হলে ইটাহারে ভোট রাজনীতির সমীকরণ কি পালটাবে? সেটাই এখন দেখার।

‘বাংলায় কোনও আইন নেই’, তৃণমূলকে তোপ বিপ্লবের

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : ভোটের আগে সাংগঠনিক পরিস্থিতি বুঝে নিতে কোচবিহারে এলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বিপ্লব দেব। কোচবিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া কীরকম চলছে, সেবিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছেন। নিয়েছেন বিধানসভাভিত্তিক রিপোর্ট। পাশাপাশি তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথাও বলেছেন। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্তরে জমা দেওয়া হবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। এদিন নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে নিয়ে দলীয় কর্মসূচি সারেন বিপ্লব। তার আগে মদনমোহনবাড়িতে গিয়ে পুজোর পাশাপাশি রাসচক্র ঘুরিয়েছেন তিনি।

দলীয় কার্যালয়ে আক্রান্তের সঙ্গে কথা বলার পর বিপ্লব দেব বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে কোনও আইন নেই। তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছে সর্বত্র। মানুষ এর থেকে মুক্তি চায়। যাঁদের তৃণমূল আক্রমণ করেছে, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের কার্যকর্তারা সবসময় তাঁদের পাশে রয়েছেন।’

আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। জেলায় নয়টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ছয়টিই বিজেপির দখলে। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে ক্রমে দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক দিকে নজর রাখছে বিজেপি। বিপ্লব এদিন দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে তিনি

কোচবিহারে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক

মণ্ডল ও বুথ স্তরের কমিটি সম্পর্কে খোঁজ নেন। বারবার আক্রান্ত হয়েও যাঁরা দলবদল করেননি, তাঁদের সম্পর্কে বিপ্লব বলেন, ‘তৃণমূলের লোকজন গিয়ে আমাদের কর্মীদের মেরে হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছে। লুটপাট করেছে। তবুও আমাদের কর্মীরা বুক চিতিয়ে বলছে, আমরা বিজেপিই করব। এরকম মানসিকতা সম্পন্ন কর্মী যেখানে রয়েছে, সেখানে কখনোই আমরা হারব না।’

দিনহাটার বাসিন্দা মলিনা বর্মনের বাড়িতে গত ৭ অগাস্ট তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা হামলা চালান বলে অভিযোগ। মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে রান্না করা ভাত, ডাল ফেলে দেওয়া হয়। লুটপাটের অভিযোগ ওঠে। সেই মলিনা এদিন বিপ্লব দেবের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেন। মলিনা বলেছেন, ‘বিজেপি করায় বারবার আমাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। সমস্যার কথা নেতৃত্বকে জানালাম।’ নাজিরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য যূথিকা বর্মনের বাড়িতে এপ্রিল মাসে হামলা হয়েছিল। তিনিও এদিন সেদিনের ঘটনার কথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন।

এদিন বিপ্লবের কর্মসূচিতে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক সুকুমার রায়, মালতী রাভা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের কটাক্ষ, ‘মানুষ বিজেপির পাশ থেকে অনেকদিন আগেই সরে গিয়েছে। এখন বাইরে থেকে নেতা নিয়ে এসে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে।’

ফ্ল্যাগ মার্চ

কিশনগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে, রবিবার জেলা শাসক বিশাল রাজ ও সাগর কুমারের নেতৃত্বে আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশের ফ্ল্যাগ মার্চ বের হয়। এই ফ্ল্যাগ মার্চ শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানান, ১১ নভেম্বর নির্বাচনের দিন ও তার আগে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য এই মার্চ বের করা হয়। জেলার দুই প্রশাসনিক কর্তা নাগরিকদের অনুরোধ করেন, যদি তাঁরা কোনও ধরনের অপ্রিয় ঘটনা বা ষড়যন্ত্রের আভাস বা খবর পান, তাহলে তাঁরা যেন পুলিশ-প্রশাসনকে জানান।

মনোরোগী ছিলেন পূজার মা-ও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : শিশুকন্যা খুনে অভিযুক্ত মা পূজা দে ঘোষের পারিবারিক ইতিহাসও কম রহস্যজনক নয়। পূজার প্রথমপক্ষের স্বামী এবং পূজার মায়ের রহস্যমৃত্যু (আত্মহত্যা) হয়েছিল বলে পরিবারের লোকেরা জানাচ্ছেন। আরও জানা যাচ্ছে, সিজোফ্রেনিয়া জনিত মনোরোগ পূজার মায়েরও ছিল। বছর তেইশের পূজার মধ্যেও সেই রোগের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছোটবেলায় সেই রোগের বিষয়ে তেমন বোঝা না গেলেও লকডাউনের সময় এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, খাবারে অনীহার মতো উপসর্গ দেখা দেয় পূজার। তারপরেই মনোরোগের বিষয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল না বললেই চলে। স্বামীর সঙ্গে বাইকে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত মাঝে মাঝে। বাড়ির রান্না করলেও অন্যান্য কাজ করতে চাইত না। অবসরে মোবাইল ফোনে পূজা ব্যস্ত থাকত বলে জানান শ্বশুর। পুলিশের এক কর্তা বলেন, ‘শিশুকে জলে ফেলার বিষয়টি স্বীকার করেছে পূজা। আরও বিশদে জানতে তদন্ত চলছে।’

শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর রবিবার দক্ষিণ চেচাখাতা ডিএস কলোনির গলিতে থমথমে পরিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে। শিশুটির বাড়িতে শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছিলেন তার বাবা জয়দীপ ঘোষ। জয়দীপ বলেন, ‘মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। কিছুদিন আগেই অন্নপ্রাশন দিয়েছি। আর এখন মেয়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজের প্রস্তুতি চলছে।’ জয়দীপ জানাচ্ছেন, বিয়ের পর কয়েকবার স্ত্রীর মানসিক পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখেছেন তিনি। স্নান, খাওয়াদাওয়া না করে চুপচাপ বসে থাকা, পলকহীন চোখে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা, এসব অস্বাভাবিকতা দেখে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তারপর আবার সুস্থ হয়ে ফিরেও আসেন স্ত্রী। কিন্তু সন্তান জন্মানোর প্রায় এক মাস পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়। মেয়ে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে পূজার। তাকে জোরে আঘাত করতেও দেখেছেন

শিশুকন্যা খুন

পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশী রূপা দত্ত বলেন, ‘বিয়ের পর রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায়নি পূজাকে। এমনকি শিশু খুনের ঘটনার পরেও ও নিজের কথাই বলে চলছিল।’

শিশুটিকে যে খাটে বিশ্রামের জন্য শেষবার রাখা হয়েছিল, সেখানে বসে ছিলেন ঠাকুরদা মলয় ঘোষ। রবিবার দুপুর পর্যন্ত কিছু খেতে পারেননি বলে জানালেন।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নীলাদ্রি নাথ বলেন, ‘সিজোফ্রেনিয়া বা পোস্টপার্টাম সাইকোসিস রোগ থাকলে শিশুর প্রতি অনীহা জন্মাতে পারে। প্রসব পরবর্তী সময়ে হতে পারে মানসিক বিকার। যা থেকে নিজের সন্তানের ক্ষতি করে থাকতে পারেন রোগী। এমনকি আত্মহত্যা করতে পারে। তবে সঠিক চিকিৎসা হলে রোগী সুস্থ থাকেন।’

এসআইআর শুরু হতেই

প্রথম পাতার পর

মাটিগাড়ার রানাবস্তিতেও পরিস্থিতি মোটামুটি এক। বালাসনের পাশ দিয়ে গড়ে ওঠা রানাবস্তির মানুষ নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজে যুক্ত।

তরুণ বর্মন ওই এলাকায় বালি তোলার কাজ করেন। এই এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে কি না বলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তর এল, ‘এলাকার এমন অনেক ঘর রয়েছে, যেখানে খোঁজ করলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে জানতে পারবেন। এলাকাটি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড়ে ভরে গিয়েছে। এসআইআর শুরুর পর অনেকে ভয়ে রয়েছেন। অনেকে নিজেদের ঘরে বন্দি করে রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীরাও রয়েছেন।’

বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘যাঁরা শরণার্থী তাঁদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তবে অনুপ্রবেশকারীরা এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, নাশকতামূলক কাজ করতে পারে। তারা যদি অন্যত্র চলে গিয়ে থাকে তবে বিষয়টি দেখার। এদের দেশের বাইরে বের করে দেওয়া জরুরি।’

ফুলের জলসাঘর... *শ্রীনগরের ‘বাঘ-ই-গুল-ই-দাউদ’ নামে পরিচিত ক্রিসান্থেমাম বাগানে। রবিবার। -পিটিআই*

রাজ্যের হাতে বিপুল তহবিল, তবু ত্রাণ নেই উত্তরে

বঞ্চনায় বিস্টের অস্ত্র কেন্দ্রের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : সদ্য বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের ত্রাণ নিয়ে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট অভিযোগ করেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে বিপুল ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও কোনও সাহায্যই পৌঁছয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিকে ভিত্তি করে বিস্ট দাবি করেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের প্রতি চরম অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করছে।’

রাজু বিস্টের অভিযোগ, ২৪ অক্টোবর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো বিপর্যয় ত্রাণ তহবিলের বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য জানতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই জবাবে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী বিপর্যয় মোকাবিলা এবং ত্রাণ বিলির দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে রাজ্য সরকারের ওপরই বর্তায়। অথচ তিস্তা বন্যা (২০২৩) থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের অক্টোবরের ভয়াবহ ভূমিধস ও বন্যা, একটি ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গবাসীর পাশে দাঁড়ায়নি রাজ্য সরকার। বিস্টের কথায়, ‘ত্রাণ পৌঁছানোর দায়িত্ব যাদের, তারাই গা-ছাড়া মনোভাব দেখাচ্ছে।’

> কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই অর্থ ব্যবহার করেনি, এটাই ভয়াবহ।
>
> **রাজু বিস্ট** সাংসদ, দার্জিলিং

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের অভিযোগের জবাবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এসডিআরএফ খাতে এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত রয়েছে ৫,২৪৪.৩০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম কিস্তির ৪৯১.৬০ কোটি টাকা এবং রাজ্যের ১৬৪ কোটি যোগ করলে মোট তহবিল দাঁড়ায় ৫,৮৯৯.৯০ কোটি টাকা। যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য রাজ্যের হাতে রয়েছে বলে তথ্য সহকারে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে।

দার্জিলিংয়ের সাংসদের প্রশ্ন, ‘যখন দার্জিলিং পাহাড় থেকে তরাই, ডুয়ার্স পর্যন্ত মানুষ ঘরহারা, বিপর্যস্ত ও নিরাপত্তাহীন, তখন এত বিপুল তহবিল রাজ্যের অ্যাকাউন্টে নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে কেন?’ তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এসডিআরএফ-এর অংশ হিসেবে ৩,৯৭৮ কোটি টাকা এবং এনডিআরএফ-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৩৪.৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ৪,৪১২.৯ কোটি টাকা পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, ‘কেন্দ্র তার দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই অর্থ ব্যবহার করেনি এটাই ভয়াবহ।’ তাঁর অভিযোগ, তিস্তা বন্যার শিকার হাজার হাজার পরিবার এবং সাম্প্রতিক ধস-বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আজও বিপদের মধ্যে রয়েছে। আর রাজ্য সরকার তহবিলে বসে আছে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা নিয়ে।

পৃথিবীর পাঠশালা

বাঁশ থেকে প্লাস্টিক

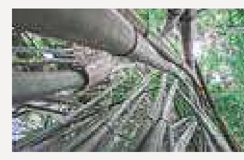

চিন থেকে এক নতুন চমক! গবেষকরা বাঁশ থেকে এক ধরনের জৈব প্লাস্টিক তৈরি করেছেন, যা খুব মজবুত এবং পুরোপুরি বায়োডিগ্রেডেবল। এই প্লাস্টিকটি বাঁশের সেলুলোজকে আণবিক স্তরে দ্রবীভূত করে তৈরি করা হয়েছে। এই প্লাস্টিকটি উচ্চ চাপ সহ্য করতে এবং ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ওপরেও স্থিতিশীল থাকতে পারে। সবথেকে ভালো দিক হল, এটি ৫০ দিনের মধ্যে মাটিতে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং এর মূল শক্তি বজায় রেখে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এটি তেলভিত্তিক প্লাস্টিকের এক দারুণ বিকল্প হতে পারে, যা পরিবেশের জন্য খুব উপকারী।

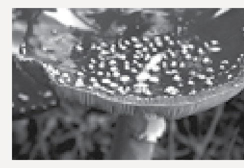

তেজস্ক্রিয়তায় বাঁচে ছত্রাক!

বিজ্ঞানীরা চেরনোবিল এক্সক্লুশন জোনের ভেতরে একধরনের কালো ছত্রাক খুঁজে পেয়েছেন, যা ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেও দিব্যি বেঁচে আছে। এই ছত্রাকটির নাম ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম স্ফেরোস্পারমাম (Cladosporium sphaerospermum)। বেশিরভাগ জীবের বিপরীতে, এই ছত্রাকটি তার উচ্চ মেলানিন উপাদানের জন্য তেজস্ক্রিয়তাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে! গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন ‘রেডিওসিন্থেসিস’, অনেকটা উদ্ভিদ যেমন সূর্যালোককে শক্তিতে রূপান্তর করে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে, কীভাবে এই ছত্রাককে দূষিত স্থানগুলোতে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে বা মহাকাশচারীদের জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাতের আলো, ড্রাইভারের দুর্ভোগ

যুক্তরাজ্যের এক গবেষণা বলছে, ২৫ শতাংশ ড্রাইভার অতিরিক্ত উজ্জ্বল হেডলাইটের কারণে রাতে গাড়ি চালানো পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। আর বাকি ৭৫ শতাংশ এই একই কারণে রাতে কম ড্রাইভ করেন। যদিও রাতে ৪০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে, তবুও ড্রাইভাররা অভিযোগ করেন যে, উজ্জ্বল আলো অস্বস্তিকর এবং রাতে গাড়ি চালানোকে কষ্টকর করে তোলে। এর থেকে বাঁচতে পিছনের আয়নাকে ‘নাইট মোডে’ উলটে দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই হেডলাইটের উজ্জ্বলতা সীমিত করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছেন।

জোড়া সন্তানে কর মকুব

পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট একটি আইনে সই করেছেন, যেখানে কমপক্ষে দুটি সন্তান আছে এমন বাবা-মায়েদের জন্য ব্যক্তিগত আয়কর মকুব করা হয়েছে। যাঁদের বার্ষিক আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তাঁরা এর সুবিধা পাবেন। এটি প্রেসিডেন্টের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। এতে সাধারণ পরিবারগুলো মাসে প্রায় এক হাজার জ্লটি (পোল্যান্ডের মুদ্রা) সঞ্চয় করতে পারবে। যদিও কর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, কম আয়ের পরিবারগুলোর তেমন লাভ হবে না। কিন্তু উচ্চ আয়ের মানুষই বেশি সুবিধা পাবেন। এই সংস্কারটি একটি বৃহত্তর কর প্যাকেজের অংশ।

ধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি নামী শপিং মল লাগোয়া এলাকায় থাকা একটি নির্মাণ সংস্থার দপ্তরে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সেখানে প্রভাবশালী আমলার কয়েক কোটিতে বিলাসবহুল দুটি ফ্ল্যাট কেনার হদিস পেয়েছেন তাঁরা।

শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গেও ওই আমলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সেই নেতাদের মাধ্যমে মেঘালয় এবং অসমে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছেন আমলা। সোনার কারবারে বিজেপির মেদিনীপুরের এক বড় নেতার সঙ্গেও আমলা ও তৃণমূল নেতার একাধিক বৈঠক হয়েছে। মেদিনীপুরের এক প্রাক্তন আমলার (পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে) সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগসূত্র মিলেছে। সিন্ডিকেটের লুট করা সোনা একাধিকবার মেদিনীপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে।

আমলা ও নেতার সোনা সিন্ডিকেট তাদের কুকর্মের জন্য কীভাবে সরকারকে ব্যবহার করছে তা পুণ্ডিবাড়িতে গেলেই পরিষ্কার হবে। বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরি ছাড়াও জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে কয়েক একর জমি কিনে সেগুলো প্লট করে বিক্রি করতে শুরু করেছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা। গ্রামের ভেতরেও জমি কিনেছে সিন্ডিকেট। বিস্ময়করভাবে তাদের জমি কেনার পরই সেই জমির পাশ দিয়ে সরকারি প্রকল্পে তৈরি হয়েছে একের পর এক পাকা রাস্তা। পরিকল্পনা করে সিন্ডিকেটের জমির দর বাড়াতেই যে সরকারি প্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে তা সহজেই বুঝেছেন গোয়েন্দারা।

আমলার চাইতে কোনও অংশে কম নয় তার কুকর্মের শাগরেদ তৃণমূল নেতা। পুণ্ডিবাড়ির সেই সামান্য লোকটি এখন হয়ে উঠেছে ক্রাইম থ্রিলারের অন্যতম ট্রিগার। নেতার পুরোনো বাড়ি এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। প্রভাবশালী আমলার ভরসায় সে এবং তার দুই ভাই কোচবিহার-২ ব্লকজুড়েই কার্যত লুটের কারবার চালাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের জমি হাতিয়ে নিতেও পিছপা হয়নি সে। নেতা ও তার দুই ভাই ডজনেরও বেশি বাউন্সার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণী সিনেমার নায়কদের স্টাইল নকল করে ঘোরা নেতার ভাই সম্প্রতি কোটি টাকা দামের দুটি গাড়িও কিনেছে।

সূত্রের খবর, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের পর নেতার ঘনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি গা-ঢাকা দিয়েছে গোপন ঠিকানায়। তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি এলাকাতেই। তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও রাজ্যে লুকিয়ে রাখা হতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। সোনা সিন্ডিকেটের অপরাধ সাম্রাজ্য কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় আপাতত সেই পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত আমলা ও নেতা।

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল

প্রথম পাতার পর

সেই পরিস্থিতি পালটায়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে! যে বিচারকরা দুর্নীতির বিচার করে দোষীদের সাজা দেবেন, তাঁদের কারও কারও বাড়ি থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি নোটের বান্ডিল উদ্ধার হচ্ছে! কোন দিকে চলেছি আমরা? এটা কি অনৈতিকতার অমানিশার কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ নয়? বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আইয়ান সিনিয়র বলেছিলেন, ‘যেখানে অনৈতিক অর্থ প্রদানের কারণে তৃতীয় কোনও পক্ষ সুবিধা পায়, যার ফলে তারা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার নিশ্চিত করে, তাতে দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ- উভয়েই লাভবান হয়।’ এই পর্যবেক্ষণ আজ সকলের কাছে জলের মতো পরিষ্কার! পশ্চিমী সাবেকি উদারনীতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ সর্বস্বতার প্রবল ঝোঁক দুর্নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে।

আত্মনিমগ্নতার কারণে যতক্ষণ না ব্যক্তিস্বার্থে ঘা পড়ে, ততক্ষণ সবকিছু মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা চলতে থাকে। এই অদ্ভুত আপসকামিতা অনৈতিক কাজকর্মকে মান্যতা দেয়। ফলে দুর্নীতি যাঁরা করে চলেছেন, তাঁরা সমাজে মান্যতা পেয়ে যান। দুর্নীতির জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস করলেও কিছু করে উঠতে পারে না। চরম অসহায়তার দুঃসহ যন্ত্রণাই শুধু সঙ্গী হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করার অভ্যাস মধ্যবিত্ত বাঙালি বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে গণতন্ত্রের অন্যতম দুই শক্তিশালী স্তম্ভ প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগের উপরও আস্থা, বিশ্বাসের জায়গাটা ধাক্কা খাচ্ছে। কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্র? দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আমলাদের বদান্যতায় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়ে চলছে। তাঁদের ক্ষমতার স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলে আমাদের দেশ ও আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কিন্তু প্রশ্নটা হল ‘বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?’

প্রশাসনের স্তরে স্তরে যেভাবে দুর্নীতির শিকড় গজিয়েছে, তা দেখে নাগরিকদের একাংশের মধ্যেও সহজে বিত্তশালী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আন্না হাজারে’র ভ্রষ্টাচারবিরোধী লড়াইয়ের সময় দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ তৈরি হয়েছিল। আন্নার শিষ্যরা ক্ষমতা পেয়ে সেই উত্তাল আন্দোলন ভুলেই গেলেন! আন্না হাজারেও এখন বিস্মৃতির অতলে!

রাজনৈতিক নেতারা প্রায় সকলে মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি আওড়ে ক্ষমতার অলিন্দে জাঁকিয়ে বসে সেসব বেমালুম ভুলে যান! দুর্নীতিতে যুক্ত সরকারি আধিকারিক, কর্মীদের সঙ্গে মিলে তৈরি হয়ে যায় চক্র! সেই চক্রব্যূহে নিষ্পেষিত হতে থাতে অসহায় সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালে সাম্প্রতিক উত্তাল আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সীমাহীন দুর্নীতির অবসান। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা বা কর্মীদের প্রশ্রয় দিলে নৈরাজ্যকেই আহ্বান করা হয়। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ভরসার জায়গাটা ফেরানো বোধহয় কখনোই সম্ভব হবে না।

(প্রধান শিক্ষক, বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়)

রাহুলের সভা

কিশনগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : রবিবার কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে রাসেল হাইস্কুল ময়দানে জনসভায় রাহুল গান্ধি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক এম আলমের সমর্থনে তিনি বলেন, ‘হিংসার বাজারে ভালোবাসার দোকান খুলতে আমি বের হয়েছি।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা-র সমালোচনা করে রাহুল বলেন, ‘এই সরকার রাজ্যের ২৫ লাখ ভোট চুরি করেছে। ওদের ভোট চুরি আমি ধরে ফেলেছি। তাই কোনওমতেই ওদের ভোট দেওয়া যাবে না।’ ভোটে জিতলে তারা বিহারে শিক্ষামূলক অনেক কাজ করবে বলে রাহুল প্রতিশ্রুতি দেন। জনসভায় এদিন ভিড় উপচে পড়েছিল।

প্রচার শেষ

কিশনগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : আগামী ১১ নভেম্বর কিশনগঞ্জ জেলায় বিহারের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। কিশনগঞ্জ জেলার কিশনগঞ্জ, বাহাদুরগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ ও কোচাধামন বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার সন্ধ্যা ছ’টায় নির্বাচনি প্রচার শেষ হয়েছে। এদিন জেলা শাসক বিশাল রাজ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টা জেলায় নির্বাচনি প্রচার বন্ধ থাকবে। কিন্তু প্রার্থীরা চাইলে ডোর টু ডোর প্রচার করতে পারেন। সোমবার স্থানীয় বাজার সমিতি থেকে ভোটকর্মীরা নিজের নিজের বুথের ইভিএম নিয়ে বুথে রওনা দেবেন। প্রায় ৬০০০ পুলিশকর্মী ও আধাসামরিক বাহিনী কিশনগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ২৭৪টি বুথে, বাহাদুরগঞ্জের ২০৫টি বুথে, ঠাকুরগঞ্জের ১৬৫টি বুথে ও কোচাধামনের ৭৯টি বুথে মোতায়েন থাকবে।

নীলবাতির গাড়ি

প্রথম পাতার পর

তাও জেনেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে, নিউটাউনের একটি বাড়িতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দত্তাবাদ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বেল্ট ও পরে লাঠি দিয়ে মারা হয়। এতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, শুধু অপহরণ ও খুন নয়, অন্য অনৈতিক কাজেও ওই বিডিও জড়িত বলে রবিবার অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় কাজে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে তিনি বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, এই বিডিও খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি সহ প্রচুর জায়গায় নামে এবং বেনামে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। বিডিও হয়ে এটা তো তিনি পারেন না। অন্য কোনও অবৈধ কাজ, সেটা সোনা বা অন্য কোনও পাচার, এমনকি মাদকের কারবার আছে কি না, সেটা তদন্ত হওয়া দরকার।’ সুকান্তর অভিযোগ, ‘কোনও এক বিচারকেরও নাকি তাঁর মাথায় হাত রয়েছে।’

অভিষেককে নিয়ে যুবরাজ

‘মরে যাবে, তবু ব্যাট দেবে না’

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ব্যাট তাঁর কাছে কার্যত তলোয়ার।

ক্রিজে নেমে যা দিয়ে বোলারদার ‘রক্তাক্ত’ করতে পছন্দ করেন। দেশ হোক বা বিদেশ, প্রতিপক্ষ বিশ্বসেরা বোলার হলেও মেজাজই যেন আসল রাজা তাঁর কাছে। সেই অভিষেক শর্মার ব্যাটের প্রতি ভালোবাসার গল্প শোনালেন কোচ, মেন্টর যুবরাজ সিং।

মরে গেলেও নাকি নিজের ব্যাট কখনও হাতছাড়া করেন না অভিষেক! কেউ চাইলে তো নয়ই। বাকি সবকিছু সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাট নয়! মজার সুরে প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে এমনই গোপন কথা প্রকাশ্যে আনলেন যুবি।

অভিষেককে পাশে বসিয়ে যুবরাজ বলেছেন, ‘ওর থেকে সবকিছু নিতে পারবে, কিন্তু কখনও ব্যাট পাবে না। মরে যাবে, মার খাবে, কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তবুও ব্যাট ছাড়বে না! এমনকি ওর কাছে যদি ১০টি ব্যাটও থাকে, তারপরও জিজ্ঞাসা করলে বলবে দুইটি মাত্র আছে।’

> বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।
>
> **ইরফান পাঠান**

এশিয়া কাপের পর অস্ট্রেলিয়া সফর- টানা দুই সিরিজে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন অভিষেক। জুটি বেঁধেছেন প্রিয় বন্ধু শুভমান গিলের সঙ্গে। তরুণ যে ওপেনিং জুটি স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ভরসা জোগাচ্ছে। টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কথায়, শুরুতে ‘অভিমান’ জুটির উপস্থিতি সমর্থকদেরও মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ইরফান পাঠানের মুখে যদিও অভিষেককে নিয়ে সতর্কবার্তা। প্রাক্তনের মতে, অজি সিরিজে সেরার পুরস্কার পেলেও বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়েছে। ইচ্ছে আছে যা অভিষেকের কোচ যুবরাজকে জানানোর। ইরফান বলেছেন, ‘ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে অস্ট্রেলিয়ায়। এশিয়া কাপেও সফল। কিন্তু বিশ্বকাপ আলাদা মঞ্চ। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামবে। প্রতি বলেই যদি ও ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসে, বিগহিটের প্রবণতা ধরা পড়ে যাবে।’ নিজের দাবির সপক্ষে যুক্তিও দেখালেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। ইরফান বলেন, ‘বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।’

ইরফানের পরামর্শ, অভিষেকের উচিত ব্যাটিং নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করা। প্রতি বলে এগিয়ে এসে মারা যায় না। সঠিক বল, কোন বোলারকে আক্রমণ করবে, তা বেছে নেওয়া জরুরি। শেষ ম্যাচেও দুইটি ক্যাচ পড়েছে। একটা ধরলেই শুরুতে ফেরার কথা। অভিষেকের উচিত ব্যাটিংয়ে প্ল্যান ‘বি’, ‘সি’-ও প্রস্তুত রাখা। ঝুঁকির শট খেলতে পছন্দ করে, ভালো কথা। কিন্তু ব্যর্থ হলে ক্রিকেটপ্রেমীরাই প্রশ্ন তুলবে এটা কেমন শট!

‘ডাক পেয়ে বাবা-আমি কেঁদেছি’

ঠাকুমার শেষ ইচ্ছে পূরণেই টিম ইন্ডিয়ায় অক্ষর

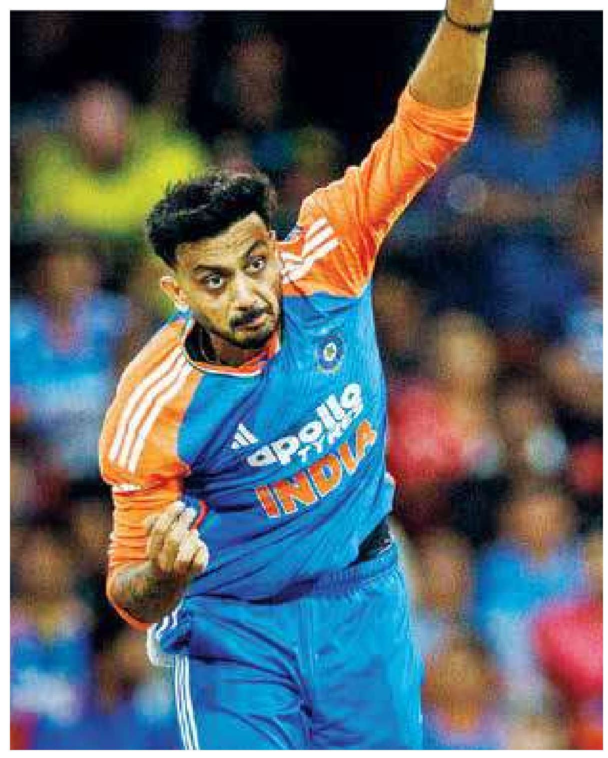

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : খুব ইচ্ছে ছিল টিভিতে নাতির খেলা দেখবেন।

জীবদ্দশায় যদিও সেই স্বাদ পূরণ হয়নি ঠাকুমার। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠাকুমার সেই ইচ্ছেই অক্ষর প্যাটেলকে পৌঁছে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অভিষ্ট লক্ষ্যে। প্রিয় মানুষের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে ক্রিকেটকে ধ্যানজ্ঞান করে নেন। পরিশ্রম, প্রচেষ্টার ফল ২০১৪ সালে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ।

সফল অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে দেশে ফিরে এমনই আবেগঘন গল্প শুনিয়েছেন ভারতের স্পিন-অলরাউন্ডার। এক সাক্ষাৎকারে অক্ষর বলেছেন, ‘ঠাকুমা যখন মারা যান, আমি বাড়ির বাইরে। ম্যাচ খেলছিলাম। বাবা আমাকে জানায়নি, যাতে আমার ফোকাস নড়ে যায়। যখন দিন দুয়েক পরে বাড়ি ফিরি, আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবা। বলে, ঠাকুমা টিভিতে আমার খেলা দেখতে চেয়েছিল। সেটাই তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল।’

বাবার যে কথাগুলি নড়িয়ে দেয় অক্ষরকে। ক্রিকেট, নিজের কেরিয়ার নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যান। ঠিক করে নেন একদিন না একদিন ভারতীয় দলে জায়গা করে নেবেনই। ভারতের নীল জার্সি পড়ে খেলবেন এবং তা টিভিতে দেখাবে। বাবার কাছে সেদিন জোর গলায় সেই শপথও করেন।

পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে অক্ষর আরও বলেছেন, ‘বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম।’

> বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম। -**অক্ষর প্যাটেল**

ইউটিউব চ্যানেলের বিশেষ যে শোয়ে অক্ষরকে নিয়ে তাঁর ছোটবেলার বন্ধুরাও স্মৃতিচারণ করেছেন। এক বন্ধু জানান, ছোটবেলায় তাঁরা অক্ষরকে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি সনৎ জয়সূর্যের সঙ্গে তুলনা করতেন। ‘জয়সূর্য’ বলে ডাকতেন।

এক বন্ধুর কথায়, অক্ষরের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, আত্মবিশ্বাস। বলেছেন, ‘একটা ম্যাচে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেকে বোলার হিসেবে দাবি করে ও। অথচ, আমরা অক্ষরকে ব্যাটার হিসেবেই জানি। স্কুলের দিন থেকে দেখেছি প্রচুর রান করতে। স্কুল টুর্নামেন্টে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জন্য আমরা ওকে জয়সূর্য বলে ডাকতাম। অক্ষরের খেলার ধরনও ছিল জয়সূর্যের মতো। সেই অক্ষর নিজেকে বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলে পরবর্তীকালে!’ এখনও পর্যন্ত ভারতের হয়ে ১৪টি টেস্ট, ৭১টি ওডিআই এবং ৮২টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২১০০-র বেশি রান ও দুইশোর বেশি উইকেট নিয়েছেন।

সুমন্ত-সুরজে চালকের আসনে টিম বাংলা

বাংলা-৪৭৪ রেলওয়েজ-৯৭/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আচমকা রনজি ট্রফি অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তাও আবার ফাইনালের মঞ্চে। এই তো কয়েক বছর আগের কথা।

বীরভূমের সুমন্ত গুপ্তের কথা তার আগে বাংলা ক্রিকেটে কেউই তেমন জানতেন না। রনজি ফাইনালের মঞ্চে ওপেনার হিসেবে অভিষেকে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুমন্ত। মাঝের সময়ে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। আর সেই হারিয়ে যাওয়ার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা দলের বর্তমান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন। ওপেনিং ব্যাটার থেকে মিডল অর্ডারে খেলা শুরু করেছিলেন সুমন্ত। চলতি মরশুমে লক্ষ্মীর পরশে বদলে যাওয়া সুমন্ত বাংলাকে নিয়মিতভাবে ভরসা দিয়ে চলেছেন।

সেই ভরসার ফসল আজ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে সুরাটের মাঠে চলতি রনজি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে সুমন্তের শতরান। শেষ কয়েকটি ম্যাচেই রানের মধ্যে ছিলেন সুমন্ত। কিন্তু শতরান আসছিল না। আজ সেঞ্চুরি করে দলকে ভরসা দিলেন। অনুষ্টুপ মজুমদার (১৩৫) ও সুমন্তের (১২০) শতরানে ভর করে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে গতকালের ২৭৩/৫ থেকে শুরু করে আজ দ্বিতীয় দিনে বাংলার রান পৌঁছে যায় ৪৭৪ রানে। শেষদিকে সুমন্তকে ব্যাট হাতে সাহায্য করেন বিশাল ভাট্টি (৩৬), রাহুল প্রসাদরাও (অপরাজিত ৪০)। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (১৭/৪) ধাক্কায় বেলাইন হওয়ার পথে রেল। একসময় ১৬/৪ স্কোরে খাদের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া রেলের দ্বিতীয় দিনের শেষে সংগ্রহ ৯৭/৫। এখনও ৩৭৭ রানে এগিয়ে থাকা টিম বাংলা সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

অনুষ্টুপ মজুমদারের সঙ্গে বাংলাকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন সুমন্ত গুপ্ত।

যদিও সেই স্বপ্ন দেখার পথে এগিয়ে চলার আগে রীতিমতো সতর্ক বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সুদীপ ঘরামিদের। রেল ম্যাচে তাই যতটা সম্ভব পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ লক্ষ্মীরতন সাবধানি ভঙ্গিতে সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে বলছিলেন, ‘এখনই লাফালাফি করার কিছু হয়নি। খেলার এখনও দু’দিন বাকি। দ্রুত রেলের ইনিংস শেষ করে দেওয়াই আপাতত প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের।’ সোমবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে রেল কত দ্রুত বেলাইন হবে, সময় বলবে। কিন্তু রেলকে বল হাতে প্রবল ধাক্কা দিয়ে দিয়েছেন সুরজ। তাঁর সুইংয়ে ঘায়েল হয়েই একসময় বিবেক সিংরা (৪) ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়েছিলেন। বিকেলের দিকে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হয়ে যাওয়ায় এখনও মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রেল দল।

সুরাটের পিচে বল ঘুরতে শুরু করেছে। ফলে আগামীকাল শাহবাজ আহমেদরা বাংলার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

টেস্ট দলে ব্যাটার জুরেলকে চান অশ্বীনরা

‘এ’ দলের দ্বৈরথে হারলেন ঋষভরা

ভারত ‘এ’-২৫৫ ও ৩৮২/৭ ডি.
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-২২১ ও ৪১৭/৫
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী)

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : হাতে আর চার দিন।

১৪ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দ্বৈরথ। জোড়া ম্যাচের হাইভোল্টেজ টেস্ট সিরিজের আগে দুই দেশের ‘এ’ সিরিজে উত্তাপের আঁচ। চারদিনের প্রথম বেসরকারি টেস্টে জিতেছিল ঋষভ পন্থের ভারতীয় ‘এ’ দল।

দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে আজ বদলা প্রোটিয়া ব্রিগেডের। তাও ৪১৭ রানের বিশাল লক্ষ্যে পৌঁছে! গতকাল তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র স্কোর ছিল ২৫/০। জিততে হলে দরকার আরও ৩৯২। দুটি সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। হয় ঋষভরা জিতবেন, না হলে ড্র। যদিও সবাইকে ভুল প্রমাণ করল অতিথি দল।

ইতিবাচক ক্রিকেটে মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, কুলদীপ যাদব সমৃদ্ধ ভারতীয় ‘এ’ দলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সারাদিন দাপট দেখালেন। যে দাপটের পুরস্কার আলো কমে আসা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে জিতে জিতে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দল।

জর্ডন হারম্যান (৯১), লেসেগো সেনোকওয়ানে (৭৭), জুবেইর হামজা (৭৭)-টপ থ্রি জয়ের ভিত গড়ে দেন। আগামীকাল কলকাতাগামী বিমান ধরার আগে ব্যাটিং প্রস্তুতি সেরে নেন দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও (১০১ বলে ৫৯)। কোনও ভারতীয় বোলারই এদিন ছাপ রাখতে পারেননি। ফলস্বরূপ ৫ উইকেটে জিতে ‘এ’ সিরিজ ১-১ করে নিলেন বাভুমারা।

৭৭ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের ভিত গড়ে দেন জুবেইর হামজা।

ফলাফল ছাপিয়ে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি। চোট-বিড়ম্বনার মাঝেও হাফ সেঞ্চুরিতে ঋষভ লম্বা সময় ক্রিজে কাটিয়েছেন। সিরাজ, কুলদীপরাও সাদা বলের ফর্ম্যাট ছেড়ে লাল বলে হাত ঘোরানোর সুযোগ পেয়েছেন। ভারতের তরফে সেরা পারফরমেন্স অবশ্য ধ্রুব জুরেলের।

দুই ইনিংসেই শতরান। একবারও আউট হননি! সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে মূলত ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন। এদিন শেষ দুই সেশনে ঋষভের বদলে উইকেটকিপিং করলেন। তবে জুরেলের ব্যাটিং সাফল্যে নতুন বিকল্পের হাতছানি।

পার্থিব প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই জুরেলকে প্রথম এগারোয় রাখার দাবি তুললেন। অশ্বীনের মতে, কোচ-অধিনায়কের দল নির্বাচনের কাজটা কঠিন করে দিয়েছে জুরেল। বেসরকারি টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি, অবহেলা করা সহজ হবে না।

প্রাক্তন উইকেটকিপার পার্থিবের যুক্তি, ‘চাইলে ওকে ব্যাটার হিসেবে খেলানো যেতেই পারে। ইতিমধ্যেই জুরেলের ওপর আস্থাও দেখিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। পারথে ব্যাটার হিসেবে খেলেছে। তবে দল জিতলেও আর সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা ব্যাটার হিসেবেই টেস্ট দলে ঢোকার জন্য যা করার দরকার, সবই করেছে জুরেল।’

অলিম্পিক নিয়ে আশাবাদী অঞ্জু-জয়দীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আগামী অলিম্পিক নিয়ে আশা দেখছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জ, প্রাক্তন শুটার জয়দীপ কর্মকার, প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। সেখানে অলিম্পিক নিয়ে নিজেদের আশার কথা জানিয়েছেন তাঁরা। প্রাক্তন লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকের জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে পদক পাওয়া বিষয়ে আমি আশাবাদী। এছাড়াও ২০৩৬ সালে দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টা চলছে। সেটা করতে পারলে আমরা পদক তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকব।’

> আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।
>
> **জয়দীপ কর্মকার**

অলিম্পিক নিয়ে জয়দীপ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।’ প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা আশা করছেন, আগামী অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের খরা কাটবে। বলেছেন, ‘প্রতিবার অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের আশা থাকলেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আশা করছি এবার খরা কাটবে। বিশেষ করে কম্পাউন্ড বিভাগের মিক্সড টিম ইভেন্টে পদক জয়ের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।’

রবিবার জেবিজি কলকাতা ম্যারাথনের থিম সং ও গত দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে লেখা বই প্রকাশ হয় অঞ্জুদের হাত ধরে। এবারের জেবিজি ম্যারাথন আয়োজিত হবে ৩০ নভেম্বর।

গড়লেন দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির

রনজিতে টানা ৮ ছক্কা আকাশের

সুরাট, ৯ নভেম্বর : গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রীর পাশে মেঘালয়ের আনকোরা আকাশ চৌধুরী। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারলেন ২৮ বছরের এই মিডিয়াম পেসার! শুধু তাই নয়, রনজি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে টানা আটটি ছক্কা এসেছে আকাশের ব্যাট থেকে। যার ফলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম (১১ বলে) অর্ধশতরানও সেরে ফেলেছেন আকাশ।

মেঘালয়ের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬/৬ স্কোরে ক্রিজে আসেন আকাশ। ৮ নম্বরে নেমে প্রথম দুই বল দেখে নেন তিনি। এরপর অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারেন আকাশ। তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব এখানেই থামেনি। স্ট্রাইকে এসে অফস্পিনার টিএনআর মোহিতকে পরপর দুটি ছক্কা হাঁকান আকাশ। যার সুবাদে ১১ বলে অর্ধশতরানে পৌঁছে যান তিনি। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম পঞ্চাশ ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাইভ ইনমানের। তিনি ১৯৬৫ সালে লেস্টারশায়ারের হয়ে নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ১৩ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। এদিন ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেন আকাশ। তাঁর ১৪ বলে অপরাজিত ৫০ রানে ভর করে মেঘালয় ৬২৮/৮ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। এদিকে, রনজিতে ৩৩তম শতরান করলেন পরস ডোগরা (১০৬)। তাঁর শতরানের সুবাদে দিল্লির ২১১-র জবাবে প্রথম ইনিংসে ৩১০ রানে থামে জম্মু-কাশ্মীর। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির স্কোর ৭/০।

টানা ৮ ছক্কা মেরে শিরোনামে মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরী। রবিবার।

অস্ট্রেলিয়ার রায়ান উইলিয়ামস যোগ দিলেন ভারতীয় দলের শিবিরে।

বেঙ্গালুরুর শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান উইলিয়ামস। তিনি ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার জয় গুপ্তাও যোগ দিলেন শিবিরে। দুজনকেই পরে ডেকে নেন কোচ খালিদ জামিল। এঁদের মধ্যে রায়ান সদ্যই ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। তারপরই তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়। ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে এফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে ঢাকা যাবে ভারতীয় দল।

যদিও এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার, তবু একটা জয়ই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। আত্মবিশ্বাস ফেরাতে তাই দল শক্তিশালী করতে চাইছেন খালিদ। এদিকে এই পর্বের জন্য ফিফা উইন্ডোর আগে ফুটবলার ছাড়তে চায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই সবুজ-মেরুনের কোনও ফুটবলারকে ডাকেননি জাতীয় দলের হেড কোচ। এখন দেখার প্রাক্তন এই অজি তারকার সংযুক্তিতে ভারতীয় দল কতটা শক্তিশালী হয়।

জারি অচলাবস্থা

ফের আবেদনের পথে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আগেই জানিয়েছিল, আইএসএলের দরপত্র জমা না পড়ার বিষয়টি নিয়ে তারা দ্রুত আলোচনায় বসবে। এদিন সেই মতো বিড ইভালুয়েশন কমিটি আলোচনায় বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও বিষয়টি আবার একবার খতিয়ে দেখার জন্যই সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করবেন।

এদিন এআইএফএফের তরফে এই বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় আগামী সপ্তাহেই এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে এআইএফএফ। ঘটনা হল, এফএসডিএল ইতিমধ্যেই দুইটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। আদালত নির্দেশিত অবনমন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে তিন সদস্যের যে গভর্নিং কাউন্সিল এই আইএসএল চালাবে তাতে এআইএফএফের দুইজন ও এফএসডিএলের একজন রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফুটবল চালানোর বিষয়ে শেষ কথা বলবে ফেডারেশন। যা এফএসডিএলের অপছন্দ। এই দুই বিষয়েই সম্ভবত উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হবে। তারপরই খুলতে পারে এই জট।

মেসির নজিরে শেষ চারে মায়ামি

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর : ন্যাশভিলকে হারিয়ে প্রথমবার এমএলএস কাপ সেমিফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। বলা ভালো লিওনেল মেসি নামক এক আর্জেন্টাইন জাদুকর একক দক্ষতায় দলকে শেষ চারে নিয়ে গেলেন।

এমএলএস কাপের প্রথম রাউন্ডে ‘বেস্ট অফ থ্রি’ সিরিজের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিধ্বংসী পারফরমেন্সে ন্যাশভিলকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। মেসি নিজে দুইটি গোল করেছেন এবং একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। সেইসঙ্গে স্পর্শ করেছেন কেরিয়ারে ৪০০টি অ্যাসিস্টের মাইলফলক। যা অ্যাক্টিভ ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক। তবে সর্বকালের সর্বাধিক অ্যাসিস্টকারীদের তালিকায় মেসি কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সেখানে ৪০৪টি অ্যাসিস্ট করে সবার প্রথমে রয়েছেন হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস।

১০ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৩৯ মিনিটে মাতেও সিলভেত্তির পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৭৩ মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে মায়ামির তৃতীয় গোলটি করেন তাদেও আলেন্দে। তিন মিনিট পরেই মেসির পাস থেকে দলের চতুর্থ ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

‘বেস্ট অফ থ্রি’ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ মায়ামি জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ন্যাশভিল জিতেছিল। ফলে শেষ ম্যাচটি ছিল দুই দলের কাছেই মরণবাঁচন লড়াই। শেষ ম্যাচ জিতে শেষ চারে পা রেখেছেন লিওনেল মেসিরা। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ সিনসিনাটি এফসি।

জোড়া গোলের পর লিওনেল মেসি। গড়লেন অ্যাসিস্টের নজিরও।

ঘূর্ণি পিচের আবদার নিয়ে কলকাতায় গিলরা

রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়া সফল। টি২০ সিরিজ জয়ের পর আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরাহরা।

হালকা শীতের আমেজে মোড়া কলকাতায় রাত সাড়ে দশটার সামান্য পরে শুভমানরা যখন পৌঁছালেন কলকাতায়, তখন তাঁদের নিয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি দেখা গেল। কোচ গৌতম গম্ভীরও আজ রাতেই দলের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। সেই কলকাতা, যে শহর জানে কোচ-ক্রিকেটার-মেন্টর গম্ভীরের অনেক কিছু। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা সোমবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় হাজির হবেন। মঙ্গলবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের অনুশীলনও রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে টিম ইন্ডিয়া অনুশীলন করবে। দুপুরে ইডেনে নামবেন টেম্বা বাভুমা, কাগিসো রাবাদারা।

গিলরা রাতের দমদম বিমানবন্দরে পা রাখার কয়েক ঘণ্টা আগে সকালের দিকে রাবাদা সহ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের একঝাঁক ক্রিকেটার পাকিস্তানে সিরিজ খেলে দুবাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা সহ টেস্ট স্কোয়াডে থাকা বাকি প্রোটিয়া সদস্যরা কাল ভোরে কলকাতায় নামছেন। রবিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন টেস্ট সিরিজের উন্মাদনা বেড়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকিটের খোঁজও চলছে। সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজ নিয়েও চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন পিচ হতে পারে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ইডেন টেস্টের? ক্রিকেটের নন্দনকাননের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় দাবি করছেন, স্পোর্টিং পিচ হবে ইডেনে। অতীতে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় ঠিক যেমন হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, কলকাতায় পা রাখার আগেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কিউরেটার ও সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের কাছে ঘূর্ণি পিচের আবদার পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো জোরে বোলার থাকার পরও তিন স্পিনারে দল নামাতে চাইছেন

দুপুরে পৌঁছালেন রাবাদারা

কোচ গম্ভীর। কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটনদের ইডেন টেস্টের প্রথম একাদশে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকের খবর, কলকাতায় পা রাখার পর আগামীকাল দুপুরের দিকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কোনও প্রতিনিধি ইডেনে হাজির হতে পারেন পিচ দেখতে। যদিও সিএবি-র তরফে পুরো বিষয়টিকে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে প্রবলভাবে।

এদিকে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে টার্নারের আবদার নিয়ে রীতিমতো বিরক্তি তৈরি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে। শেষ কয়েক বছর ধরেই ইডেনের পিচ মানে গতি, বাউন্সের গনগনে কড়াই। জোরে বোলারদের হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড। যদিও এবার ছবিটা বদলাতে পারে। কারণ, গম্ভীর-গিল জমানায় টিম ইন্ডিয়া দেশের মাঠে ঘূর্ণি পিচেই খেলছে টেস্ট ম্যাচ। যদিও গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ঘূর্ণি পিচ বানিয়েও টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ নজির এখনও তাজা অনেকের স্মৃতিতে। তাই গম্ভীরদের টার্নারের আবদার রাখতে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ফের মুখ না পোড়ে, এমন জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে।

এথেন্স ওপেন টেনিসের ফাইনালে লরেঞ্জো মুসেত্তিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন নোভাক জকোভিচ। এর ফলে রজার ফেডেরারকে টপকে হার্ড কোর্টে ৭২টি খেতাব হয়ে গেল তাঁর। তাঁর এটিপি খেতাবের সংখ্যা ১০১।

সেমিফাইনালের ‘যুদ্ধে’ ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : বদলাচ্ছে পরিস্থিতি। বদলে চলেছে সমীকরণও।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পটভূমিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের দৌড়ে একরকম যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনও সরকারিভাবে কুড়ির বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেনি। কোন কোন শহরে ম্যাচ হবে, তার ঘোষণাও হয়নি।

তবে আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল যে আহমেদাবাদেই হবে, একথা সবারই জানা। প্রশ্ন হল, সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় হবে? রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের একটি প্রভাবশালী সূত্রের দাবি, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনালের দৌড়ে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধের আবহও। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, কলকাতাকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে চেন্নাই ও দিল্লি। শেষ পর্যন্ত সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিয়ে আসতে পারবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ রাতের দিকে বেশ কয়েকটি তথ্য সামনে এসেছে। এক,

টি২০ বিশ্বকাপ

জানা গিয়েছে বিসিসিআই ও আইসিসি-র তরফে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ৮ কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে। আটটি কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি ভারতের, তিনটি শ্রীলঙ্কার। দুই, পাকিস্তান যদি টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে, তাহলে কলম্বোয় হবে ফাইনাল। না উঠলে উদ্বোধনী ম্যাচের পাশে ফাইনালও হবে আহমেদাবাদে। তিন, কুড়ির বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল মুম্বইয়ে প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনাল নিয়ে ইডেন বনাম চেন্নাই-দিল্লির লড়াইয়ে ফল কী হয়, সেটাই দেখার।

২০২৩ সালে ভারতে যখন একদিনের বিশ্বকাপের আসর বসেছিল, তখন বহু কেন্দ্রে ম্যাচ হয়েছিল। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ছবিটা বদলে যেতে চলেছে। বিসিসিআই ও আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দেশের বড় শহরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে ইডেন সহ দেশের সব কেন্দ্রেই অন্তত ৫-৬টি করে ম্যাচ পাবে। এখন দেখার, সেমিফাইনাল আয়োজনের যুদ্ধে ইডেনের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কিনা।

১০ ম্যাচ পর জয়হীন আর্সেনাল

লিভারপুলকে ৩ গোল ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ে ফিরলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুঃসময় কাটছে না লিভারপুলের। রবিবার কোচিং কেরিয়ারে পেপ গুয়ার্দিওলার ১০০০তম ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল আর্নে স্লটের দলকে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে ২৯ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এগিয়ে দেন ম্যান সিটিকে। ১৩ মিনিটে তিনি পেনাল্টি মিস করেন। বিরতির আগে ব্যবধান ২-০ করেন নিকো গঞ্জালেজ। ৬৩ মিনিটে জেরেমি ডোকুর গোল ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে সিটির। ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তারা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আটে নেমে গেল লিভারপুল।

শনিবার টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ২-২ ড্র করে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের

> আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

মন্তব্য, ‘আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।’ তিনি যোগ করেছেন, ‘বিপক্ষ চাপে আছে সেটা বুঝে আমাদের আরও আগে ম্যাচ শেষ করা উচিত ছিল।’ ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড আছে ৭ নম্বরে।

অন্যদিকে, আর্সেনালের টানা ১০ ম্যাচ জয়ের দৌড় থামাল সাদারল্যান্ড এফসি। ম্যাচের ফল ২-২। ড্র করে ডিফেন্সের দোষ দেখছেন মিকেল আর্তেতা, ‘যে গোলটা খেয়েছি, তা আমাদের মানের নয়। ম্যাচ নিজেদের দখলে থাকলেও বক্সের ভেতর ডিফেন্ড করতে পারিনি আমরা। বিশেষ করে ওরা যখন ৬-৭ জনে আক্রমণে আসছিল।’ ড্র করলেও ১১ ম্যাচে

কোচিং কেরিয়ারের ১০০০তম ম্যাচে জয় পেয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা।

২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গানাররা। বিপক্ষ দলের প্রশংসায় আর্তেতা বলেছেন, ‘এটা প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম থেকেই জানতাম কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই ওদের কৃতিত্ব দিতে হবে।’

চেলসির পরিষ্কার ৩-০ জয়ের রাস্তা খুলে দেন তাদের রাইটব্যাক মালো গুসতো। ৫১ মিনিটে প্রথম গোল আসে তাঁর হেডার থেকেই। চেলসির জার্সিতে ৫৮ ম্যাচ খেললেও এটিই প্রথম গোল ফরাসি ডিফেন্ডারের। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, ‘এখানে এসেছি কম সময় হয়নি। গোলের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলাম। তবে এটা সবে শুরু হল। খুব খুশি পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য।’ জয়ের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে চেলসি। তা নিয়ে গুসতো বলেছেন, ‘এটা নিঃসন্দেহে বড় জয়। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে এই জয় প্রয়োজন ছিল। একইসঙ্গে প্রথম চারে উঠে এসেছি- যা আমাদের মূল লক্ষ্য।’

উত্তরের খেলা

সারদা সেবকের অকশন ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় সারদা সেবক সংঘের পরিচালনায় শনিবার শুরু হবে প্রথম বর্ষ অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতা। আয়োজক কমিটির সচিব তমাল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, সারদা সেবক সংঘে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন জুটি পাবে তপন ভট্টাচার্য ও নৃসিংহমুরারী চৌধুরী ট্রফি। রানার্সদের জন্য থাকছে অগ্নীশ্বর সাহা, আশুবালা সাহা, সুধেন্দুচন্দ্র ভৌমিক ও মায়া ভৌমিক ট্রফি।

জিতল রয়্যাল

বাগডোগরা, ৯ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে রবিবার কলমজোত আদিবাসী রয়্যাল ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে হারিয়েছে ব্যাংডুবির সেন্ট্রাল ফরেস্ট বস্তিকে। নির্ধারিত সময় গোলশূন্য ছিল। সোমবার খেলবে বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও খড়িবাড়ির জিওয়াইএসডি।

রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ কিলিয়ান এমবাপে।

আক্রমণাত্মক খেলেও আটকে গেল রিয়াল

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের কাছে শেষ ম্যাচে হেরে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার লা লিগাতেও তারা হোঁচট খেল। অ্যাওয়ে ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে রিয়ালকে ফিরতে হল। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলছিল রিয়াল। গোললক্ষ্য করে ৫টি শটও নেয় তারা। তবে ভায়েকানোর গতিময় ও প্রেসিং ফুটবলের বিরুদ্ধে রিয়াল গোলমুখ খুলতে পারেনি। ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল শীর্ষেই আছে।

লিগে টানা চার ম্যাচে জয় তুলে নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। শনিবার ঘরের মাঠে লেভান্তেকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো। ১২ মিনিটে আদ্রিয়ান ডে লা ফুয়েন্তের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় দিয়েগো সিমিওনের দল। ২১ মিনিটে ম্যানু স্যাঞ্চেজের গোলে সমতায় ফেরে লেভান্তে। তবে ৬১ ও ৮০ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন ফরাসি তারকা আতোঁয়া গ্রিজম্যান। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে অ্যাটলেটিকো।

সঞ্জুর বদলে রাজস্থান চাইছে জাড্ডু-স্যামকে

জয়পুর, ৯ নভেম্বর : মাসখানেক পরই হতে পারে আইপিএলের নিলাম। তার আগে ট্রেড উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে চলছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দল গোছানোর পালা। সেই লক্ষ্যেই উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালস নাকি চাইছে চেন্নাই সুপার কিংসের দুই অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কুরানকে। মাঝে অবশ্য শোনা যাচ্ছিল রাজস্থান সঞ্জুর বদলে জাদেজার সঙ্গে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে চাইছে। তবে পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে তাদের চাহিদায় পরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আইপিএলে ১১ বছর রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সঞ্জু। তবে গত আইপিএলের পরই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দল পরিবর্তনের। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে চেন্নাইয়ের খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া জাড্ডু ১২ বছর ধরে সিএসকে পরিবারের সদস্য। স্যাম ২০২০ সালে চেন্নাই শিবিরে যোগ দেওয়ার পর মাঝে ২ বছর পাঞ্জাব কিংসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তবে গত বছর ২.৪ কোটি টাকায় তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনে সিএসকে।

কুডোয় ব্রোঞ্জ ইশিকার

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সুরাটে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কুডো ফেডারেশন কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মিলনপল্লির ইশিকা রায়। সেখানে ইশিকা অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগোরিতে ৪৫ কেজি ওজনের কম বিভাগে নেমেছিল। এই জয়ের পর এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ সহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ইশিকা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ সহদেব বর্মন এবং অঙ্কুর বর্মন।

ইশিকা রায়

ডিপিএস শিলিগুড়িতে শেষ হল আন্তঃ স্কুল প্রো কাবাডি লিগ।

ডিপিএসের কাবাডিতে সেরা বাণীমন্দির, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির প্রথম বর্ষ রামবিলাস আগরওয়ালজি মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল প্রো কাবাডি লিগে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল। রানার্স ডিপিএস শিলিগুড়ি। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বৈকুণ্ঠপুর। রানার্স হয়েছে ডিপিএস ফুলবাড়ি। পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যাভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ির চেয়ারম্যান ও ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রো ভাইস চেয়ারম্যান শরদ আগরওয়াল, ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির ডিরেক্টর স্নিগ্ধা আগরওয়াল, ডিপিএস ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা, ভাইস প্রিন্সিপাল সুকান্ত ঘোষ, হেডমাস্টার অম্লান সরকার, সিনিয়ার শিক্ষিকা মৌমিতা দেবনাথ প্রধান, এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর মহম্মদ আরিফ, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি জয়ন্ত মৌলিক, দ্বারিকা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের কো-চেয়ারম্যান দীপককুমার আগরওয়াল, শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার প্রমুখ। মনোয়ারা বি আহমেদ ও পপি দালাল প্রতিযোগিতায় প্রধান বিচারকের ভূমিকা পালন করেছেন।

BIDHAN SPORTING CLUB
Bidhan Road, Siliguri
Donation Cum Lucky Gift Coupon
Draw on 08-11-2025 (Members Only)
1st - 4221 2nd- 3600
3rd - 2105
Consolations: 3061,3036,3900,2990, 3216,3660,3951,4246,2537,3810, 3239,2437,2685,2128,3847 (Secretary)

এসপি রায় ট্রফি টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজ দল।

খেতাব শিলিগুড়ি কলেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কলেজ। রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি দলের সদস্যরা হলেন সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, সৌমিক বসাক, বিনীত প্রধান, সুমিত ঘোষ ও অনীক মণ্ডল। ফালাকাটা দলে ছিলেন বিশাল বর্মন, অরিত্র বর্মন, শিবা কার্জি, ময়ূখ কার্জি ও রাহুল সাহা। পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন সপ্তার্ষ। ফাইনালে তিনি ৩-১ গেমে অনীকের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজের সৃজনী বসু। ফাইনালে তিনি ৩-০ গেমে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের সায়োনিশা চাকিকে হারিয়েছেন।

দুই বিভাগে ফাইনালে ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পুলিশ পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপে ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠল ধূপগুড়ি থানা দল। সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে নাগরাকাটা থানা দলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। নাগরাকাটার দীপক ওরাওঁ ও ধূপগুড়ির রাশেদ আলম গোল করেন।

অন্যদিকে, মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে উঠেছে ধূপগুড়ি থানা। সেমিফাইনালে তারা ৪-৩ গোলে জয় পায় মেটেলি থানার বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

লায়ন্সের ফুটবলে রানার্স পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটারের দৃষ্টিহীনদের ফুটবলে রানার্স হল পশ্চিমবঙ্গ। রবিবার দাদাভাই ক্লাবের মাঠে ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে হেরে গিয়েছে মিজোরামের বিরুদ্ধে।

লায়ন্সের সভাপতি আশিসচন্দ্র পাল বলেছেন, ‘২ বছর আগে আমরা হিন্দি হাইস্কুল মাঠে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম। সেই প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে এক চিকিৎসক প্রয়াত হন। আতঙ্কেই এরপর আমরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন থেকে দূরে ছিলাম। এবারই প্রথম আমরা দৃষ্টিহীনদের ফুটবল আয়োজন করলাম।’ প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে আশিসের মন্তব্য, ‘আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি ওরা কারও করুণার পাত্র নয়। চোখ বেঁধে দিলে আমরা তো বলে ঠিকঠাক লাথিই মারতে পারব না। ওরা কিন্তু গোল করেছে।’ পাশে বসা অন্যতম আয়োজক সোমেশ ঘোষ বলেছেন, ‘এই প্রতিযোগিতাতেই খেলেছে সংগীতা মিথিরা। যে জাপান, বার্মিংহামে ভারতীয় দলের হয়ে খেলে এসেছে। এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিয়েছিল তাদের চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব তাদের আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে।’ ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-র আইজি বন্ধন সাক্সেনা।

দৃষ্টিহীনদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে মিজোরাম।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন ওয়াইএমএ-র সোনম লেপচা।

জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার ওয়াইএমএ ২-০ গোলে এসএসবি-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খুল্লাকপাম সাও ও সোনম লেপচা গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে সোনম পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। সোমবার খেলবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

রোমার দাপটে জয় গ্রিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগে রবিবার এসএমকেপি গ্রিন ৬ উইকেটে এসএমকেপি ব্লু-কে হারিয়েছে। বসুন্ধরা মাঠে টসে জিতে ব্লু ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। ঈশানি মজুমদার ৩০ ও প্রীতি মাহাতো ২৮ রান করেন। পূজা অধিকারীর অবদান ২৬। রোমা কুর্মি ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে গ্রিন ১৮.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। গীতাংশী দাস ৪৬ ও ম্যাচের সেরা রোমা ৩৮ রান করেন।

ম্যাচের সেরা রোমা কুর্মি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা সমর মাঝি - কে 26.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88D 61107 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে সত্যি অবিশ্বাস্য কিছু ঘটেছে। অল্প একটু বিনিয়োগেই আমি কোটিপতি হয়েছি। আমার আনন্দ বর্ণনা করার জন্য শব্দ অপ্রতুল। এখন মনে হচ্ছে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি, আরও বড় কিছু করতে পারি। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।